মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২১তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ২০১৮

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'রামাযানের পরে সর্বোত্তম ছিয়াম হ'ল মুহাররম মাসের ছিয়াম অর্থাৎ আশূরার ছিয়াম এবং ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ'ল রাতের নফল ছালাত' অর্থাৎ তাহাজ্জুদের ছালাত (মুসলিম হা/১১৬৩)।

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২১তম বর্ষ	১২তম সংখ্যা
যিলহজ্জ-মুহাররম	১৪৩৯-৪০ হিঃ
ভাদ্র-আশ্বিন	১৪২৫ বাং
সেপ্টেম্বর	২০১৮ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ২০০/-)	৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** ০২

◈ **প্রবন্ধ :**

♦ ইসলামে পানাহারের আদব বা শিষ্টাচার ০৪
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

♦ আক্বীদা ও আহকামে হাদীছের প্রামাণ্যতা *(৭ম কিস্তি)* ১০
-অনুবাদ : মীযানুর রহমান

♦ শয়তানের চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষার উপায় *(শেষ কিস্তি)* ১৩
-মুহাম্মাদ খাইরুল ইসলাম

♦ সিজদায় গমনকালে আগে হাঁটু রাখতে হবে নাকি হাত? ২১
-আহমাদুল্লাহ

♦ আশূরায়ে মুহাররম *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ২৫

◈ **সাময়িক প্রসঙ্গ :**

♦ কুরআন ও বাইবেলের আলোকে যাবীহুল্লাহ কে? ২৭
-রূহুল হোসাইন

◈ **ইতিহাসের পাতা থেকে**

♦ খলীফা হারূণুর রশীদের নিকটে প্রেরিত ইমাম মালেক (রহঃ)-এর ঐতিহাসিক চিঠি। *-অনুবাদ : ইহসান ইলাহী যহীর* ৩২

◈ **হাদীছের গল্প :**

♦ দ্বীনের আসমানী প্রশিক্ষণ। ৩৮

◈ **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :**

♦ লোভের কারণে সর্বনাশ। ৩৯

◈ **চিকিৎসা জগৎ :**

♦ পেয়ারার উপকারিতা ও পুষ্টিগুণ ৪০

◈ **ক্ষেত-খামার :**

♦ পটল চাষ ৪১

◈ **কবিতা :** ৪২

♦ জীবন মানে ♦ চলবে সমর
♦ এই হাত ♦ প্রার্থনা

◈ **সোনামণিদের পাতা** ৪৩

◈ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৪

◈ **মুসলিম জাহান** ৪৫

◈ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৬

◈ **সংগঠন সংবাদ** ৪৭

◈ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

বিদায় হজ্জের ভাষণ : গুরুত্ব ও তাৎপর্য

১০ম হিজরী সনে রাসূল (ছাঃ)-এর বিদায় হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষাধিক ছাহাবী উপস্থিত ছিলেন। যে কোন আদর্শিক নেতার জীবনের সর্বশেষ কর্মী সম্মেলনে দেওয়া ভাষণ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) কেবল নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন শেষনবী ও বিশ্বনবী। অধিকন্তু তাঁর দৃঢ় আশংকা ছিল যে, এটাই তাঁর জীবনের সর্বশেষ হজ্জ ও সর্বশেষ বিশ্ব সম্মেলন। সেকারণ বিদায় হজ্জের ভাষণ ছিল ক্বিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির জন্য স্থায়ী দিক নির্দেশক। উল্লেখ্য যে, আগের বছর মক্কার পুণ্যভূমিতে হজ্জের সময় মুশরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয় *(তওবা ৯/২৮)*। ফলে মুশরিকমুক্ত পরিবেশে তিনি এই হজ্জ করেন এবং এই হজ্জ অনুষ্ঠানের আমীর ও প্রশিক্ষক ছিলেন তিনি নিজে। এই হজ্জে আরাফাতের ময়দানে ও মিনায় তিনদিনে বিভিন্ন সময় ৩১টি বিষয়ে তিনি উম্মতকে সতর্ক করেন *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৭০১ পৃ.)*। আমরা তার মধ্য থেকে মৌলিক কিছু বিষয় তুলে ধরব। যা কেবল মুসলিম উম্মাহ্র জন্য নয়, বরং বিশ্ব মানবতার জন্য হেদায়াতের চিরন্তন আলোকবর্তিকা স্বরূপ।

আরাফার দিনের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

(১) 'হে জনগণ! আল্লাহ্র কসম, আমি জানি না আজকের পরে আর কোনদিন তোমাদের সঙ্গে এই স্থানে মিলিত হ'তে পারব কি-না। অতএব আল্লাহ রহম করুন ঐ ব্যক্তির উপরে যে ব্যক্তি আজকে আমার কথা শুনবে ও তা স্মরণ রাখবে। কেননা অনেক জ্ঞানের বাহক নিজে জ্ঞানী নয় (সে অন্যের নিকট জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায়) এবং অনেক জ্ঞানের বাহক তার চাইতে অধিকতর জ্ঞানীর নিকটে জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায়। (২) জেনে রেখ, নিশ্চয়ই তোমাদের মাল-সম্পদ ও তোমাদের রক্ত তোমাদের পরস্পরের উপরে হারাম, যেমন আজকের এই দিন, এই মাস, এই শহর তোমাদের জন্য হারাম' (অর্থাৎ এর সম্মান বিনষ্ট করা হারাম)। (৩) জেনে রেখ, তিনটি বিষয়ে মুমিনের অন্তর খিয়ানত করে না : (ক) আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এখলাছের সাথে কাজ করা। (খ) শাসকদের জন্য কল্যাণ কামনা করা এবং (গ) মুসলমানদের জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা। কেননা তাদের দো'আ তাদেরকে পিছন থেকে (শয়তানের প্রতারণা হ'তে) রক্ষা করে' *(দারেমী হা/২২৭, সনদ ছহীহ)*।

এদিন সূর্য ঢলে যাওয়ার পর তিনি বলেন, (৪) 'শুনে রাখ, জাহেলী যুগের সকল কিছু আমার পায়ের তলে পিষ্ট হ'ল। জাহেলী যুগের সকল রক্তের দাবী পরিত্যক্ত হ'ল। আমাদের রক্ত সমূহের প্রথম যে রক্তের দাবী আমি পরিত্যাগ করছি, তা হ'ল রাবী'আহ ইবনুল হারেছ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব-এর শিশু পুত্রের রক্ত। যে তখন বনু সা'দ *(অন্য বর্ণনায় বনু লাইছ।- ইবনু হিশাম ২/৬০৪)* গোত্রে দুগ্ধ পান করছিল, আর হোযাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করেছিল'। (৫) 'জাহেলী যুগের সকল সূদ পরিত্যক্ত হ'ল। আমাদের সূদ সমূহের প্রথম যে সূদ আমি শেষ করে দিচ্ছি সেটি হ'ল (আমার চাচা) আব্বাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিবের পাওনা সূদ। যার সবটুকুই বাতিল করা হ'ল। (৬) 'তোমরা নারীদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা তোমরা তাদেরকে আল্লাহ্র আমানত হিসাবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহ্র কালেমার মাধ্যমে তাদেরকে হালাল করেছ। তাদের উপরে তোমাদের প্রাপ্য হক হ'ল এই যে, তারা তোমাদের বিছানা এমন কাউকে মাড়াতে দেবে না, যাদেরকে তোমরা অপসন্দ কর। যদি তারা সেটা করে, তবে তোমরা তাদের প্রহার করবে যা গুরুতর হবে না। আর তোমাদের উপরে তাদের প্রাপ্য হক হ'ল উত্তমরূপে খাদ্য ও পরিধেয় প্রদান করা'। (৭) 'আর জেনে রাখ, আমি তোমাদের মাঝে ছেড়ে যাচ্ছি এমন এক বস্তু, যা মযবূতভাবে ধারণ করলে তোমরা কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না। সেটি হ'ল আল্লাহ্র কিতাব'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ও তাঁর নবীর সুন্নাহ' *(মুওয়াত্ত্বা হা/৩৩৩৮)*।

(৮) 'তোমরা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। তখন তোমরা কি বলবে? লোকেরা বলল, আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি সবকিছু পৌঁছে দিয়েছেন, (রিসালাতের আমানত) আদায় করেছেন এবং উপদেশ দিয়েছেন'। অতঃপর তিনি শাহাদাত অঙ্গুলি আসমানের দিকে উঁচু করে অতঃপর সমবেত জনমণ্ডলীর দিকে নীচু করে বললেন, 'হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক' (তিনবার) *(মুসলিম হা/১২১৮)*।

তিনি বলেন, (৯) মুসলিম সেই, যার যবান ও হাত থেকে অন্যেরা নিরাপদ থাকে। আর মুজাহিদ সেই, যে আল্লাহ্র আনুগত্যে নিজেকে সর্বাত্মকভাবে নিয়োজিত করে এবং মুহাজির সেই, যে সকল প্রকার অন্যায় ও পাপকর্ম সমূহ পরিত্যাগ করে' *(আহমাদ হা/২৪০০৪; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৮৬২; ছহীহাহ হা/৫৪৯)*। (১০) 'মনে রেখ! আমি তোমাদের সকলের আগেই হাউয কাউছারে পৌঁছে যাব। আর আমি অন্য সকল উম্মতের মধ্যে তোমাদের আধিক্য নিয়ে গর্ব করব। অতএব তোমরা আমার চেহারাকে কালিমালিপ্ত কর না। (১১) মনে রেখ! আমি অনেককে সেদিন মুক্ত করব এবং অনেকে সেদিন আমার থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তখন আমি বলব, 'হে আমার প্রতিপালক! এরা তো আমার সাথী। তিনি বলবেন, তুমি জান না তোমার পরে এরা (ইসলামের মধ্যে) কত বিদ'আত সৃষ্টি করেছিল' *(ইবনু মাজাহ হা/৩০৫৭)*। তখন রাসূল (ছাঃ) বলবেন, 'দূর হও দূর হও! যে ব্যক্তি আমার পরে আমার দ্বীনকে পরিবর্তন করেছ' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৫৫৭১)*। (১২) তিনি বলেন, হে জনগণ! নিশ্চয়ই প্রত্যেক পরিবারের উপর প্রতি বছর একটি করে কুরবানী ও 'আতীরাহ' (আতীরাহ পরে রহিত করা হয়)। (১৩) 'মনে রেখ, অপরাধের শাস্তি অপরাধী ব্যতীত অন্যের উপরে বর্তাবে না। পিতার অপরাধের শাস্তি পুত্রের উপর এবং পুত্রের অপরাধের শাস্তি পিতার উপর বর্তাবে না'। (১৪) 'জেনে রেখ, শয়তান তোমাদের এই শহরে পূজা পাওয়া থেকে (অর্থাৎ তোমাদের কাফের হওয়া থেকে) চিরদিনের মত নিরাশ হয়ে গেছে। তবে যেসব কাজগুলিকে তোমরা তুচ্ছ মনে কর, সেসব কাজে তার আনুগত্য করা হবে, আর তাতেই সে খুশী থাকবে' *(তিরমিযী হা/২১৫৯; ইবনু মাজাহ হা/৩০৫৫, হাদীছ ছহীহ; মিরক্বাত শারহ মিশকাত হা/২৬৭০)*। আরাফার দিনকে 'হজ্জে আকবার' বলা হয় এবং শুধু ওমরাকে 'হজ্জে আছগার' বলা হয়। তবে প্রসিদ্ধ মতে আরাফা ও জুম'আর দিন একত্রিত হওয়াকে 'হজ্জে আকবার' বলা হয় *(মিরক্বাত হা/২৬৭০-এর আলোচনা)*। এর জন্য ৭০টি হজ্জের সমান নেকী পাওয়া যায় বলে যে হাদীছ প্রচলিত আছে, তা ভিত্তিহীন ও জাল *(যঈফাহ হা/২০৭, ১১৯৩, ৩১৪৪)*। যেমন মিথ্যা, প্রতারণা, আপোষে ঝগড়া-মারামারি ইত্যাদি। যা পরবর্তীদের মধ্যে ঘটেছিল *(মির'আত)*। জাবের (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, 'কিন্তু শয়তানী প্ররোচনা বাকী থাকবে' *(মুসলিম হা/২৮১২)*। (১৫) একই রাবী কর্তৃক

অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'মনে রেখ! এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই। অতএব কোন মুসলমানের জন্য তার ভাই-এর কোন বস্তু হালাল নয় কেবল অতটুকু ব্যতীত যতটুকু সে তাকে খুশী মনে দেয়। আর তোমরা যুলুম করো না...*(ইরওয়া হা/১৪৫৯)*।

উল্লেখ্য যে, আরাফাতের দিন শুক্রবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে ইসলামের পূর্ণাঙ্গতার সনদ হিসাবে সূরা মায়েদাহ ৩ আয়াত নাযিল হয়।

কুরবানীর দিনের ভাষণ :

এদিন সূর্য ঢলার পর 'আযবা' উটনীর পিঠে বসে কংকর নিক্ষেপ শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, (১৬) হে জনগণ! 'কালচক্র আপন নিয়মে আবর্তিত হয়, যেদিন থেকে আসমান ও যমীন সৃষ্টি হয়েছে। বছর বারো মাসে হয়। তার মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস। তিনটি পরপর, যুলক্বা'দাহ, যুলহিজ্জাহ ও মুহাররম এবং রজবে মুযার'। অতঃপর তিনি বলেন, (১৭) 'সত্বর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে। অতঃপর তিনি তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। সাবধান! আমার পরে তোমরা পুনরায় 'পথভ্রষ্ট' হয়ে ফিরে যেয়ো না এবং একে অপরের গর্দান মেরো না'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'সাবধান! আমার পরে তোমরা পুনরায় 'কাফের' হয়ে ফিরে যেয়ো না এবং একে অপরের গর্দান মেরো না' *(মুসলিম হা/১৬৭৯)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এটি ছিল উম্মতের জন্য তাঁর অছিয়ত স্বরূপ *(বুখারী হা/১৭৩৯)*। এই 'কাফের' অর্থ কর্মগত কাফের অর্থাৎ অবাধ্য। আক্বীদাগত কাফের নয়, যা মুসলমানকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশের উপর ঈমান আনবে ও কিছু অংশে কুফরী করবে'? রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেক্বী এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরী' *(বুখারী হা/৪৮)*। 'হে জনগণ! আমি কি তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি (দু'বার)? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক! আর তোমাদের উপস্থিতগণ যেন অনুপস্থিতগণকে কথাগুলি পৌঁছে দেয়। কেননা উপস্থিত শ্রোতাদের অনেকের চাইতে অনুপস্থিত যাদের নিকট এগুলি পৌঁছানো হবে, তাদের মধ্যে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি থাকতে পারে' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২৬৫৯)*।

(১৮) 'হে জনগণ! শুনে রাখ আমার পরে কোন নবী নেই এবং তোমাদের পরে কোন উম্মত নেই। অতএব (১৯) 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় কর। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় কর। রামাযান মাসের ছিয়াম পালন কর। তোমাদের মালের যাকাত দাও। তোমাদের আমীরের আনুগত্য কর। তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ কর' *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/৭৫৩৫; তিরমিযী হা/৬১৬)*।

আইয়ামে তাশরীক্বের ১ম দিনের ভাষণ :

অতঃপর জামরায় কংকর নিক্ষেপের পর ফিরে এসে তিনি বলেন, (২০) 'যদি তোমাদের উপর নাক-কান কাটা কৃষ্ণকায় গোলামও আমীর নিযুক্ত হন, যিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করেন, তোমরা তাঁর কথা শোন ও মান্য কর' *(মুসলিম হা/১২৯৮)*।

আইয়ামে তাশরীক্বের ২য় দিনের ভাষণ :

(২১) 'হে জনগণ! নিশ্চয়ই তোমাদের পালনকর্তা মাত্র একজন। তোমাদের পিতাও মাত্র একজন। মনে রেখ! আরবের জন্য অনারবের উপর, অনারবের জন্য আরবের উপর, লালের জন্য কালোর উপর এবং কালোর জন্য লালের উপর কোনরূপ প্রাধান্য নেই আল্লাহভীরুতা ব্যতীত'..*(ছহীহাহ হা/২৭০০)*। (২২) এদিন তিনি 'দাজ্জাল'-এর আগমন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি উম্মতের উদ্দেশ্যে বলেন, (২৩) 'হে জনগণ! আমি তোমাদের নিকট এমন বস্তু রেখে যাচ্ছি, যা মযবূতভাবে ধারণ করলে তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ' *(হাকেম হা/৩১৮, হাদীছ ছহীহ)*।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য :

(১) শিরকী জাহেলিয়াতের সাথে তাওহীদের চিরদিনের মত বিচ্ছেদ ঘোষণা করা। (২) পরস্পরের জান-মাল ও ইয্যত পরস্পরের জন্য হারাম ঘোষণা করা। (৩) সূদী প্রথাকে চিরতরে হারাম করার মাধ্যমে পুঁজিবাদকে পদদলিত করা। (৪) নারী ও পুরুষের পারস্পরিক হক ও সম্মান অক্ষুণ্ন রাখা। (৫) বিদ'আতী মুসলমানদের হাউয কাওছারের পানি পান হ'তে বঞ্চিত করা। (৬) প্রত্যেক পরিবারের উপর প্রতি বছর একটি করে কুরবানী সুন্নত হওয়া। (৭) একজনের পাপভার অন্যে বহন না করা। (৮) কারু প্রতি যুলুম না করা এবং কেউ খুশীমনে না দিলে তার মাল গ্রহণ না করা। (৯) সকল মুসলমান ভাই ভাই। মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী ও তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরী। এর মাধ্যমে মুসলিম সমাজের পরিচর্যার মূলনীতি ঘোষণা করা হয়েছে। (১০) শাসক বা আমীরের প্রতি অটুট আনুগত্য বজায় রাখা। (১১) সকল মানুষের পিতা একজন। অতএব কারুর উপরে কারু কোন প্রাধান্য নেই আল্লাহভীরুতা ব্যতীত। এর মাধ্যমে অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের কল্যাণ কর্মে সহযোগিতার ভিত্তি বর্ণিত হয়েছে। (১২) মুসলমান কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না, যতদিন তারা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহকে মযবুতভাবে আঁকড়ে থাকবে। এর মাধ্যমে ইসলামী আইনের মূল উৎস হিসাবে মাত্র দু'টি বর্ণিত হয়েছে, তৃতীয় কোন কিছুকে নয়। এ দু'টিই হ'ল স্থায়ী সমাধান ও শান্তির উৎস। (১৩) কুরআন ও সুন্নাহ্র বাণী সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া অপরিহার্য কর্তব্য।

উপরে বর্ণিত প্রতিটি বিষয়ই সমাজ জীবনে চিরন্তন কল্যাণের দিশারী। আল্লাহ আমাদেরকে এগুলি মেনে চলার তাওফীক দান করুন- আমীন! *(স.স.)*।

বর্ষশেষের নিবেদন : ২১তম বর্ষ শেষে ২২তম বর্ষের প্রাক্কালে এবং আমাদের সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, এজেন্ট ও গ্রাহক এবং দেশী ও প্রবাসী সকল শুভানুধ্যায়ীকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ শুদ্ধ চেতনার অধিকারী দ্বীনদার ভাই-বোনদের হৃদয় সমূহকে এ মহান আন্দোলন-এর প্রতি রুজু করে দিন- আমীন! *[সম্পাদক]*

ইসলামে পানাহারের আদব বা শিষ্টাচার

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

মানব জীবনের অতি প্রয়োজনীয় বস্তু হচ্ছে আহার ও পানীয়। জীবন ধারণের জন্য পানাহারের কোন বিকল্প নেই। খাদ্য-পানীয় মানুষের দেহ-মন সুস্থ ও সতেজ রাখার প্রধান উপকরণ। এগুলির অভাবে মানুষের শরীর ভেঙ্গে যায় এবং দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ইবাদতে মন বসে না এবং কোন কাজে স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে না। তাই খাদ্য-পানীয় মানুষের জন্য অতি যরূরী। তবে এ খাদ্য-পানীয় হালাল হওয়া আবশ্যক। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا– 'অবশ্যই আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ব্যতীত কোন কিছুই কবুল করেন না'। আল্লাহ মুমিনদেরকে সেই নির্দেশ দিয়েছেন, যা তিনি নবী-রসূলগণকে দিয়েছিলেন। তিনি নবী-রসূলগণের উদ্দেশ্যে বলেন, يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ، 'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে আহার কর এবং সৎকাজ কর। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত *(মুমিনূন ২৩/৫১)*। আর মুমিনদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، 'হে মুমিনগণ! আমরা তোমাদেরকে যে সকল রিযিক দান করেছি তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর' *(বাক্বারাহ ২/১৭২)*। অতঃপর তিনি এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে দীর্ঘ সফর করে এসেছে। তার চুলগুলো বিক্ষিপ্ত, অবিন্যস্ত এবং শরীর ধূলিমলিন। এমতাবস্থায় সে নিজ হাত দু'টিকে আকাশের দিকে উঠিয়ে দো'আ করে, হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রভু! কিন্তু তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পরিধেয় পোশাক হারাম এবং হারাম দ্বারাই তার দেহ পরিপুষ্ট হয়েছে। অতএব তার দো'আ কিভাবে কবুল হ'তে পারে'?[১]

আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) একদা কা'ব বিন উজরার উদ্দেশ্যে বললেন, يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ، 'হে কা'ব বিন উজরাহ! সে গোশত কোন দিন জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার পুষ্টিসাধন হারাম খাদ্য দ্বারা করা হয়েছে'।[২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لاَ يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلاَّ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ، 'হে কা'ব বিন উজরাহ! যে গোশত হারাম খাদ্য দ্বারা পরিপুষ্ট হবে, তার জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত'।[৩]

ইসলামে পানাহারের বিভিন্ন আদব বা শিষ্টাচার রয়েছে। যেগুলি পালন করলে ছওয়াব লাভ হয় এবং সুস্বাস্থ্য গড়ে ওঠে। তন্মধ্যে কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার না করা :

স্বর্ণ-রূপার পাত্র হচ্ছে কাফেরদের জন্য। যাতে অহংকার প্রকাশ পায়। সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করতে নবী করীম (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, لَا تَشْرَبُوْا فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ وَالدِّيبَاجَ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، 'তোমরা সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার কর না। আর তোমরা রেশমী বস্ত্র পরিধান কর না। কারণ তা দুনিয়াতে কাফেরদের জন্য এবং আখেরাতে তোমাদের জন্য'।[৪] তিনি আরো বলেন, الَّذِيْ يَشْرَبُ فِيْ إِنَاءِ (آنِيَةِ) الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ 'যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পানাহার করে, সে ব্যক্তি নিজ উদরে জাহান্নামের আগুন পূর্ণ করে'।[৫]

২. খাবার পাত্রের মধ্যস্থল থেকে না খাওয়া :

পাত্রের মধ্যস্থল থেকে খাবে না, বরং এক পার্শ্ব থেকে খাবে।[৬] রাসূল (ছাঃ) বলেন, البَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ، খাদ্যের মধ্যস্থলে বরকত নাযিল হয়। সুতরাং তোমরা পার্শ্ব থেকে খাও, মধ্যস্থল থেকে খেও না।[৭]

তিনি আরো বলেন, إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ، وَلَكِنْ لِيَأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلَاهَا، 'তোমাদের কেউ যখন খাবার খায়, তখন সে যেন পাত্রের উপর (মাঝখান) থেকে না খায়। বরং পাত্রের নিচে (একধার) থেকে খায়। কারণ বরকত তার উপর (মাঝখান) অংশে নাযিল হয়।[৮]

৩. ঠেস বা হেলান দিয়ে না খাওয়া :

ঠেস বা হেলান দিয়ে পানাহার করা সুন্নাতী তরীকা নয়। তাই এভাবে পানাহার না করে সোজা হয়ে বসে পানাহার করতে হবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, لَا آكُلُ مُتَّكِئًا 'আমি হেলান দিয়ে খাই না'।[৯] তিনি হেলান দিয়ে খেতে নিষেধও করেছেন। তিনি বলেন, لَا تَأْكُلْ مُتَّكِئًا 'হেলান দিয়ে খেয়ো না'।[১০]

---

১. মুসলিম হা/১০১৫; তিরমিযী হা/২৯৮৯; মিশকাত হা/২৭৬০।
২. দারেমী হা/২৮১৮/২৮১৮; মুসনাদে আহমাদ হা/১৪৪৮১; ছহীহ, ইমাম মুসলিমের শর্তে সনদ শক্তিশালী।
৩. ছহীহ তিরমিযী হা/৬১৪।
৪. বুখারী হা/৫৬৩৩; মুসলিম হা/২০৬৭।
৫. বুখারী হা/৫৬৩৪; মুসলিম হা/২০৬৫।
৬. বুখারী হা/৫৩৭৬; তিরমিযী হা/১৮০৫; মিশকাত হা/৪১৫৯, ৪২১১।
৭. তিরমিযী হা/১৮০৫; ইবনু মাজাহ হা/৩২৭৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/২১২৩।
৮. আবূদাঊদ হা/৩৭৭২; তিরমিযী হা/১৮০৫; ইবনু মাজাহ হা/৩২৭৭।
৯. মুসনাদে আহমাদ হা/১৮২৭৯; বুখারী হা/৫৩৯৮-৯৯।
১০. ছহীহাহ হা/৩১২২।

অনুরূপভাবে উপুড় হয়ে শুয়ে খাওয়া নিষেধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِهِ 'কোন ব্যক্তি যেন উপুড় হয়ে পেটের উপর ভর করে না খায়'।[১১]

৪. খাবার প্রস্তুত হয়ে গেলে এবং ছালাতের সময় হ'লে আগে খাবার খাওয়া : খাবার তৈরী হয়ে গেলে ছালাতের সময় হ'লেও আগে খাবার খেয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা ক্ষুধার্ত অবস্থায় ছালাত শুরু করলে একাগ্রতা থাকে না। এজন্য নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوْا بِالْعَشَاءِ، 'ছালাতের ইক্বামত হ'লে এবং রাতের খানা উপস্থিত হ'লে, আগে খানা খেয়ে নাও'।[১২]

তিনি আরো বলেন, إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلاَ يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ مِنْهُ وَإِن أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ، 'যখন কেউ খেতে বসবে তখন খাওয়া শেষ না করা পর্যন্ত সে যেন তাড়াহুড়া না করে, যদিও ছালাতের ইক্বামত হয়ে যায়'।[১৩]

৫. খাবার শুরু করার আগে ও পরে উভয় হাত ধৌত করা :

খাওয়ার পূর্বে হাত ভালভাবে ধুয়ে নিবে।[১৪] আর খাবার পরে হাত ধোয়া যরূরী। রাসূল (ছাঃ) খাবার পরে কুলি করেছেন এবং হাত ধুয়েছেন।[১৫]

তিনি বলেন, مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، 'যে ব্যক্তি হাতে গোশতের গন্ধ ও চর্বি না ধুয়ে তা নিয়েই ঘুমায়, অতঃপর কোন বিপদ ঘটে, তাহ'লে সে যেন নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দোষারোপ না করে'।[১৬]

এখানে বিপদ বলতে, হাত না ধুয়ে ঘুমানোর ফলে চর্বির গন্ধে তেলাপোকা, ইঁদুর বা অন্য কোন প্রাণী হাত বা আঙ্গুল কামড়াতে পারে। তাছাড়া এতে কোন রোগ-ব্যাধি হওয়ারও সম্ভাবনা থাকতে পারে।

৬. খাবার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' ও শেষে 'আলহামদুল্লিাহ' বলা :

খাবারের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' ও শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা সুন্নাত। ইমাম আহমাদ বলেন, খাবারে ৪টি জিনিস জমা হ'লে সে খাবার পরিপূর্ণ হয়; খাবার আগে 'বিসমিল্লাহ' বলা, শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা, (একাধিক লোকের) অনেক হাত পড়া এবং তা হালাল হওয়া।[১৭]

বিসমিল্লাহ বলে শুরু করলে শয়তানের প্রভাব ও শরীক হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ الَّذِي لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ- 'অবশ্যই শয়তান (মুসলিমের) খাবার খেতে সক্ষম হয়; যদি খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' না বলা হয়'।[১৮]

তিনি আরো বলেন, إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، فَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ- 'তোমাদের কেউ নিজ বাড়িতে প্রবেশকালে এবং খাওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' বললে, তখন শয়তান (তার সঙ্গীদেরকে) বলে, 'তোমাদের জন্য রাত্রি যাপনের স্থানও নেই এবং রাতের খাবারও নেই'। আর সে বাড়িতে প্রবেশকালে 'বিসমিল্লাহ' বললে এবং রাতে খাবার সময় না বললে শয়তান বলে, 'তোমরা রাতের খাবার পেলে, কিন্তু রাত্রি যাপনের জায়গা নেই। আর যখন সে খাবার সময়েও বিসমিল্লাহ না বলে, তখন শয়তান বলে, 'তোমরা রাত্রি যাপনের জায়গাও পেলে এবং খাবারও পেলে'।[১৯]

উল্লেখ্য যে, খাওয়ার শুরুতে কেবল 'বিসমিল্লাহ' বলবে। এর সঙ্গে 'আর-রাহমানির রাহীম' যোগ করার কোন দলীল নেই। খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে গেলে নির্দিষ্ট দো'আ পড়তে হয়। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ কোন খাবার খাবে, তখন সে যেন 'বিসমিল্লাহ' বলে। প্রথমে বলতে ভুলে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্র বলবে, بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، 'বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আ-খিরাহু'। অর্থ: আল্লাহ্র নামে খাওয়ার শুরু ও শেষে।[২০]

খাবার পর 'আল-হামদু লিল্লাহ' বা নির্দিষ্ট দো'আ পড়তে হয়। যেমন-

(ক) اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْراً مِّنْهُ،

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা বা-রিক লানা ফীহি ওয়া আত্বইমনা খায়রাম মিনহু।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এতে বরকত দাও এবং এর চেয়ে উত্তম আহার দান কর।[২১]

(খ) খাবার শেষে নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করলে পূর্বের গোনাহ মাফ হয়ে যায়।[২২]

---

১১. *আবূদাঊদ হা/৩৭৭৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৩৭০; ছহীহাহ হা/২৩৯৪।*
১২. *বুখারী হা/৫৪৬৫; ছহীহুল জামে' হা/৩৭৪।*
১৩. *বুখারী হা/৬৭৪; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৫২৪২।*
১৪. *তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৪৮৫; আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ ৩/২১৪।*
১৫. *মুসনাদে আহমাদ হা/২৭৪৮৬; ইবনু মাজাহ হা/৪৯৩।*
১৬. *আহমাদ হা/৭৫১৫; আবূদাঊদ হা/৩৮৫২; তিরমিযী হা/১৮৬০; ইবনু মাজাহ হা/৩২৯৭; দারেমী হা/২০৬৩।*
১৭. *যাদুল মা'আদ ৪/২৩২।*
১৮. *মুসলিম হা/২০১৭; আবূদাঊদ হা/৩৭৬৬।*
১৯. *মুসলিম হা/২০১৮; আবূদাঊদ হা/৩৭৬৫।*
২০. *আবূদাঊদ হা/৩৭৬৭; তিরমিযী হা/১৮৫৮।*
২১. *আবূদাঊদ হা/৩৭৩০; তিরমিযী হা/৩৪৫৫।*
২২. *ছহীহ তিরমিযী ৩/১৫৯।*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلاَ قُوَّةً–

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আত্ব'আমানী হা-যা ওয়া রাযাক্বানীহি মিন গাইরি হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুউওয়াহ।

অর্থ : 'সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমাকে এই খাদ্য খাওয়ালেন এবং জীবিকা দান করলেন, আমার কোন চেষ্টা ও সামর্থ্য ছাড়াই'।[২৩]

(গ) রাসূল (ছাঃ) খাবার শেষে বলতেন,

اللَّهُمَّ أَطْعَمْتَ وَأَسْقَيْتَ وَهَدَيْتَ وَأَحْيَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ–

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আত্ব'আমতা ওয়া আসক্বায়তা ওয়া হাদাইতা ওয়া আহ্য়াইতা, ফালাকাল হাম্দু 'আলা মা আ'ত্বায়তা।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আহার করিয়েছ, পান করিয়েছ, হেদায়াত দিয়েছ এবং আমাকে জীবিত রেখেছ। সুতরাং তুমি যা আমাকে দিয়েছ, তার জন্য তোমার সমস্ত প্রশংসা'।[২৪]

(ঘ) দুধ পান শেষে বলতে হয়, اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা বা-রিক-লানা ফীহি ওয়া যিদনা মিন্হু।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এতে বরকত দান কর এবং আমাদেরকে এর চেয়ে আরো বৃদ্ধি করে দাও'।[২৫]

খাবার খাওয়ার মাঝে অথবা প্রত্যেক লোকমা খাওয়ার পরে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলার স্পষ্ট দলীল নেই। কেউ কেউ এ হাদীছকে দলীল হিসাবে পেশ করেন যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পসন্দ করেন যে, বান্দা খাবার খেয়ে তাঁর জন্য প্রশংসা করুক এবং পানীয় পান করে তাঁর জন্য প্রশংসা করুক'।[২৬] এখানে 'খাবার ও পানীয়' বলতে এক সময়ের খাদ্য ও পানীয়কে বুঝানো হয়েছে। কারো মতে, প্রত্যেক লোকমা বুঝানো হয়েছে।[২৭]

৭. ডান হাতে পানাহার করা : ডান হাতে পানাহার করতে হবে। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ 'তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তার বাম হাত দ্বারা না খায় এবং পান না করে। কারণ শয়তান তার বাম হাত দিয়ে পানাহার করে থাকে'। বর্ণনাকারী বলেন, নাফে' (রাঃ) দু'টি কথা আরো বেশী বলতেন, 'কেউ যেন বাম হাত দ্বারা কিছু গ্রহণ না করে এবং অনুরূপভাবে তা দ্বারা কিছু প্রদানও না করে'।[২৮]

ওমর বিন আবী সালামাহ (রাঃ) বলেন, আমি শৈশবকালে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে খাবার সময় আমার হাত পাত্রের যেখানে-সেখানে পড়লে তিনি আমাকে বললেন, يَا غُلاَمُ سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ، 'হে বৎস! বিসমিল্লাহ বল, তোমার ডান হাত দিয়ে খাও এবং নিজের পার্শ্ব থেকে খাও'।[২৯]

একদা এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট বাম হাত দিয়ে কিছু খাচ্ছিল। তিনি তা লক্ষ্য করে তাকে বললেন, كُلْ بِيَمِينِكَ، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: لَا اسْتَطَعْتَ، مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ 'তুমি ডান হাত দিয়ে খাও। সে বলল, আমি পারি না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি যেন না পার। অহংকারই ওকে (আদেশ পালনে) বিরত রেখেছে। রাবী সালামাহ বলেন, فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ 'সুতরাং (এই বদ দো'আর ফলে) সে আর তার হাতকে মুখ পর্যন্ত উঠাতে পারেনি'।[৩০] তবে যার ডান হাত নেই অথবা ডান হাত ব্যবহার করার ক্ষমতা নেই, সে বাম হাত ব্যবহার করবে।

রুটি, খেজুর প্রভৃতি খাবার বৃদ্ধা, তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া যায়। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এই তিনটি আঙ্গুল দিয়ে খাবার খেতেন।[৩১]

৮. খাবার শেষে আঙ্গুল ও প্লেট চেঁটে খাওয়া :

খাবার শেষে আঙ্গুল ও প্লেট চেটে খাওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ করতেন এবং অপরকে করতে আদেশ করতেন। তিনি বলেন, إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا– 'যখন তোমাদের কেউ খাবার খায় তখন সে যেন তার আঙ্গুল চেঁটে খাওয়ার আগে তা না মুছে বা না ধোয়'।[৩২]

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) আঙ্গুল ও প্লেটকে চেঁটে খেতে আদেশ করেছেন এবং বলেছেন, إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ أَصَابِعَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِيْ فِيْ أَيِّ طَعَامِهِ كَانَتِ الْبَرَكَةُ، 'যখন তোমাদের কেউ খাবার খাবে আঙ্গুল চেঁটে না খেয়ে হাত মুছবে না। কেননা সে জানে

২৩. *তিরমিযী হা/৩৪৫৮; ইবনু মাজাহ হা/৩২৮৫।*
২৪. *আহমাদ হা/১৬১৫৯; ছহীহাহ হা/৭১।*
২৫. *আবূদাঊদ হা/৩৭৩০; তিরমিযী হা/৩৪৫৫।*
২৬. *মুসলিম হা/২৭৩৪; তিরমিযী হা/১৮১৬; নাসাঈ।*
২৭. *তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৪৩৭।*
২৮. *মুসলিম হা/২০২০; তিরমিযী হা/১৮০০; আবূদাঊদ ৩৭৭৬।*
২৯. *বুখারী হা/৫৩৭৬; মুসলিম হা/৫৩৮৮৮।*
৩০. *মুসলিম হা/২০২১।*
৩১. *মুসলিম হা/২০৩২; আবূদাঊদ হা/৩৮৪৮।*
৩২. *বুখারী হা/৫৪৫৬; মুসলিম হা/২০৩১।*

না যে, কোন খাবারে বরকত আছে'।[৩৩] অন্য বর্ণনায় আছে, শেষের খাবারে বরকত নিহিত আছে।[৩৪]

খাওয়ার শেষে আঙ্গুল চেঁটে খাওয়া উত্তম। কারণ আঙ্গুলের মাথা হ'তে এক প্রকার পদার্থ নির্গত হয়, যা খাদ্য হজমে সাহায্য করে। আর এজন্যই তরকারীতে আঙ্গুল ডোবালে তরকারী খুব তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, প্লেট চেঁটে খেলে প্লেট দো'আ বা ইস্তিগফার করে এ ধারণা সঠিক নয়। এ মর্মে বর্ণিত হাদীছ ছহীহ নয়।[৩৫]

৯. খাবার শেষে কুলি করা : খাবার শেষে কুলি করা, যাতে খাদ্যের অবশিষ্টাংশ মুখ থেকে বের হয়ে যায়। রাসূল (ছাঃ) খাবার শেষে কুলি করতেন।[৩৬]

১০. দস্তরখানা উঠানোর সময় দোআ পাঠ করা : খাবার শেষে দস্তরখানা ও থালা-বাসন উঠানোর সময় নিম্নোক্ত দোআ পাঠ করতে হয়।-

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَّلاَ مُوَدَّعٍ وَّلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا-

উচ্চারণ : *আল-হামদু লিল্লা-হি হাম্দান্ কাছীরান্ ত্বাইয়্যিবাম্ মুবা-রাকান্ ফীহি গায়রা মাকফিইয়্যিন ওয়ালা মুওয়াদ্দা'ঈন ওয়ালা মুস্তাগ্নান্ 'আনহু রাব্বানা।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার, অধিক অধিক প্রশংসা, যা পবিত্র ও বরকতময়। হে প্রভু! তোমার অনুগ্রহ হ'তে মুখ ফিরানো যায় না, আর এর অন্বেষণ ত্যাগ করা যায় না এবং এর প্রয়োজন হ'তে মুক্ত থাকা যায় না'।[৩৭]

১১. খাবারের কোন কিছু পড়ে গেলে তা উঠিয়ে পরিস্কার করে খাওয়া : পড়ে যাওয়া খাবার তুলে নিয়ে ময়লা পরিস্কার করে খাওয়ার নির্দেশ এসেছে হাদীছে। কারণ ঐ পতিত খাবারে বরকত থাকতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ، قَالَ: فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ،

'তোমাদের কারো খাবারের লোকমা হাত থেকে পড়ে গেলে তার ময়লা দূর করে সে যেন তা খেয়ে ফেলে। আর শয়তানের জন্য তা ছেড়ে না দেয়। তিনি আমাদেরকে প্লেট চেঁটে খাওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, তোমরা জান না যে, তোমাদের কোন্ খাবারে বরকত আছে'।[৩৮]

১২. পানীয়তে মাছি পড়লে তা ডুবিয়ে দিয়ে তুলে ফেলা : পানীয়তে মাছি পড়লে সেটিকে সরাসরি না তুলে পূর্ণরূপে তাতে ডুবিয়ে, অতঃপর তা তুলে ফেলে পান করা কর্তব্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِيْ شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ (لِيَنْتَزِعْهُ) فَإِنَّ فِيْ إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْأُخْرَى شِفَاءً-

'যখন তোমাদের কারো পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়বে, তখন তাকে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দিবে। তারপর তাকে বাইরে ফেলে দিবে। কারণ তার দু'টি ডানার মধ্যে একটিতে আছে রোগজীবাণু এবং অপরটিতে আছে রোগমুক্তি'।[৩৯] মাছি যে ডানাতে রোগজীবাণু থাকে সেটিকে ডুবিয়ে দিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে। অতএব তা সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দেওয়ার পর ফেলে দেওয়া উচিত।

১৩. গরম খাবার ঠাণ্ডা হ'লে খেতে শুরু করা :

অধিক গরম খাবার খেলে জিহ্বা বা মুখ পুড়ে যেতে পারে এবং খাবারের আসল স্বাদও আস্বাদন করা যায় না। বেশী গরম খাবার গিলে ফেললে পেটেরও কোন ক্ষতি হ'তে পারে। এজন্যই খাবার ঠাণ্ডা করে খেতে হবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ '(খাবারের বেশী গরমভাব দূর করে খেলে) তাতে বরকত বেশী হয়'।[৪০]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'ভাপ না চলে যাওয়া পর্যন্ত কোন খাবার খাওয়া উচিত নয়'।[৪১]

১৪. খাদ্য ও পানীয়তে ফুঁক দিয়ে না খাওয়া :

গরম খাবার ঠাণ্ডা করার জন্য অথবা পানীয়তে পতিত কোন ময়লা দূর করার জন্য ফুঁক দেওয়া উচিত নয়। আর আহার্য বা পানপাত্রে নিঃশ্বাস ছাড়া যাবে না। কারণ এর ফলে খাদ্য ও পানীয়তে ফুঁকের সাথে নির্গত কার্বনডাই-অক্সাইড গ্যাস মিশ্রিত হবে। ফলে সে দূষিত গ্যাস শরীর ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، 'তোমাদের কেউ যখন কিছু পান করে, তখন সে যেন পানপাত্রে নিঃশ্বাস না ছাড়ে অথবা ফুঁক না দেয়'।[৪২] তিনি খাদ্য ও পানীয়তে ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন।[৪৩]

১৫. খাদ্যের দোষ বর্ণনা না করা :

খাদ্যের কোন প্রকার ত্রুটি বর্ণনা না করে তা পসন্দ হ'লে খেতে হবে অন্যথা খাবে না। কারণ তাতে রাঁধুনী মনে কষ্ট পায়। মহানবী (ছাঃ) কখনো খাবারের ত্রুটি বর্ণনা করতেন

---

৩৩. মুসনাদে আহমাদ হা/১৩৮০৯; মুসলিম হা/২০৩৩; ইবনু মাজাহ হা/৩২৭০।
৩৪. নাসাঈ, ইবনু হিব্বান হা/১৩৪৩; ইরওয়াউল গালীল ৭/৩২।
৩৫. যঈফুল জামে' হা/৫৪৭৮।
৩৬. বুখারী হা/৫৩৯০।
৩৭. বুখারী হা/৫৪৫৮; মিশকাত হা/৪১৯৯।
৩৮. মুসনাদে আহমাদ হা/১৪২১৮; মুসলিম হা/২০৩৪।
৩৯. বুখারী হা/৩৩২০; ইবনু মাজাহ; মিশকাত হা/৪১১৫।
৪০. মুসনাদে আহমাদ হা/২৬৪১৮; দারেমী হা/২০৪৭; ছহীহাহ হা/৩৯২।
৪১. বায়হাক্বী, ইরওয়াউল গালীল হা/১৯৭৮।
৪২. বুখারী হা/৫৬৩০; মুসলিম হা/২৬৭; আবূদাঊদ হা/৩৭২৮; তিরমিযী হা/১৮৮৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৪২৯।
৪৩. আহমাদ, ছহীহুল জামে' হা/৬৯১৩।

না। কিছু খেতে ইচ্ছা হ'লে খেতেন, না হ'লে তা বর্জন করতেন।[৪৪]

১৬. দাঁড়িয়ে পানাহার না করা :

কোন পানীয় দাঁড়িয়ে পান করা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ 'তোমাদের মধ্যে কেউ যেন দাঁড়িয়ে পান না করে। কেউ ভুলে গিয়ে পান করে থাকলে সে যেন তা বমি করে ফেলে'।[৪৫]

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) নিষেধ করেছেন যে, কোন লোক যেন দাঁড়িয়ে পান না করে। আনাস (রাঃ)-কে দাঁড়িয়ে খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে উত্তরে তিনি বললেন, 'এটা তো আরো খারাপ এবং আরো নিন্দনীয়।[৪৬] কিন্তু বসার মত জায়গা বা পরিবেশ না থাকলে অথবা অন্য কোন অসুবিধা বা প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পানাহার করা যায়।[৪৭]

১৭. পানীয় তিন নিঃশ্বাসে পান করা :

পানীয় এক নিঃশ্বাসে পান না করে তিন নিঃশ্বাসে পান করবে। রাসূল (ছাঃ) তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন এবং বলতেন, إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ 'এতে বেশী তৃপ্তি আসে বা পিপাসা নিবারণ হয়, পিপাসার কষ্ট থেকে অথবা কোন ব্যাধি সৃষ্টির হাত থেকে বাঁচা যায় এবং হজম, পরিপাক ও দেহের উপকার বেশী হয়'।[৪৮]

এর অর্থ এই নয় যে, এক নিঃশ্বাসে পানি পান করা বৈধ নয়। বরং উদ্দেশ্য হ'ল, এক নিঃশ্বাসে পান করা অপেক্ষা তিন নিঃশ্বাসে পান করা উত্তম।

১৮. পানপাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলা : কোন পানীয় পান করার সময় পাত্রের বাইরে ৩ বার নিঃশ্বাস ফেলবে।[৪৯] পানির পাত্রে বা খাবারে নিঃশ্বাস ছাড়বে না বা ফুঁক দিবে না।[৫০]

১৯. জগ বা কলসীর মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান না করা : কলসী, জগ বা এ জাতীয় পাত্রের মুখে মুখ লাগিয়ে পান করা উচিত নয়। নবী করীম (ছাঃ) এভাবে পান করতে নিষেধ করেছেন।[৫১] এভাবে পানি পান করলে জগ বা কলসীর ভিতরে কোন ময়লা বা পোকা-মাকড় থাকলে তা পেটে চলে যেতে পারে। তাছাড়া এভাবে পান করলে সংক্রামক ব্যাধির জীবাণু অন্যের মাঝে সংক্রমিত হ'তে পারে।

২০. পরিবেশনকারীর সবার শেষে খাওয়া : যে ব্যক্তি খাবার পরিবেশন করবে তার জন্য মুস্তাহাব হ'ল যে, সে সবার শেষে খাবে। রাসূল (ছাঃ) এরূপ করেছেন ও বলেছেন, إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا، 'যে লোকদেরকে পানি পান করায়, সে যেন সবার শেষে পান করে'।[৫২]

২১. একাকী না খেয়ে একত্রে খাওয়া : একাকী না খেয়ে একাধিক লোক একত্রে খাওয়া ভাল। এতে বরকত রয়েছে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِى الاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الاِثْنَيْنِ يَكْفِى الأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِى الثَّمَانِيَةَ 'একজনের খাবার ২ জনের জন্য, ২ জনের খাবার ৪ জনের জন্য এবং ৪ জনের খাবার ৮ জনের জন্য যথেষ্ট'।[৫৩]

তিনি বলেন, كُلُوا جَمِيعًا، وَلَا تَفَرَّقُوا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ 'তোমরা এক সাথে খাও এবং পৃথক পৃথক খেয়ো না। কারণ জামা'আতের সাথে (খাবারে) বরকত আছে'।[৫৪]

একদা ছাহাবীগণ বললেন,

يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَأْكُلُ، وَلَا نَشْبَعُ، قَالَ: فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، يُبَارَكْ لَكُمْ فِيه-

'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা খাই, কিন্তু পরিতৃপ্ত হই না। তিনি বললেন, সম্ভবতঃ তোমরা পৃথক পৃথক খাও। তাঁরা বললেন, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহ'লে তোমরা খাবারে এক সাথে বস এবং আল্লাহ্র নাম নাও, তাহ'লে তোমাদের খাবারে বরকত হবে'।[৫৫]

তিনি আরো বলেন, إِنَّ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَى اللهِ مَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْأَيْدِي، 'আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে পসন্দনীয় খাবার হ'ল সেই খাবার, যার উপর অনেক হাত পড়ে'।[৫৬]

তবে একাকী খাওয়াও বৈধ। মহান আল্লাহ বলেন, لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوْا جَمِيْعًا أَوْ أَشْتَاتًا، 'তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর তাতে তোমাদের জন্য কোন অপরাধ নেই' *(নূর ২৪/৬১)*।

উল্লেখ্য, কোন মজলিসে বা একত্রে খাওয়ার ক্ষেত্রে আগেভাগে উঠে না যাওয়া এবং বসে থেকে খাওয়ার ভান করার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ।[৫৭] সুতরাং এ বিষয়টিকে সুন্নাত জ্ঞান করা ঠিক নয়।

---

৪৪. বুখারী হা/৫৪০৯; মুসলিম হা/২০৬৪।
৪৫. মুসলিম হা/২০২৬; মিশকাত হা/৪২৬৭।
৪৬. মুসলিম হা/২০২৪।
৪৭. বুখারী হা/১৬৩৭, ৫৬১৫; মুসলিম হা/২০২৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৩০১।
৪৮. বুখারী, মুসলিম হা/২০২৮।
৪৯. বুখারী হা/৫৬৩১; ছহীহাহ হা/৩৮৭।
৫০. বুখারী হা/১৫৩; মিশকাত হা/৪২৭৭।
৫১. বুখারী হা/৫৬২৭; ৫৬২৯; মুসলিম হা/১৬০৯।
৫২. মুসলিম হা/৬৮১।
৫৩. মুসলিম হা/৫৪৮৯; ছহীহ তিরমিযী হা/১৮২০; ইবনু মাজাহ হা/৩২৫৪।
৫৪. ইবনু মাজাহ হা/৩২৮৭; ছহীহুল জামে' হা/৪৫০০।
৫৫. মুসনাদে আহমাদ হা/১৫৬৪৮; আবূ দাঊদ হা/৩৭৬৪; ইবনু মাজাহ হা/৩২৮৬; ছহীহুল জামে' হা/১৪২।
৫৬. মুসনাদু আবী ইয়ালা হা/২০৪৫; আল-মু'জামুল আওসাত হা/৭৩১৭; ছহীহুল জামে' হা/১৭১।
৫৭. সিলসিলাহ যঈফাহ হা/২৩৮-২৩৯।

২২. একাধিক লোক এক পাত্রে খাবার খেলে বেশী খাওয়ার চেষ্টা না করা :

একত্রে খাবার খাওয়ার সময় সবার চেয়ে বেশী খাওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। বরং সবার চেয়ে কম খাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহ'লে সকলের সমান খাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। আর খাবার সময় ভালো জিনিসটি আগে-ভাগে তুলে না খাওয়া এবং বড় বড় লোকমা ধরে না খাওয়া। একটির স্থলে দু'টি এক সাথে তুলে খাওয়া এবং স্বাভাবিকতার সীমালংঘন করে গোগ্রাসে খাওয়া সমীচীন নয়। রাসূল (ছাঃ) সঙ্গীর অনুমতি ব্যতীত এক সঙ্গে দু'টি করে খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন।[৫৮]

২৩. কেউ খাওয়ার জন্য ডাকলে এবং ক্ষুধা ও খাবারের চাহিদা থাকলে মিথ্যা ওযর পেশ না করা : কেউ কাউকে খাবার জন্য আহ্বান করলে এবং ক্ষুধা ও খাবারের চাহিদা থাকলে এগুলি গোপন করে মিথ্যা ওযর পেশ করে খাওয়ার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়।[৫৯]

২৪. খাদেম খানা প্রস্তুত করলে খাবারে তাকেও শরীক করা :

খাবার তৈরীতে খাদেম পরিশ্রম করে, খাদ্যের সুগন্ধ তার নাকে যায় এবং হয়তো তার মন ঐ খাবারের প্রতি আকৃষ্টও হয়। এজন্যই রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ হ'ল, তাকে বসিয়ে এক সাথে খাওয়া। আর তাকে বসানো যদি সম্ভব না হয় বা সে বসতে না চায়, তাহ'লে সেই খাবার হ'তে কিছু অংশ তুলে তাকে দেওয়া।[৬০]

২৫. যে মজলিসে মদ বা অন্য কোন হারাম জিনিস পরিবেশন করা হয় সেখানে অংশগ্রহণ না করা : যে অনুষ্ঠানে কোন হারাম খাদ্য-পানীয় পরিবেশন করা হয়, সেখানে যাওয়া মুসলমানের জন্য বৈধ নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ-

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন কখনই সেই ভোজ অনুষ্ঠানে না বসে যাতে মদ পরিবেশিত হয়'।[৬১]

২৬. খাবারের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা : এত অধিক খাবার না খাওয়া যাতে স্বাভাবিক নড়াচড়ায় সমস্যা হয়। আবার বেশী খেলে পেটের পীড়া ও শরীর ভারী হ'তে পারে। ফলে ইবাদতে অলসতা আসতে পারে। আর বেশী খাওয়া আসলে কাফেরদের অভ্যাস। হাদীছের নির্দেশ মোতাবেক খাবার খেলে শরীর ও স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِى سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِى مِعًى وَاحِدٍ 'মুসলিম খায় একটি মাত্র অন্ত্রে, পক্ষান্তরে কাফের খায় সাত অন্ত্রে।[৬২] তিনি আরো বলেন, مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ. بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ- 'উদর অপেক্ষা নিকৃষ্টতর কোন পাত্র মানুষ পূর্ণ করে না। আদম সন্তানের জন্য ততটুকু খাদ্যই যথেষ্ট যতটুকুতে তার পিঠ সোজা থাকে। আর যদি এর চেয়ে বেশী খেতেই হয়, তাহ'লে সে যেন তার পেটের এক-তৃতীয়াংশ আহারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানের জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য ব্যবহার করে'।[৬৩] তবে এত কম খাওয়াও ঠিক নয়, যাতে শরীর ভেঙ্গে যায়। কারণ স্বাস্থ্য দুর্বল হয়ে পড়লে ইবাদতেও দুর্বলতা আসবে। সুতরাং পানাহারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উচিত।

২৭. প্লেট বা দস্তরখানা উঠানোর সময় দো'আ পড়া : পানাহার শেষে প্লেট বা দস্তরখানা উঠানোর সময় বলবে, اَلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ، *'আল-হামদুলিল্লা-হি হামদান কাছীরান ত্বাইয়েবাম মুবা-রাকান ফীহি'*। অর্থ : 'আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা বহু প্রশংসা পবিত্র প্রশংসা বরকতময় প্রশংসা।[৬৪]

২৮. দাওয়াত খেলে মেযবানের জন্য দো'আ করা : কারো বাড়ীতে মেহমান হ'লে মেযবানের জন্য দো'আ করা সুন্নাত। সুতরাং মেযবানের জন্য এ দো'আ করবে, اللهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي *'আল্লা-হুম্মা আত্ব'ইম মান আত্ব'আমানী ওয়াসক্বি মান সাক্বা-নী'*। 'হে আল্লাহ! যে আমাকে খাওয়ায়েছে তাকে তুমি খাওয়াও। আর যে আমাকে পান করিয়েছে তাকে তুমি পান করা'।[৬৫]

মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে পানাহারের উক্ত আদবগুলি মেনে চলার তাওফীক দিন-আমীন!

---

৫৮. বুখারী হা/২৪৫৫; মুসলিম হা/২০৪৫।
৫৯. আহমাদ, ইবনে মাজাহ, ছহীহুল জামে' হা/৭২৩০।
৬০. বুখারী হা/৫৪৬০; মুসলিম হা/১৬৬৩।
৬১. আহমাদ, তিরমিযী হা/২৮০১; হাকেম, আল-মুসতাদরাক হা/৭৭৭৯; আদাবুয যিফাফ পৃঃ ১৬৩-১৬৪, মেহমান নেওয়াযীর আদব দ্রঃ।
৬২. বুখারী হা/৫৩৯৬; মুসলিম হা/৫৪৯৩; ইবনু মাজাহ হা/৩২৫৭।
৬৩. তিরমিযী হা/২৩৮০; ইবনু মাজাহ হা/৩৩৪৯; হাকেম ৪/১২১; ছহীহুল জামে' হা/৫৬৭৪।
৬৪. বুখারী হা/৫৪৫৮; মিশকাত হা/৪১৯৯।
৬৫. মুসলিম হা/২০৫৫; আহমাদ হা/২৩৮৬০, সনদ ছহীহ।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, মুহতারাম আমীর জামা'আত প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা এবং সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে প্রদত্ত বক্তব্য সহ সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে নিয়মিত আপডেট পেতে ব্রাউজ করুন-

আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট
http://multimedia.ahlehadeethbd.org
Youtube চ্যানেল
ahlehadeeth andolon bangladesh
ফেসবুক পেজ
www.facebook.com/Monthly.At.tahreek
এন্ড্রয়েড এ্যাপ
https://play.google.com/HFB bangla Islamic lectures

আক্বীদা ও আহকামে হাদীছের প্রামাণ্যতা

মূল : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী
*অনুবাদ : মীযানুর রহমান**

(৭ম কিস্তি)

ইলমের ফায়েদা দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য খবরের ওপর শারঈ খবরকে ক্বিয়াস করা বাতিল :

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'বাতিল ক্বিয়াসের মাধ্যমে 'খবরে ওয়াহিদ' ইলমের ফায়েদা দেওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করা হয়েছে। কেননা সে ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে উম্মতের জন্য শারঈ খবরকে অথবা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের গুণাবলী সমূহের কোন গুণ সম্পর্কিত কোন খবরকে নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের ব্যাপারে সাক্ষীর দেওয়া খবরের ওপর ক্বিয়াস করেছে। অথচ এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে সংবাদবাহককে যদি ধরে নেওয়া হয় যে, সে স্বেচ্ছায় অথবা ভুলে মিথ্যা বলেছে যদিও তার মিথ্যা স্পষ্ট নাও বুঝা যায় তবুও তা দ্বারা সৃষ্টিকে পথভ্রষ্ট করা আবশ্যক হয়। যেহেতু উম্মত সে খবরকে গ্রহণ করেছে, তদনুযায়ী আমল করেছে, তা দ্বারা সৃষ্টির গুণাবলী ও কর্ম সমূহকে সাব্যস্ত করেছে, সেহেতু শারঈভাবে যে খবরগুলি গ্রহণ করা ওয়াজিব হয় তা মূলতঃ বাতিল হ'তে পারে না। বিশেষ করে সকল উম্মত যদি তা গ্রহণ করে। এভাবেই শারঈভাবে যেসকল দলীলের অনুসরণ করা ওয়াজিব সে সকল দলীলের ক্ষেত্রে এটা বলাও ওয়াজিব যে, তা হক ব্যতীত কিছুই নয়। সুতরাং তা দ্বারা সাব্যস্ত বিষয়ও মূলতঃ প্রমাণিত বলে সাব্যস্ত হবে। এটা হবে আল্লাহ তা'আলার বিধান, তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে আমরা যা পেয়েছি সেসব বিষয়ে। কিন্তু দুনিয়াবী কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে নির্দিষ্ট সাক্ষী দেওয়ার ক্ষেত্রে এর বিপরীত হবে। কেননা যে বিষয়ে সাক্ষী দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে তা সাব্যস্ত নাও হ'তে পারে।[১]

মাসআলাটির তাৎপর্য হ'ল, যে খবরের মাধ্যমে উম্মত আল্লাহ্র ইবাদত করে এবং যা আল্লাহ্র নামসমূহ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে তাঁর রাসূলের যবানে তাদের নিকট পৌঁছেছে তা মূলতঃ মিথ্যা ও বাতিল হ'তে পারে না। কেননা তা বান্দাদের উপর আল্লাহ্র অন্যতম প্রমাণ। আর আল্লাহ্র প্রমাণাদি মিথ্যা ও বাতিল হ'তে পারে না। বরং তা আসলে হক ব্যতীত কিছুই নয়। হক ও বাতিলের দলীলগুলি সমান হওয়াও জায়েয নয়। যে অহি আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের ওপর অবতীর্ণ করেছেন এবং তা দ্বারা তাঁর সৃষ্টির ওপর ইবাদতের বিধান দিয়েছেন তার প্রতি সন্দেহ করতঃ আল্লাহ, তাঁর শরী'আত ও দ্বীনের ওপর মিথ্যারোপ করাও জায়েয নয় এই দাবীতে যে, এটা ওটা থেকে আলাদা করা সম্ভব নয়! কেননা হক ও বাতিল, সত্য ও মিথ্যা, শয়তানের অহি ও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নিয়ে আসা ফেরেশতার অহি-র মাঝে যে পার্থক্য তা একটি আরেকটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার চেয়ে বেশি স্পষ্ট। সাবধান! আল্লাহ তা'আলা হককে সূর্যের আলোর মত স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যা উজ্জ্বল ও চক্ষুষ্মানদের জন্য খুবই স্পষ্ট। আর বাতিলকে রাতের অন্ধকারের ন্যায় অন্ধকার দ্বারা আচ্ছাদিত করেছেন। অনস্বীকার্য যে, অন্ধের নিকট রাত দিনের মত লাগতেই পারে। তদ্রূপ মনের দিক থেকে যে অন্ধ তার নিকট হক বাতিলের মত মনে হ'তে পারে।

মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) তাঁর ফায়ছালায় বলতেন,

تَلَقَّ الْحَقَّ مِمَّنْ قَالَهُ فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُوْرًا -

'যে হক বলে তুমি তার নিকট থেকেই সেটি গ্রহণ কর। কেননা হকের উপর আলো রয়েছে'। কিন্তু অন্তর যখন গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছাদিত হ'ল, রাসূল (ছাঃ)-এর আনীত বিধান হ'তে বিমুখ হওয়ার কারণে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে মানুষ অন্ধ হয়ে গেল, লোকদের মতামতকে যথেষ্ট মনে করার কারণে অন্ধকার বৃদ্ধি পেল; তখন এ ধরণের মানুষের নিকট হক বাতিলের সাথে মিশে গেল। ফলে অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়গুলি রাসূল (ছাঃ)-এর যে সকল ছহীহ হাদীছ উম্মতের শ্রেষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ ও সত্যবাদী রাবীগণ বর্ণনা করেছেন সেগুলিকেও মিথ্যার দোষে দোষী বলার বৈধতা দিয়ে দিল! পক্ষান্তরে বাতিল, মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীছগুলিকে সত্য হওয়ার অনুমোদন দিয়ে সেগুলিকেই দলীল হিসাবে গ্রহণ করতে শুরু করল। তিনি বলেন,

وَإِنَّمَا الْمُتَكَلِّمُوْنَ أَهْلُ ظُلْمٍ وَجَهْلٍ يَقِيسُونَ خَبَرَ الصِّدِّيقِ وَالْفَارُوقِ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ بِأَخْبَارِ آحَادِ النَّاسِ، مَعَ ظُهُورِ الْفَرْقِ الْمُبِينِ بَيْنَ الْمُخْبِرِيْنَ، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ سَوَّى بَيْنَ خَبَرِ الْوَاحِدِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ مِنْ أَفْرَادِ النَّاسِ فِي عَدَمِ إِفَادَةِ الْعِلْمِ، وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ سَوَّى بَيْنَهُمْ فِي الْعِلْمِ وَالدِّينِ وَالْفَضْلِ-

'ধর্মতাত্ত্বিকরা যালেম ও মূর্খ জাতি। তারা ছিদ্দীক্ব, ফারূক্ব ও উবাই বিন কা'বের দেওয়া খবরকে সাধারণ মানুষের খবর দেওয়ার সাথে তুলনা করে। অথচ দু'য়ের মাঝের পার্থক্য স্পষ্ট। সুতরাং ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় যালেম আর কে হ'তে পারে, যে ছাহাবীগণের কারো খবরের মাঝে ও ইলমের ফায়েদা দেয় না এমন বিষয়ে কোন সাধারণ ব্যক্তির খবরের মাঝে সমতা কায়েম করার দাবী করে?![২]

এরূপ দাবীকারী ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে ইলম, দ্বীন ও শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে ছাহাবী ও সাধারণ মানুষের মাঝে সমতার দাবী করে।

---

* লিসান্স, এম.এ. (অধ্যয়নরত), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

১. মুখতাছার ছাওয়ায়েকুল মুরসালাহ ২/৩৬৮।

২. মুখতাছার ছাওয়ায়েকুল মুরসালাহ পৃঃ ৫৬৪।

'আহাদ হাদীছ ইলমের ফায়েদা দেয় না' তাদের এমন দাবীর মূল কারণ সুন্নাত সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা :

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, যদি তারা বলে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছ সমূহ ইলমের ফায়েদা দেয় না, তাহ'লে একথার মাধ্যমে তারা নিজেদের সম্পর্কে এ সংবাদই দিল যে, তারা তা থেকে কোন জ্ঞানই লাভ করতে পারেনি। আর তারা নিজেদের সম্পর্কে যা বলেছে তাতে তারা সত্যবাদী। কিন্ত এ সংবাদ দানের ক্ষেত্রে তারা মিথ্যাবাদী যে, তা আহলেহাদীছ ও আহলে সুন্নাতের জন্যও ইলমের ফায়েদা দেয় না। *=(ঐ ২/৩৭৯)।* তিনি আরো বলেন, আহলে সুন্নাত তা দ্বারা যে ফায়েদা লাভ করেছেন তা যদি ওরা লাভ করতে না পারে তাহ'লে তাদের 'আমরা তা দ্বারা ইলমী ফায়েদা পাইনি' এই কথার ভিত্তিতে সাধারণভাবে তাকে নাকচ করা আবশ্যক হয় না। এটা ঐ দলীল গ্রহণের ন্যায়, যে ব্যক্তি জানা কিছু পেয়েছে সে কিন্তু ঐ ব্যক্তির মত নয় যে কিছু জানেও না, কিছু পায়ওনি। সে হ'ল ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে নিজে ব্যথা অথবা কষ্ট অথবা ভালবাসা অথবা ঘৃণা অনুভব করেছে, কিন্তু এটাকে সে ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছে, যে ব্যথা অথবা কষ্ট অথবা ভালবাসা অথবা ঘৃণা কোনকিছুই অনুভব করেনি। ফলে তার মনে সন্দেহের মাত্রা আরো প্রবল হয় যে, তুমি যা পেয়েছ আমি তো তা পাইনি। যদি সত্যিই হ'ত তাহ'লে তো অবশ্যই আমি-তুমি দু'জনই তাতে শরীক হ'তাম। এটা নিরেট মিথ্যা ও বাতিল। কতই না সুন্দর কথা বলা হয়েছে!

أَقُوْلُ لِلاَئِمِ الْمُهْدِيْ مُلَامَتَهُ + دُقِ الْهَوَى فَإِنِ اسْتَطَعْتَ الْمَلَامِ لُمِ-

'আমি এমন তিরস্কারকারীকে বলি যাকে তার তিরস্কারের পথ দেখানো হয়েছে, তুমি প্রবৃত্তির স্বাদ আস্বাদন কর, আর যদি তিরস্কার করতে পার তাহ'লে কর'।[৩]

যে ব্যক্তি 'খবরে ওয়াহিদে'র ইলমের ফায়েদা দেওয়াকে অস্বীকার করে তাকে বলতে হবে, রাসূল (ছাঃ) যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি মনোযোগী হও, যত্নবান হও, তার অনুসরণ কর, তা সংগ্রহ কর, সেই হাদীছের বর্ণনাকারীদের অবস্থা ও সীরাত সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞানলাভ কর এবং হাদীছ ব্যতীত অন্য সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, সেটিকে তোমার চাওয়া-পাওয়ার লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ কর। বরং তাঁর প্রতি এতটা আগ্রহী হও যেমন মাযহাবের অনুসারীরা তাদের অনুসরণীয় ইমামদের মাযহাব সম্পর্কে এমনভাবে জানতে আগ্রহী হয় যে, তাদের যরূরী ইলম অর্জিত হয় এ মর্মে যে, তা তাদেরই মাযহাব ও সেগুলি তাদেরই অভিমত। যদি কোন অস্বীকারকারী তাদের এটাকে অস্বীকার করে তাহ'লে তারা তাকে তিরস্কার করে। তখনই তুমি জানতে পারবে রাসূলের হাদীছসমূহ ইলমের ফায়েদা দেয় কি-না? পক্ষান্তরে তুমি তা থেকে এবং তা চাওয়া থেকে যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তাহ'লে তা তোমাকে কখনো কোন ইলমের ফায়েদা দিবে না। যদি তুমি বল যে, খবরে ওয়াহিদ থেকে তুমি ধারণার ফায়েদাটুকুও লাভ করতে পারনি, তাহ'লে তা থেকে তোমার প্রাপ্য অংশ সম্পর্কে সত্য কথাটিই তুমি বলেছ![৪]

হাদীছ সম্পর্কে কিছু ফক্বীহর অবস্থান এবং সুন্নাত সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার দু'টি দৃষ্টান্ত :

আমি (আলবানী) বলি, এটি একটি বাস্তব কথা যা ইলমে হাদীছ চর্চাকারী, এর বিভিন্ন সূত্র, শব্দ নিয়ে গবেষণাকারী এবং কিছু রেওয়ায়াত সম্পর্কে কিছু ফক্বীহর অবস্থান সম্পর্কে যারা অবগত তারা অনুভব করতে পারেন। এ বিষয়ে আমি দু'টি দৃষ্টান্ত পেশ করব, যার একটি পুরাতন এবং অন্যটি নতুন।

প্রথম উদাহরণ : রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ 'ঐ ব্যক্তির ছালাত সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করে না'।[৫]

এই হাদীছটি ছহীহাইন তথা বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও হানাফীরা এটাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এই দাবীতে যে, তা কুরআনের বাহ্যিক অর্থের বিরোধী। তা হ'ল আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ 'অতএব তোমাদের পক্ষে যতটুকু সহজ হয় ততটুকু পাঠ কর' *(মুযযাম্মিল ৭৩/২০)*। তাই তারা এটাকে তাদের দাবী অনুযায়ী আহাদ হাদীছ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছে। অথচ হাদীছ শাস্ত্রের আমীর খ্যাত ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর কিতাব 'জুযউল ক্বিরাআতে'র (جزء القـــراءة) শুরুতেই হাদীছটি রাসূল (ছাঃ) হ'তে মুতাওয়াতির সূত্রে প্রমাণিত হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তাদের কি উচিত ছিল না যে, হাদীছ বিশেষজ্ঞ এই ইমামের ইলম থেকে ফায়দা নেওয়া এবং হাদীছটিকে আহাদ বলার মত পরিবর্তন করা এবং সেটিকে আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তা দ্বারা আয়াতটিকে 'খাছ' করা। তাছাড়াও জ্ঞাতব্য যে, উল্লেখিত আয়াতটি রাতের (নফল) ছালাতের সাথে সম্পর্কিত; ছালাতে ফরয ক্বিরাআতের বিষয়ে নয়।

দ্বিতীয় উদাহরণ : শেষ যামানায় ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ প্রসঙ্গে হাদীছ, যা ছহীহাইনেও বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে কয়েক বছর ধরে আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শায়খগণকে জিজ্ঞেস করা হ'লে তাদেরই একজন 'আর-রিসালা' নামক পত্রিকায় জবাব দেন যে, হাদীছটি 'আহাদ' এবং এর সনদ কেবল ওয়াহ্ব বিন মুনাব্বিহ ও কা'ব আল-আহবার কেন্দ্রিক। অথচ বাস্তব কথা হ'ল আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিতগণ সেটিকে মুতাওয়াতির হাদীছ বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন। আমি নিজেই এর সনদগুলি যাচাই করে যা পেয়েছি তা হ'ল ৪০ জন ছাহাবী তা রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে কমপক্ষে ২০টির সনদ ছহীহ এবং এর কিছু সনদ অনেকের নিকট একাধিক সূত্রে ছহীহ প্রমাণিত

৩. *ইবনুল ক্বাইয়েম, মুখতাছার ছাওয়ায়েকুল মুরসালাহ পৃঃ ৬০৪।*

৪. *ঐ ২/৪৩২।*

৫. *বুখারী হা/৭৫৬; মুসলিম হা/৩৯৪।*

হয়েছে, যা ছহীহাইন, সুনান, মাসানীদ, মা'আজিম প্রভৃতি হাদীছের গ্রন্থে রয়েছে। বিস্ময়কর বিষয় হ'ল এই সনদগুলিতে ওয়াহ্ব ও কা'ব এর কথা মোটেই উল্লেখ করা হয়নি।

এ বিষয়ে আমি যাচাই-বাছাই করে এর সারমর্ম দু'পৃষ্ঠায় লিখে তা তখনই 'আর-রিসালা' পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠিয়েছিলাম এই আশায় যে, ইলমের খেদমতের আশায় তা যেন প্রকাশ করা হয়। কিন্ত সেই দুই পৃষ্ঠা আর প্রকাশ করা হয়নি!!

দু'টি উদাহরণ দিলাম। আরো শত শত উদাহরণ রয়েছে যা আমাদেরকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে, ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় মৌলিক উৎস নবীর হাদীছও কিছু আহলে ইলমের নিকট তেমন মর্যাদা পায়নি, যা তাদের ওপর ওয়াজিব। অথচ এটা ব্যতীত প্রথম ও প্রধান উৎস তথা কুরআন মাজীদকে সঠিকভাবে বুঝা সম্ভব নয়। যেমনটা আল্লাহ ইচ্ছা করেন। এসব কারণেই তারা নবীর হাদীছগুলি সম্পর্কে চরম অজ্ঞতায় নিপতিত হয়েছে। এমন আচরণ হাদীছকে সত্যায়ন করার ব্যাপারে স্পষ্ট পদস্খলনের প্রমাণ বহন করে। অথচ রাসূল (ছাঃ) যা নিয়ে এসেছেন তা অকাট্যভাবে বিশ্বাস করা যরূরী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا 'আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা হ'তে বিরত থাক' *(হাশর ৫৯/৭)*।

অথচ তারা এর কিছু অংশকে গ্রহণ করেছে আর কিছু অংশকে পরিত্যাগ করেছে!

فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا...

'তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে, পার্থিব জীবনে তাদের দুর্গতি ছাড়া কিছুই পাওয়ার নেই...' *(বাক্বারাহ ২/৮৬)*।

সারকথা হ'ল মুসলিমের ওপর ওয়াজিব হল, আহলে ইলমের নিকট রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে যে হাদীছই প্রমাণিত হবে তার প্রতি পূর্ণ ঈমান আনা। চাই তা আক্বীদা বিষয়ক হোক অথবা আহকাম। মুতাওয়াতির হোক অথবা আহাদ। চাই আহাদ তার নিকট ইলম ও ইয়াক্বীনের ফায়েদা দিক অথবা প্রবল ধারণার ফায়েদা দিক। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এসব বিষয়ে ঈমান আনা ও তা মেনে নেওয়া ওয়াজিব। এর মাধ্যমেই সে ব্যক্তি সত্যিকার ভাবে নিজের মাঝে আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত আদেশ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে বুঝা যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ-

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দাও। যখন তিনি তোমাদের আহ্বান করেন ঐ বিষয়ের দিকে যা তোমাদের (মৃত অন্তরে) জীবন দান করে। জেনে রেখ, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে থাকেন (অর্থাৎ তাঁর অনুমতিক্রমেই মানুষ মুমিন ও কাফির হয়ে থাকে)। পরিশেষে তাঁর কাছেই তোমাদের সমবেত করা হবে' *(আনফাল ৮/২৪)*।

আরোও অনেক আয়াত রয়েছে, যা এ প্রসঙ্গে আলোচনার শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্র নিকট আশাবাদী, তিনি যেন এর মাধ্যমে কল্যাণ দান করেন এবং তা স্রেফ তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য এবং তাঁর কিতাবের সাহায্যকারী ও তাঁর নবীর সুন্নাতের খেদমত হিসাবে কবুল করেন। রাসূল (ছাঃ)-এর উপর অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষিত হৌক!

[চলবে]

কাযী হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

সম্মানিত হজ্জ/ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! আপনারা কি ২০১৮ সালের রামাযান মাসে ওমরাহ পালন করতে ইচ্ছুক? তাহ'লে আজই যোগাযোগ করুন-

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- ছহীহ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করার ব্যবস্থা।
- হকপন্থী আলেম-ওলামার মাধ্যমে হজ্জ চলাকালীন বিশেষ প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনার ব্যবস্থা।
- মক্কায় অবস্থানকালে 'বায়তুল্লাহ্'র নিকটবর্তী স্থানে এবং মদীনায় মাসজিদে নববীর নিকটবর্তী স্থানে আবাসন ব্যবস্থা, যাতে মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদে নববীতে পায়ে হেঁটে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে আদায় করা যায়।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা মানসম্পন্ন খাবারের ব্যবস্থা।

পরিচালক : কাযী হারূণুর রশীদ

৫১, আরামবাগ (৩য় তলা), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৬১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩।

বিশেষ আকর্ষণ : প্রতি মাসে বিভিন্ন প্যাকেজে ওমরাহ পালনের বুকিং চলছে

শয়তানের চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষার উপায়

*মুহাম্মাদ খাইরুল ইসলাম**

(শেষ কিস্তি)

১৮. যাদু করা :

যাদু করা শয়তানের কাজ। এটা কবীরা গোনাহ। মহান আল্লাহ বলেন, وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِيْنُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ 'আর তারা ঐসবের অনুসরণ করল, যা আবৃত্তি করত শয়তানেরা সুলায়মানের রাজত্বকালে। আর সুলায়মান কুফরী করেনি বরং শয়তানেরাই কুফরী করেছিল। যারা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিত' *(বাক্বারাহ ২/১০২)*।

এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাদুকে ধ্বংসাত্মক সাত বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি বলেন,

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ-

'তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু থেকে সাবধান থাক। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, সেগুলো কী হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, ১. আল্লাহ্র সাথে শিরক করা ২. যাদু করা।' ৩. কোন ব্যক্তিকে হত্য করা, যার হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন, তবে হকভাবে হত্যা করা যাবে। ৪. সূদ খাওয়া। ৫. ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা। ৬. যুদ্ধের দিন ময়দান হতে পালিয়ে যাওয়া। ৭. সতী-সাধ্বী স্ত্রীলোকদের উপর যেনার মিথ্যা অপবাদ দেওয়া যে সম্পর্কে তারা অনবহিত থাকে'।[১]

শয়তান আসমান থেকে আল্লাহ ও ফেরেশতাদের আলাপ গোপনে শ্রবণ করে এসে যাদুকরদের কাছে সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে প্রকাশ করে।[২] এরপর গণক, যাদুকররা তা মানুষের সামনে প্রকাশ করে। সুতরাং যাদু করা শয়তানের কাজ, যা সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য।

১৯. لو (লাও) শব্দের ব্যবহার :

লাও (لو) অর্থ 'যদি'। 'যদি' বলে কোন কথায় সন্দেহ সৃষ্টি অথবা কোন কর্মে ভুল সংশোধন করার জন্য এমন বাক্য ব্যবহার করে যার মধ্যে শির্কী নমুনা পাওয়া যায়। এটা শয়তানের কাজ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللهُ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ- 'তোমার কোন ক্ষতি হ'লে এভাবে বল না, যদি আমি এরূপ এরূপ করতাম, বরং বল আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি যা চান তাই করেন। কারণ 'লাও' (لو) বা 'যদি' শব্দটি শয়তানের কর্মকাণ্ডের দ্বার খুলে দেয়'।[৩]

২০. শয়তানের খোঁচা :

বিভিন্ন সময় শয়তান মানুষকে খোঁচা মারে। যেমন- যয়নব বিনতে জাহাশের বোন হামনা বিনতে জাহাশ হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি চরম ইস্তিহাযায় (মাসিক সংক্রান্ত রোগ) আক্রান্ত ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে এ বিষয়ে ফৎওয়া জানতে চাইলে তিনি (এক পর্যায়ে) বললেন, إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ 'নিশ্চয়ই এটা হ'ল শয়তানের খোঁচা'।[৪]

আল্লাহ বলেন, الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لَا يَقُوْمُوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا 'যারা সূদ ভক্ষণ করে, তারা (ক্বিয়ামতের দিন) দাঁড়াতে পারবে না জিনে ধরা রোগীর ন্যায় ব্যতীত। এর কারণ এই যে, তারা বলে ক্রয়-বিক্রয় তো সূদের মতই' *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِابْنِ آدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِيعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ، وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِيعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللهِ فَلْيَحْمَدِ اللهَ وَمَنْ وَجَدَ الأُخْرَى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ثُمَّ قَرَأَ {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ}

'আদম সন্তানের প্রতি ফেরেশতাদের ১টি স্পর্শ রয়েছে এবং শয়তানের ১টি স্পর্শ রয়েছে। ফেরেশতার স্পর্শ হ'ল কল্যাণ কাজে উৎসাহিত করা এবং সত্যকে স্বীকার করা। শয়তানের স্পর্শ হ'ল মন্দ কাজের প্ররোচনা দেওয়া ও সত্যকে অস্বীকার করা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুরআনের আয়াত পাঠ করলেন, 'শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন'।[৫]

অন্যত্র তিনি বলেন, مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُوْدٌ إِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُوْلَدُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ، غَيْرَ مَرْيَمَ

---

* *সহকারী শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. *বুখারী হা/২৭৬৬; মুসলিম হা/৮৯; আবূ দাঊদ হা/২৮৭৪।*
২. *বুখারী হা/৪৭০১।*
৩. *মুসলিম হা/২৬৬৪; ইবনে মাজাহ হা/৭৯।*
৪. *তিরমিযী হা/১২৮।*
৫. *বাক্বারাহ ২/২৬৮; তিরমিযী হা/২৯৮৮।*

وَابْنِهَا– ‘এমন কোন আদম সন্তান নেই, যাকে জন্মের সময় শয়তান স্পর্শ করে না। আর শয়তানের স্পর্শের কারণেই সে চিৎকার করে উঠে। তবে মারইয়াম (আঃ) এবং তার ছেলে ঈসা (আঃ) ব্যতীত’।[৬]

তিনি আর বলেন, إِنَّ اللهَ مَعَ القَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ، ‘বিচারক যতক্ষণ যুলুমে লিপ্ত না হবে ততক্ষণ আল্লাহ তা‘আলা তার সঙ্গে থাকেন। যখন সে যুলুমে লিপ্ত হয় তখন তিনি তাকে ছেড়ে চলে যান আর শয়তান তাকে আঁকড়ে ধরে’।[৭]

২১ শয়তানের পেশাব :

ছালাত আদায় না করে সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকলে শয়তান ঐ ব্যক্তির কানে পেশাব করে দেয়। আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَهُ حَتَّى أَصْبَحَ، قَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ، أَوْ قَالَ: فِي أُذُنِهِ ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এমন এক লোকের ব্যাপারে উল্লেখ করা হ’ল, যে সারারাত এমনকি ভোর পর্যন্ত ঘুমিয়েছিল। তখন তিনি বললেন, সে এমন লোক যার উভয় কানে অথবা তিনি বলেছেন, তার কানে শয়তান পেশাব করেছে’।[৮]

২২. শয়তানের গিঁট :

ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘাড়ে শয়তান মন্ত্র পড়ে গিঁট দেয়, যাতে সে ছালাতের জন্য না উঠতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ، فَارْقُدْ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ– ‘তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান তার ঘাড়ের পশ্চাদংশে তিনটি গিঁট দেয়। প্রতি গিঁটে সে এই মন্ত্র পড়ে যে, ‘তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত। অতএব তুমি ঘুমাও’। অতঃপর যদি সে জেগে উঠে আল্লাহ্র যিকির করে, তাহ’লে একটি গিঁট খুলে যায়। তারপর যদি ওযূ করে তবে আরেকটি গিঁট খুলে যায়। তারপর যদি ছালাত আদায় করে, তাহ’লে সমস্ত গিঁট খুলে যায়। আর তার প্রভাত হয় আনন্দ ফুর্তি ও ভালো মনে। নচেৎ সে সকালে উঠে কলুষিত মনে ও অলসতা নিয়ে’।[৯]

২৩. ছালাতে শয়তানের অংশ :

আসওয়াদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেছেন, لاَ يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلاَتِهِ يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِيْنِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ ‘তোমাদের কেউ যেন স্বীয় ছালাতের কোন কিছু শয়তানের জন্য না করে। তা হ’ল, শুধুমাত্র ডান দিকে ফিরা আবশ্যক মনে করা। আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে অধিকাংশ সময়ই বাম দিকে ফিরতে দেখেছি’।[১০]

২৪. শয়তানের ছোঁ :

ছালাতে মুছল্লীর মনোযোগ বিঘ্ন করার জন্য শয়তান ছোঁ মারে। আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ছালাতে এদিক সেদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ العَبْدِ ‘এ হ’ল এক ধরনের ছোঁ মারা। এতে শয়তান কারো ছালাত থেকে ছোঁ মেরে কিছু অংশ নিয়ে যায়’।[১১]

২৫. দুঃস্বপ্ন :

শয়তানের পক্ষ থেকে দুঃস্বপ্ন দেখানো হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، وَالحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ فَلْيَتَعَوَّذْ مِنْهُ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ، فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ ‘ভাল স্বপ্ন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে (অন্য বর্ণনায় সুন্দর স্বপ্ন হ’ল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) এবং দুঃস্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে দেখানো হয়। সুতরাং যে অপ্রীতিকর কিছু দেখবে, সে যেন তার বাম দিকে তিনবার হাল্কাভাবে থুক মারে ও শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তাহ’লে তা তাকে কোন ক্ষতি করতে পারবে না’।[১২]

২৬. মৃত পিতা-মাতার রূপে শয়তান :

আবু উমামা আল-বাহিলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি ভাষণের এক পর্যায়ে বললেন, وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَقُولَ لِأَعْرَابِيٍّ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَثْتُ لَكَ أَبَاكَ وَأُمَّكَ، أَتَشْهَدُ أَنِّي رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ فِي صُورَةِ أَبِيهِ، وَأُمِّهِ، فَيَقُولَانِ: يَا بُنَيَّ، اتَّبِعْهُ، فَإِنَّهُ رَبُّكَ ‘দাজ্জালের আরেকটি অনাসৃষ্টি এই যে, সে এক বেদুঈনকে বলবে, আমি যদি তোমার পিতা-মাতাকে জীবিত করে দিতে পারি তবে তুমি কি এই সাক্ষ্য দিবে যে, আমি তোমার রব? সে বলবে, হ্যাঁ। তখন দু’টি শয়তান দ্বারা

৬. *বুখারী হা/৩৪৩১; বঙ্গানুবাদ বুখারী (ইফাবা) হা/৩০৫৬।*
৭. *তিরমিযী হা/১৩৩০।*
৮. *বুখারী হা/৩২৭০।*
৯. *বুখারী হা/১১৪২; মুসলিম হা/৭৭৬।*
১০. *বুখারী হা/৮৫২; মুসলিম হা/৭০৭।*
১১. *বুখারী হা/৭৫১; তিরমিযী হা/৫৯০।*
১২. *বুখারী হা/৬৯৮৬; মুসলিম হা/২২৬১; তিরমিযী হা/২২৭৭।*

তার পিতা-মাতার আকৃতি ধারণ করে হাযির হয়ে বলবে, হে প্রিয় বৎস! তার অনুগত্য কর। সেই তোমার প্রভু'।[১৩]

দাজ্জালের এই ফিৎনা থেকে বাঁচার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আবু দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ، 'যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে তাকে দাজ্জালের ফিতনা হ'তে মুক্ত রাখা হবে'।[১৪]

শয়তানের কুমন্ত্রণা, আক্রমণ ও ওয়াসওয়াসা থেকে আত্মরক্ষার উপায় :

শয়তান মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার অসংখ্য রাস্তা বেছে নিয়েছে। প্রয়োজনে নব উদ্ভাবিত পন্থায় মানুষকে ধোঁকা দিতে সদা প্রস্তুত। আর মানুষেরও উচিত তার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে কুরআন-সুন্নার যথাযথ অনুসরণ করার মাধ্যমে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। 'মুখতাছার যাদুল মা'আদ' গ্রন্থকার বলেন, শয়তানের সাথে জিহাদ দুই প্রকার : (১) যেসব সন্দেহের কারণে ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা শয়তানের সেসব ওয়াসওয়াসার বিরুদ্ধে জিহাদ করা। (২) যেসব পাপ কাজের জন্য আসক্তি নিক্ষেপ করে তা প্রতিহত করতে জিহাদ করা। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ-

'চাটাই বুননের মত ফিৎনা মানুষের অন্তরে এক এক করে (শয়তানের মাধ্যমে) পেশ করা হয়। যে অন্তর তা গ্রহণ করে নেয় সে অন্তরে একটি করে কালো দাগ দেওয়া হয়। আর যে অন্তর তা প্রত্যাখ্যান করে সে অন্তরে একটি করে শুভ্রোজ্জ্বল চিহ্ন পড়ে। এমনি করে অন্তরগুলো দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি উল্টানো কালো কলসির ন্যায় হয়ে যায়। প্রবৃত্তি তার মধ্যে যা উপস্থাপন করে তা ব্যতীত ভাল-মন্দ কিছুই বুঝে না। আর অপরটি সাদা পাথরের ন্যায়; যতদিন আসমান ও যমীনের স্থায়ীত্ব ততদিন কোন ফিৎনা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না'।[১৫]

শয়তান থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রত্যেককে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। নিম্নে শয়তান থেকে বাঁচার জন্য কুরআন-সুন্নার আলোকে কিছু আমলের উল্লেখ করা হ'ল :

১। সূরা বাক্বারাহ পাঠ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ 'তোমরা নিজেদের ঘর-বাড়িগুলো কবরে পরিণত কর না। যে বাড়িতে সূরা বাক্বারাহ পাঠ করা হয়, অবশ্যই সে বাড়ি থেকে শয়তান পলায়ন করে'।[১৬]

২। ছাদাক্বা করা : কায়েস ইবনে আবি গারাযা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ، 'হে ব্যবসায়ী সমাজ! ব্যবসা ক্ষেত্রে শয়তান ও পাপ এসে উপস্থিত হয়। সুতরাং তোমরা ব্যবসায় (শয়তান ও পাপ মুক্ত করতে) ছাদাক্বা জড়িত কর'।[১৭]

৩। আয়াতুল কুরসী পাঠ : আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাকাতুল ফিতর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিলেন। আমি তিন রাত চোর আটক করলাম। বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে সে ২ রাতে ছুটে গেল। তৃতীয় রাতে সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও তোমাকে কিছু বাক্য শিখিয়ে দিব, যা দ্বারা তোমার উপকার হবে। আমি বললাম, সেগুলো কি? সে বলল, যখন তুমি ঘুমাতে যাবে তখন 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করবে। তাহ'লে তোমার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একজন রক্ষক নিযুক্ত করা হয়। আর সকাল পর্যন্ত তার নিকট শয়তান আসতে পারে না। ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট বর্ণনা করার পর তিনি বললেন, হে আবু হুরায়রা। তুমি কি জান সে কে? সে হ'ল চিরমিথ্যাবাদী কিন্তু তোমার সাথে সত্য বলেছে। সে হ'ল শয়তান'।[১৮]

৪। শয়তানের হাত থেকে বাঁচার যিকির : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، 'যে লোক একশ'বার এ দো'আটি পড়বে, (আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব একমাত্র তাঁরই জন্য, সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই জন্য, আর তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতা বান)। তাহ'লে দশটি গোলাম আযাদ করার সমান ছওয়াব হবে। তার জন্য ১০০টি ছওয়াব লিখা হবে একশটি গুনাহ মাফ করা হবে। ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান হ'তে নিরাপদ থাকবে'।[১৯]

---

১৩. ইবনে মাজাহ হা/৪০৭৭।
১৪. মুসলিম হা/৮০৯; আবু দাঊদ হা/৪৩২৩।
১৫. মুসলিম হা/১৪৪।
১৬. মুসলিম হা/৭৮০।
১৭. তিরমিযী হা/১২০৮।
১৮. বুখারী হা/২৩১১।
১৯. বুখারী হা/৩২৯৩।

শয়তানের অনিষ্ট থেকে বাঁচতে সকাল-সন্ধ্যার দো'আ : আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললেন, مُرْنِي بِشَيْءٍ أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ؟ قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، قَالَ: قُلْهُ إِذَا أَصْبَحْتَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ 'আমাকে কিছু বাক্য শিখিয়ে দিন যেগুলো সকাল-সন্ধ্যায় আমি পড়তে পারব। তিনি বলেন, 'বল, 'আল্লাহুম্মা ফাতিরাস সামাওয়াতি ওয়াল আরজি 'আলিমাল গাইবি ওয়াশ শাহাদাত, রাব্বা কুল্লা শাইয়িন ওয়া মালিকিহী ওয়া আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা ওয়া আউযুবিকা মিন শাররি নাফসী ওয়া শাররিশ শাইত্বান ওয়া শিরকিহী। 'তিনি বলেন, সকাল-সন্ধ্যা এবং যখন বিছানায় শুইতে যাবে তখন এটি পাঠ করবে'।[২০] সকাল-সন্ধ্যা দো'আটি পাঠ করলে শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবে ইনশাআল্লাহ।

রাসূলের পক্ষ থেকে হাসান-হুসাইনকে ঝাড়ফুঁক :

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ، وَالْحُسَيْنَ، يَقُولُ: أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، قَالَ: وَكَانَ أَبُونَا إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ، وَإِسْحَاقَ– 'নবী করীম (ছাঃ) হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-কে ঝাড়ফুঁক করে বলতেন, *'আউযুবি কালিমা-তিল্লাহিত তা-ম্মাতি মিন কুল্লি শাইতানিন ওয়া হা-ম্মাতিন ওয়া মিন কুল্লি আইনিল লা-ম্মাতি'* এবং এই ঝাড়ফুঁক দ্বারা আমাদের পিতা ইবরাহীম (আঃ) ইসহাক ও ইসমাঈলকে ঝাড়ফুঁক করতেন।[২১]

ঘুমের মাঝে ভয় পেলে :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ যদি ঘুমের মধ্যে ভয় পায় তবে যেন সে এই দো'আ পাঠ করে, তাহ'লে তার কোন অনিষ্ট হবে না'। أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ 'আউযু বিকালিমা-তিল্লাহিত-তা-ম্মা-তি মিন গাযাবিহী ওয়া ইক্বা-বিহী ওয়া শার্রি 'ইবা-দিহী ওয়া মিন হামাযা-তিশ শায়াত্বীনি ওয়া আই ইয়াহযুরুন'।[২২]

গাধার ডাক শুনলে : নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা মোরগের ডাক শুনলে আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে কারণ সে ফেরেশতা দেখেছে। আর গাধার ডাক শুনলে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কেননা সে শয়তান প্রত্যক্ষ করেছে'।[২৩]

জিন ও বদনযর হ'তে আশ্রয় : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিন এবং মানুষের কু-দৃষ্টি হ'তে আশ্রয় চাইতেন। এরপর সূরা ফালাক্ব এবং নাস নাযিল হ'লে তিনি এ সূরা দু'টি গ্রহণ করেন এবং বাকীগুলো পরিত্যাগ করেন।[২৪] বাচ্চাদেরকে বদনযর থেকে রক্ষা করতে উক্ত সূরা দু'টি পাঠ করা যরূরী।

পেশাব-পায়খানায় শয়তান থেকে আশ্রয় : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ 'এই সকল পায়খানার স্থানে সাধারণত শয়তানের উপস্থিতি থাকে। অতএব তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় যাওয়ার ইচ্ছা করে তখন সে যেন বলে, *'আউযুবিল্লাহি মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবায়িছ'*। অর্থাৎ 'আমি আল্লাহ্র নিকট স্ত্রী ও পুরুষ উভয় শয়তানের খারাবী থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[২৫]

অন্য আরেকটি বর্ণনায় আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন সৌচাগারে যেতেন, তখন বলতেন, اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবা-য়িছ'। অর্থ: হে আল্লাহ আমি স্ত্রী ও পুরুষ শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[২৬]

কুরআন তেলাওয়াতকালে : কুরআন তেলাওয়াতকালে শয়তান থেকে আশ্রয় নিতে মহান আল্লাহ বলেন, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ 'যখন তুমি কুরআন তেলাওয়াত কর, তখন (শুরুতে) বিতাড়িত শয়তান হ'তে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা কর' *(নাহল ১৬/৯৮)*।

শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচতে বেশী বেশী দো'আ করতে হবে। যেমন : اللهم اني اعوذبك من همزات الشياطين 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন হামাযা-তিশ শায়াত্বীন' *(মুমিনূন ২৩/৯৭)*।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ كَبَّرَ، ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، ثُمَّ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন রাতে ছালাতে দাঁড়াতেন

২০. *তিরমিযী হা/৩৩৯৩।*
২১. *বুখারী হা/৩৩৭১; তিরমিযী হা/২০৬০।*
২২. *তিরমিযী হা/৩৫২৮।*
২৩. *মুসলিম হা/২৭২৯।*
২৪. *তিরমিযী হা/২০৫৮।*
২৫. *আবূদাঊদ হা/৬।*
২৬. *বুখারী হা/১৪২; ইবনে মাজাহ হা/২৯৮।*

তখন ছালাত শুরু করে বলতেন, 'আমি অভিশপ্ত শয়তান এবং তার কুমন্ত্রণা, ঝাঁড়ফুঁক ও যাদুমন্ত্র হ'তে সর্বশ্রোতা ও সর্বময় জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[২৭]

উত্তম কথা বলে শত্রুকে বন্ধু বানানোর মাধ্যমে মানবীয় শয়তানকে প্রতিহত করা এবং তার অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করা। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ 'ভাল ও মন্দ কখনো সমান হ'তে পারে না। তুমি উত্তম দ্বারা (অনুত্তমকে) প্রতিহত কর। ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে (তোমার) অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৪)*।

আবার জিন শয়তানের অনিষ্ট হ'তে বাঁচার পন্থা হিসাবে মহান আল্লাহ বলেন, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 'যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(হামীম সাজদাহ ৪১/৩৬)*।

তবে একথা সব সময় মনে রাখতে হবে যে, 'শয়তানকে কখনো গালি দেওয়া যাবে না। কারণ শয়তানকে গালি দিলে তার ক্ষমতা বেড়ে যায়। আবু মালিহা একজন ছাহাবী হ'তে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে একই উটের পিঠে আরোহণ করলাম। এমন সময় উট লাফালাফি করতে থাকলে আমি বললাম, শয়তানের সর্বনাশ হোক। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, لَا تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَعَاظَمَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْبَيْتِ، وَيَقُولُ: بِقُوَّتِي، وَلَكِنْ قُلْ: بِسْمِ اللهِ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذُّبَابِ 'তুমি বল না শয়তানের সর্বনাশ হোক! কেননা এরূপ বললে শয়তান অহংকারে ফুলে উঠে ঘরের সমান হয়ে যায় এবং বলতে থাকে আমি খুবই শক্তিমান। কিন্তু 'বিসমিল্লাহ' বল। কারণ যদি বিসমিল্লাহ বল তবে সে আস্তে আস্তে ছোট হয়ে থাকে। এমনকি মাছির সমান হয়ে যায়'।[২৮]

সহবাস কালে দো'আ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ، 'তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে মিলনের পূর্বে যদি বলে 'আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শাইত্বানা ওয়া জান্নিবিশ শাইত্বানা মা রাযাক্বতানা'। অতঃপর এ মিলনে যদি কোন সন্তান হয় তবে তাকে কোন ক্ষতি করতে পারবে না'। মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, 'শয়তান তাকে কখনো কোন ক্ষতি করতে পারবে না'।[২৯]

বাড়ীতে প্রবেশকালে যিকির : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، فَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ 'কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশকালে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করলে শয়তান তার সঙ্গীদের বলে, তোমাদের রাত্রি যাপন ও রাতের আহারের কোন ব্যবস্থা হ'ল না। কিন্তু কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশকালে আল্লাহকে স্মরণ না করলে শয়তান বলে, তোমরা রাত্রিযাপনের জায়গা পেয়ে গেলে। সে আহারের সময় আল্লাহকে স্মরণ না করলে শয়তান বলে, তোমাদের রাতের আহারের ও শয্যাগ্রহণের ব্যবস্থা হয়ে গেল'।[৩০]

সুতরাং শয়তানকে প্রতিহত করার একটি বড় মাধ্যম হ'ল প্রতিটি কাজে আল্লাহকে স্মরণ করা। অন্যথা শয়তান তার সাথে অংশগ্রহণ করে।

তিলাওয়াতে সিজদাহ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, বনী আদম যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদায় যায়, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে দূরে সরে পড়ে এবং বলতে থাকে হায়! আমার দুর্ভাগ্য! বনী আদম সিজদার জন্য আদিষ্ট হ'ল। তারপর সে সিজদা করল এবং তার বিনিময়ে জান্নাত নির্ধারিত হ'ল। আর আমাকে সিজদার জন্য আদেশ করা হ'লে আমি তা অস্বীকার করলাম ফলে জাহান্নাম নির্ধারিত হ'ল।[৩১]

জামা'আতে পায়ে পা মিলানো : জামা'আতে কাতারবদ্ধ হওয়ার সময় দু'জনের মাঝের ফাঁক বন্ধ করতে হবে। কারণ দু'জনের মাঝের ফাঁকে শয়তান দাঁড়ায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَلَا تَذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، 'কাতারের মাঝে শয়তানের জন্য জায়গা রেখ না'।[৩২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেছেন, رُصُّوْا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا وَحَاذُوْا بِالْأَعْنَاقِ، فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنِّيْ لَأَرَىْ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ 'তোমরা কাতার সমূহে পরস্পরে মিলে দাঁড়াবে এবং পরস্পরকে কাছে টেনে নিবে। তোমাদের ঘাড় সমূহকে সমপর্যায়ে সোজা রাখবে। আমি ঐ সত্তার কসম করে বলছি, যাঁর হাতে আমার

২৭. *তিরমিযী হা/২৪২; ইবনে মাজাহ হা/৮০৪।*
২৮. *আবূদাঊদ হা/৪৯৮২;ছহীহুল জামে' হা/২৫৮৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩১২৮, ৩১২৯।*
২৯. *বুখারী হা/১৪১; মুসলিম হা/১৪৩৪।*
৩০. *মুসলিম হা/২০১৮; আবূদাঊদ হা/৩৭৬৫।*
৩১. *মুসলিম হা/৮১।*
৩২. *আবূদাঊদ হা/৬৬৬।*

প্রাণ রয়েছে, নিশ্চয়ই আমি শয়তানকে দেখি সে কাতারের ফাঁক সমূহে প্রবেশ করে কালো ভেড়ার বাচ্চার ন্যায়'।[৩৩]

মানুষ যখন ইবাদত বা ভাল কাজে লিপ্ত হয় তখন হাই উঠে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ: فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِذَا قَالَ: هَا، ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ، 'হাই উঠে শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং যথাসাধ্য সে যেন তা প্রতিহত করতে চেষ্টা করে। কারণ কেউ যদি হাই তোলে 'হা' বলে তবে শয়তান তা দেখে হাসতে থাকে'।[৩৪]

অন্যত্র এসেছে, إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ، 'তোমাদের কারো যদি হাই আসে তবে তার হাত দিয়ে যেন মুখ চেপে ধরে, কারণ শয়তান ভিতরে প্রবেশ করে'।[৩৫]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، وَأَغْلِقُوا الْبَابَ، وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً، وَلَا يَفْتَحُ بَابًا، وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا، وَيَذْكُرَ اسْمَ اللهِ، فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ، 'তোমরা খাদ্য ও পানপাত্র ঢেকে রাখো, মশকের মুখ বন্ধ করো, প্রদীপ নিভিয়ে দাও এবং শয়নকালে ঘরের দরজা বন্ধ রাখ। কারণ শয়তান বন্ধ মশক খুলতে পারে না, বন্ধ দরজা খুলতে পারে না, ঢেকে রাখা পাত্রও খুলতে পারে না। তোমাদের কেউ যদি পাত্র ঢাকার কিছু না পায় তবে সে যেন তার উপর একটি কাঠি আড়াআড়িভাবে দিয়ে দেয় এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করে। কারণ ইঁদুর মানুষের ঘর জ্বালিয়ে দেয়'।[৩৬]

খাবার পড়ে গেলে : খাবার সময় লোকমা পড়ে গেলে শয়তান তাতে অংশগ্রহণ করতে চায়। তাই ঐ খাবার তুলে খেতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ–

'নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের সকল ভাল কাজে উপস্থিত হয় এমনকি খাদ্য খাওয়ার সময়েও। অতএব তোমাদের হাতের লোকমা যদি পড়ে যায় তবে ময়লা পরিষ্কার করে তুলে নিবে। কারণ কেউ জানে না কোন খাদ্যে বরকত রয়েছে'।[৩৭]

মুসলিমের অপর বর্ণনায় রয়েছে وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ 'আর তা যেন শয়তানের জন্য ফেলে না রাখে'।[৩৮]

অতএব খাবার পড়ে গেলে শয়তানের খাবার থেকে প্রতিহত করতে চাইলে তুলে খেতে হবে। তবেই শয়তান ব্যর্থ হবে। তাছাড়াও শয়তানকে কষাঘাত করতে শিক্ষা দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। নাফে' (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) যখন ছালাত আদায় করতে তাশাহহুদে বসতেন তখন উভয় হাত উভয় হাঁটুর উপর রাখতেন এবং তার আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। তার দৃষ্টি থাকত ঐ আঙ্গুলের দিকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيْدِ يَعْنِي السَّبَّابَةَ 'নিশ্চয়ই উহা লৌহ দণ্ডের আঘাতের চেয়েও শয়তানের নিকট কঠিন আঘাত। অর্থাৎ শাহাদাত আঙ্গুল'।[৩৯]

আযান দ্বারা শয়তান তাড়ানো : আযানের আওয়াজ শুনলে শয়তান পালিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ذَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ، 'যখন ছালাতের আযান দেওয়া হয় তখন শয়তান আযানের শব্দ শুনে রাওহা নামক স্থান অতিক্রম করে। (রাওহা নামক স্থানটি মদীনা থেকে ছত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত)।[৪০]

বাড়ী থেকে বের হওয়ার যিকির : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَالَ يَعْنِي إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ: بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، يُقَالُ لَهُ: كُفِيتَ، وَوُقِيتَ، وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ 'যে ব্যক্তি বাড়ী হ'তে বের হওয়ার সময় বলে, *'বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আল্লাল্লা-হি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'।* তাকে তখন বলা হয়, (আল্লাহ তা'আলাই) তোমার জন্য যথেষ্ট, (সকল অনিষ্ট হ'তে) তুমি হিফাযত অবলম্বন করেছ। আর তার নিকট হ'তে শয়তান দূরে সরে যায়'।[৪১]

শয়তান অন্যকে বলতে থাকে كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ؟ 'ঐ ব্যক্তির সাথে কি করে পেরে উঠা সম্ভব, যাকে হেদায়াত দেওয়া হয়েছে, যার জন্য প্রভু যথেষ্ট হয়েছেন এবং যাকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে'।[৪২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন,

---

৩৩. আবূদাঊদ হা/৬৬৭।
৩৪. বুখারী হা/৬২২৩।
৩৫. মুসলিম হা/২৯৯৫।
৩৬. মুসলিম হা/২০১২।
৩৭. মুসলিম হা/২০৩৩।
৩৮. মুসলিম হা/২০৩৪।
৩৯. মুসনাদে আহমাদ হা/৬০০০।
৪০. মুসলিম হা/৩৮৮।
৪১. তিরমিযী হা/৩৪২৬।
৪২. আবূদাঊদ হা/৫০৯৫।

مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى إِثْرِ الْمَغْرِبِ بَعَثَ اللهُ لَهُ مَسْلَحَةً يَحْفَظُونَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ مُوجِبَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ مُوبِقَاتٍ، وَكَانَتْ لَهُ بِعَدْلِ عَشْرِ رِقَابٍ مُؤْمِنَاتٍ-

'যে ব্যক্তি মাগরিবের ছালাতের পর ১০ বার বলবে, *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহ্য়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লী শাইয়িন কাদীর'* আল্লাহ তা'আলা সকাল পর্যন্ত তাকে শয়তান হ'তে নিরাপত্তা দান করেন, তার জন্য অবশ্যম্ভাবী করার ন্যায় ১০টি পুণ্য লিখে দেন, তার ১০টি ধ্বংসাত্মক গুনাহ মুছে দেন, তার জন্য ১০টি ঈমানদার দাস মুক্ত করার সমপরিমাণ ছওয়াব প্রদান করেন'।[৪৩]

রাগ বা ক্রোধ শয়তানের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে। কারণ সুলায়মান ইবনু সারদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর সামনে দু'ব্যক্তি মারামারি করতে উদ্যত হ'ল। তাদের একজনের ভয়ানক রাগে চেহারা লাল হয়ে গেল। তখন নবী করীম (ছাঃ) তাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আমি এমন একটি কালেমা জানি যা পাঠ করলে তার ক্রোধ চলে যাবে। আর তা হ'ল أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ 'আমি বিতাড়িত শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[৪৪]

তুচ্ছ অন্যায় করলেও শয়তান খুশি হয়। তাই সরাসরি শয়তানের অনুসরণ যেমন ত্যাগ করতে হবে তেমন ছোটখাট অন্যায়ও ত্যাগ করতে হবে। সুলায়মান ইবনে আহওয়াস (রহঃ) তার পিতার সূত্রে বর্ণণা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বিদায় হজ্জের ভাষণে বলতে শুনেছি, أَلَا إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِيْ بَلَدِكُمْ هَذَا أَبَدًا، وَلَكِنْ سَيَكُوْنُ لَهُ طَاعَةٌ فِي بَعْضِ مَا تَحْتَقِرُوْنَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، 'জেনে রেখ! তোমাদের এই শহরে শয়তান নিজের জন্য ইবাদত পাওয়ার ব্যাপারে চিরকালের জন্য নিরাশ হয়ে গেছে। কিন্তু কতগুলো কাজ যা তোমরা তুচ্ছজ্ঞানে করতে গিয়ে শয়তানের আনুগত্য করো, ফলে তাতে সে খুশি হয়'।[৪৫]

ছোটখাট অন্যায় করলেও যেহেতু শয়তান খুশি হয় সেহেতু সকল প্রকার অন্যায় থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর হ'তে হবে। যেমন কঠোর ছিলেন ওমর (রাঃ)। আমাদেরও অন্যায়, অনাচার ও শয়তানী কর্মকাণ্ড থেকে এমন প্রতিবাদী ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যেন শয়তান পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। মনে রাখতে হবে শয়তানের যতই শক্তি, ক্ষমতা থাকুক না কেন মুমিনের একটা ছোট দো'আই তাকে ঘায়েল করতে যথেষ্ট। সুতরাং আমরা শয়তান থেকে বাঁচতে বেশী বেশী দো'আ করব এবং সৎকাজে মশগূল থাকব। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শয়তানের চক্রান্ত থেকে হেফাযত করুন- আমীন!

৪৩. তিরমিযী হা/৩৫৩৪।
৪৪. মুসলিম হা/২৬১০।
৪৫. ইবনু মাজাহ হা/৩০৫৫।

আহলেহাদীছ আন্দোলন কি?

ইহা দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম।

শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যক

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর বালক ও বালিকা শাখার জন্য নিম্নোক্ত পদসমূহে শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যক।

(১) সহকারী শিক্ষক (আরবী) (১ জন)। যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ/কামিল/এম.এ।

(২) সহকারী শিক্ষিকা (আরবী) (১ জন)। যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ/কামিল/এম.এ।

আগ্রহী প্রার্থীগণকে সেক্রেটারী বরাবরে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করার শেষ তারিখ আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০১৮।

যোগাযোগ : সেক্রেটারী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১১-৩৫৯৪৭৫, ০১৭১৭-৮৬৫২১৯।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৮

নীতিমালা

নিম্নের ৭টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি আবশ্যিক। বাকী বিষয়গুলির যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।
বিষয়গুলির ১, ২, ৩, ৪ ও ৬ নং মৌখিকভাবে এবং ৫নং গঈছ পদ্ধতিতে ও ৭ নং লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষার সময়কাল ১ ঘণ্টা।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. আক্বীদা (আবশ্যিক) : (তাওহীদ, শিরক, সুন্নাত, বিদ'আত, ঈমান, ইসলাম ও ইবাদত এবং ফেরেশতাগণের পরিচয় : *আরবী ক্বায়েদা ২য় ভাগ পৃ. ৫৯ ও ৬১*)।

২. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ ২৬ ও ২৭তম পারা (সূরা মুলক হ'তে নাস পর্যন্ত)।

৩. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ ।

(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা তাগাবুন ১৫-১৮ ও মুনাফিকূন ৯-১১ আয়াত।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।

৪. দো'আ : (হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক পরিবেশিত 'দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ')।

৫. সাধারণ জ্ঞান :

(ক) সোনামণি জ্ঞানকোষ-১-এর ইসলামী জ্ঞান (১-৯৫ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা (ইংরেজী), একটুখানি বুদ্ধি খাটাও/ধাঁধা (১-২৬ নং প্রশ্ন) এবং সংগঠন (৩৯ পৃঃ)।

(খ) সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (১-৮০ নং প্রশ্ন), সাধারণ জ্ঞান (খুলনা ও বরিশাল বিভাগ), সাধারণ জ্ঞান (বিদেশ ১-২৬, বিজ্ঞান ১-৬২ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা (ইংরেজী ০১-২৮ নং প্রশ্ন) এবং সংগঠন বিষয়ক।

৬. সোনামণি জাগরণী (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী)।

৭. হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী। আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী ও দারুলহাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা : আরবী ও বাংলা।

৮. রচনা প্রতিযোগিতা (পরিচালকগণের জন্য) : রচনার বিষয় : সোনামণি সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (শিশু-কিশোরদের মধ্যে ইসলামী চেতনা সৃষ্টি ও তদনুযায়ী জীবন ও সমাজ গড়ে তোলার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা)।

◈ প্রতিযোগিতার নীতিমালা :

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।
২. ২০১৭ সালের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (২য় সংস্করণ), **জ্ঞানকোষ-২** ও **আরবী ক্বায়েদা ২য় ভাগ** সংগ্রহ করতে হবে এবং পূরণকৃত 'ভর্তি ফরম' সঙ্গে আনতে হবে।
৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।
৫. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন।
৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।
৭. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সোনামণিদের বয়স সর্বোচ্চ ১৩ বছর হবে।
৮. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র কেন্দ্র সরবরাহ করবে; তবে স্ব স্ব কলম প্রতিযোগীকে সঙ্গে আনতে হবে।
৯. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৩০ (ত্রিশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
১০. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
১১. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।
১২. প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং পুরস্কার দেওয়া হবে। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
১৩. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হবে।
১৪. রচনা প্রতিযোগিতায় কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের **'সোনামণি পরিচালকগণ'** অংশগহণ করতে পারবেন। রচনা স্বহস্তে লিখিত হ'তে হবে। অন্যের লেখা বা কম্পোজ গৃহীত হবে না। শব্দ সংখ্যা সর্বোচ্চ ১০০০ ও সর্বনিম্ন ৯০০ হ'তে হবে। যা কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে। রচনার ফটোকপি নিজের কাছে রাখতে হবে।

◈ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখায়	: ১২ই অক্টোবর	(শুক্রবার, সকাল ৮টা)।
২. উপযেলায়	: ১৯শে অক্টোবর	(শুক্রবার, সকাল ৮টা)।
৩. যেলায়	: ২৬শে অক্টোবর	(শুক্রবার, সকাল ৮টা)।
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে	: ৮ই নভেম্বর	(বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)।

উল্লেখ্য যে, শাখা, উপযেলা ও যেলার প্রতিযোগিতার তারিখ অপরিবর্তনীয় থাকবে। তবে অনিবার্য কারণে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হ'তে পারে।

◈ প্রবাসী সোনামণিদের প্রতিযোগিতা প্রবাসী **'আন্দোলন'**-এর সভাপতি কর্তৃক একই নিয়মে অনুষ্ঠিত হবে ও সেখানেই তাঁরা পুরস্কার দিবেন। তবে প্রবাসী প্রতিযোগীদের নাম-ঠিকানা কেন্দ্রীয় পরিচালক **'সোনামণি'** বরাবর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পাঠাবেন।

সিজদায় গমনকালে আগে হাঁটু রাখতে হবে নাকি হাত?

*আহমাদুল্লাহ**

ভূমিকা : সিজদায় গমনকালে আগে হাত নাকি হাঁটু রাখতে হবে এ বিতর্ক নতুন কিছু নয়। অনেকে দাবী করেন যে, সিজদায় যাওয়ার সময় আগে হাঁটু রাখা সুন্নাত। হাত আগে রাখা সুন্নাতের খেলাফ। অথচ আগে হাত রাখা সম্পর্কিত হাদীছগুলি অধিকতর গ্রহণযোগ্য। আগে হাঁটু রাখার দাবীর পক্ষে কতিপয় দলীল পেশ করা হয়ে থাকে। নিম্নে এগুলির পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হ'ল।-

দলীল-১ :

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ-

'ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে দেখেছি, যখন তিনি সিজদা করতেন তখন হাত রাখার আগে হাঁটু রাখতেন। আর যখন উঠতেন তখন হাঁটুর পূর্বে হাত উঠাতেন'।[১]

তাহক্বীক্ব : সনদ যঈফ। শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) এর সনদকে যঈফ বলেছেন।[২] হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) এ হাদীছের রাবী শারীক (রহঃ)-কে মুদাল্লিস বলেছেন।[৩]

দলীল-২ :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ ثُمَّ انْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ فَسَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ-

'আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখলাম, তিনি তাকবীর দিলেন এবং হাত রাখার আগে হাঁটু রাখলেন'।[৪]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। এর সনদে আলা বিন ইসমাঈল রয়েছেন যিনি অপরিচিত।[৫] অপর বর্ণনাকারী হাফছ বিন গিয়াছ (রহঃ) হ'লেন সমালোচিত রাবী। ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) তাকে মুদাল্লিস বলেছেন।[৬] তিনি অন্যত্র বলেন, 'তিনি ছিক্বাহ, ফক্বীহ, তার হিফয কিছুটা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল।[৭] অন্যান্য ইমামগণও তাকে মুদাল্লিস রাবী বলেছেন।[৮] ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেছেন, 'তিনি তাদলীস করতেন। এতে কোন সন্দেহ নেই'।[৯]

দলীল-৩ :

عَنْ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ، فَأُمِرْنَا بِالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ

'সা'দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'আমরা হাঁটুর পূর্বে দু'হাত রাখতাম। আমাদেরকে দু'হাতের পূর্বে দু'হাটু রাখতে আদেশ করা হয়েছিল'।[১০]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি নিতান্তই যঈফ। (১) শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেছেন, 'এর সনদ অত্যন্ত যঈফ। যঈফ রাবীগণ ধারাবাহিকভাবে এই সনদে রয়েছেন'।[১১] তিনি আরো বলেছেন, 'সনদটি খুবই দুর্বল। ইসমাঈল বিন ইয়াহইয়া বিন সালামাহ হ'লেন পরিত্যক্ত রাবী। যেমনটি আত-তাক্বরীব গ্রন্থে আছে। আর তার পুত্র ইবরাহীম যঈফ'।[১২] (২) হাফেয যাহাবী (রহঃ) বলেছেন, 'ইবরাহীম বিন ইসমাঈল বিন ইয়াহইয়া বিন সালামাহ বিন কুহাইল-তাকে আবূ হাতেম এবং অন্যরা বর্জন করেছেন। আবূ যুর'আহ তার দুর্বল হওয়ার প্রতি ইশারা করেছেন'।[১৩] (৩) ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) তাকে যঈফ বলেছেন।[১৪] অপর রাবী ইসমাঈল সম্পর্কে ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, 'তিনি মাতরূক' তথা পরিত্যক্ত রাবী।[১৫] শায়খ আব্দুর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছের হাদীছটি দ্বারা আগে হাত রাখাকে রহিত বলে দাবী করা বাতিল। কেননা হাদীছটি যঈফ'।[১৬]

দলীল-৪ :

عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقَعُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ-

'আসওয়াদ (রহঃ) হ'তে বর্ণিত যে, 'নিশ্চয়ই ওমর (রাঃ) তার হাঁটুদ্বয়ের উপর পতিত হ'তেন।[১৭]

জবাব : হাদীছটি যঈফ। কেননা এখানে দু'জন রাবী রয়েছেন যারা মুদাল্লিস। এর সনদে আ'মাশ আছেন। যিনি আস্থাভাজন বর্ণনাকারী হ'লেও মুদাল্লিস রাবী ছিলেন। ইমাম দারাকুৎনী[১৮], ইমাম নাসাঈ[১৯] ও ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) প্রমুখ

---

* সৈয়দপুর, নীলফামারী।

১. আবূদাঊদ হা/৮৩৮; তিরমিযী হা/২৬৮।
২. আছলু ছিফাত ২/৭১৫; ইরওয়া হা/৩৫৭।
৩. ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, রাবী নং ৫৬।
৪. দারাকুৎনী হা/১৩০৮; বায়হাক্বী হা/২৬৩২।
৫. তানক্বীহুত তাহক্বীক্ব হা/৮১২; আছলু ছিফাত ২/১৭৬।
৬. ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ৯।
৭. তাক্বরীবুত তাহযীব, জীবনী নং ১৪৩০।
৮. আল-মুখতালিত্বীন, জীবনী নং ১২; আল-মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ১৩; আত-তাবঈন লি-আসমাইল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ১৬; আসমাউল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ১১।
৯. আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ, আল-ইলাল ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল হা/১৯৪১।
১০. ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৬২৮।
১১. আছলু ছিফাত ২/৭১৮।
১২. ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৬২৮-এর টীকা দ্রঃ।
১৩. আল-মুগনী ফিয-যু'আফা, জীবনী নং ৩৬।
১৪. তাকরীবুত তাহযীব, জীবনী নং ১৪৯।
১৫. তাহযীবুত তাহযীব, জীবনী নং ৬০৭; আত-তাক্বরীব, জীবনী নং ৪৯৩।
১৬. তুহফাতুল আহওয়াযী ২/১২১।
১৭. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৭০৪।
১৮. আল-ইলালুল ওয়ারিদাহ, মাসআলা নং ১৮৮৮।
১৯. যিকরুল মুদাল্লিসীন পৃঃ ১২৫।

ইমামগণ তাকে মুদাল্লিস রাবী বলেছেন।[২০] মোদ্দাকথা, আ'মাশ একজন ছিক্বাহ ও মুদাল্লিস রাবী। অপর রাবী ইবরাহীম নাখঈও একজন প্রসিদ্ধ মুদাল্লিস রাবী।[২১]

দলীল-৫ :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ إِذَا سَجَدَ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَفَعَ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ-

'ইবনে ওমর (রাঃ) তার হাঁটুদ্বয়কে হস্তদ্বয়ের পূর্বে রাখতেন, যখন সিজদায় যেতেন। আর (সিজদা হ'তে) উঠতেন তখন তার হস্তদ্বয়কে উত্তোলন করতেন হাঁটুদ্বয়ের পূর্বে'।[২২]

তাহক্বীক্ব : এটি যঈফ। (১) শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, এটি মুনকার বা পরিত্যাজ্য। কেননা এতে ইবনে আবী লায়লা আছেন। তার নাম হ'ল মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান। তিনি বাজে স্মৃতির অধিকারী।[২৩] আরো অনেকেই তার সমালোচনা করেছেন। তারা তাকে দুর্বল ও 'শক্তিশালী নন' বলেছেন।[২৪]

দলীল-৬ :

أنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ حُفِظَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رُكْبَتَيْهِ، كَانَتَا تَقَعَانِ إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَ يَدَيْهِ-

'আমাদেরকে হাম্মাদ বিন সালামাহ সংবাদ প্রদান করেছেন যে, নিশ্চয়ই হাজ্জাজ বিন আরত্বাত্ব তাদেরকে খবর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ইবরাহীম নাখঈ বলেছেন, আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ হ'তে স্মরণ রাখা হয়েছে যে, তাঁর হাতের আগে হাঁটুদ্বয় যমীনে লাগত'।[২৫]

জবাব : এটি দু'টি কারণে যঈফ। (১) হাজ্জাজ বিন আরত্বাত্বের তাদলীসের কারণে। ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) তাকে মুদাল্লিস রাবী বলেছেন।[২৬] ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, 'ইবনুল মুবারক বলেছেন, হাজ্জাজ তাদলীস করতেন'।[২৭] (২) এটি বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত। কেননা ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ)-এর যুগ পাননি। তিনি কার নিকট থেকে শুনেছেন সেটিও উল্লেখ করেননি। ইবনে হাজার (রহঃ) বলেছেন, 'হাকেম উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাদলীস করতেন। আবূ হাতেম বলেছেন, তিনি আয়েশা (রাঃ) ব্যতীত আর কোন ছাহাবীকে পাননি'।[২৮]

দলীল-৭ :

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ، إِذَا انْحَطُّوا لِلسُّجُودِ وَقَعَتْ رُكَبُهُمْ قَبْلَ أَيْدِيهِمْ-

'আবূ ইসহাক্ব হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আব্দুল্লাহ্র শিষ্যগণ যখন সিজদা করতেন তখন তাদের হাঁটু হাতের পূর্বে পড়ত'।[২৯]

জবাব : বর্ণনাটি যঈফ। অত্র সনদে হাজ্জাজ বিন আরত্বাত্ব রয়েছেন যার সম্পর্কে উপরে আলোচনা করা হয়েছে। তার উস্তাদ হ'লেন আবূ ইসহাক্ব আস-সাবীঈ। তিনিও তাদলীস করার দোষে অভিযুক্ত। হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ)[৩০] এবং শায়েখ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) তাঁকে মুদাল্লিস রাবী বলেছেন।[৩১]

দলীল-৮ :

عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، فَكَرِهَ ذَلِكَ وَقَالَ: هَلْ يَفْعَلُهُ إِلَّا مَجْنُونٌ-

'ইবরাহীম নাখঈ হ'তে বর্ণিত যে, তাকে একজন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'ল- যে তার হাঁটুদ্বয়ের পূর্বে তার হাত দু'টি রাখতেন। তিনি এটি অপসন্দ করলেন এবং বললেন, স্রেফ পাগলই এমনটি করে'।[৩২]

তাহক্বীক্ব : এটি মাক্বতূ' বর্ণনা। যা স্বয়ং কোন দলীল নয়। তাছাড়া এখানে মুগীরা (রহঃ) তাদলীস করেছেন।[৩৩]

দলীল-৯ :

عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ حَدِيثَ الصَّلَاةِ، قَالَ: فَلَمَّا سَجَدَ وَقَعَتَا رُكْبَتَاهُ إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ كَفَّاهُ-

'আব্দুল জাব্বার বিন ওয়ায়েল হ'তে, তিনি তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয়ই নবী করীম (ছাঃ), অতঃপর তিনি ছালাতের হাদীছটি বর্ণনা করলেন। তিনি বলেন, যখন তিনি (মুহাম্মাদ ছাঃ) সিজদায় যেতেন তখন তার হাঁটুদ্বয় তার কব্জিদ্বয়ের আগে যমীনে পড়ত'।[৩৪]

---

২০. *ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ৫৫।*
২১. *ইবনুল ইরাক্বী, আল-মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ২; ইবনে হাজার, তাবাকাতুল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ৩৫।*
২২. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৭০৫।*
২৩. *ইরওয়া হা/৩৫৭।*
২৪. *আব্দুর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ), তুহফাতুল আহওয়াযী হা/১৯৪ এর আলোচনা দ্রঃ; ইমাম নাসাঈ (রহঃ), আয-যু'আফাউল মাতরূকীন, জীবনী নং ৫২৫; ইবনে হিব্বান (রহঃ), আল-মাজরূহীন, রাবী নং ৯২১; ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ), আয-যু'আফাউল মাতরূকীন, জীবনী নং ৩০৭২; ইবনে হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব, রাবী নং ৫০৩; ইমাম দারাকুৎনী (রহঃ), সুনানে দারাকুৎনী হা/৯৩৬।*
২৫. *শারহু মা'আনিল আছার হা/১৫২৯।*
২৬. *ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ১১৮; আল-ফাৎহুল মুবীন, পৃঃ ১৩৭।*
২৭. *আত-তারীখুল কাবীর, জীবনী নং ২৮৩৫; আয-যু'আফাউছ ছগীর, জীবনী নং ৭৬।*
২৮. *ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ৩৫।*
২৯. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৭১১।*
৩০. *ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, রাবী নং ৬৬।*
৩১. *সিলসিলাহ ছহীহাহ হা/১৭০১।*
৩২. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৭০৭।*
৩৩. *ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, রাবী নং ১০৭।*
৩৪. *আবূদাঊদ হা/৮৩৯; আল-মু'জামুল আওসাত্ব হা/৫৯১১।*

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, এর ত্রুটি হ'ল, আব্দুল জাব্বার বিন ওয়ায়েল এবং তার পিতার মাঝে ইনক্বিত্বা' রয়েছে। কেননা তিনি তার থেকে কিছুই শ্রবণ করেননি। যেমনটি ইবনে মাঈন ও বুখারী (রহঃ) প্রমুখ বিদ্বানগণ বলেছেন। অন্য সনদে শাক্বীক্ব আছেন। আর তিনি হ'লেন মাজহূল। দুর্বলতা থাকার পাশাপাশি এই হাদীছটি ছহীহ হাদীছ বিরোধী।[৩৫]

দলীল-১০ :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِرُكْبَتَيْهِ قِبْلَ يَدَيْهِ -

'আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ সিজদা করবে তখন যেন সে হাতের পূর্বে হাঁটুদ্বয় রাখে'।[৩৬]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি অত্যন্ত দুর্বল। ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) স্বয়ং এর রাবী আব্দুল্লাহ বিন সাঈদকে যঈফ বলেছেন *(ঐ)*। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেছেন, 'এর সনদটি খুবই দুর্বল। এই আব্দুল্লাহ মিথ্যার দোষে অভিযুক্ত'।[৩৭] এতদ্ব্যতীত আরো অনেকেই তাকে দুর্বল বলেছেন।

দলীল-১১ :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فليبْتدئْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَلَا يَبْرُكْ بُروكَ الْفَحْلِ-

'আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ সিজদা করবে তখন সে তার হাতের পূর্বে হাঁটুদ্বয় রাখবে। আর সে ষাঁড়ের অনুরূপ বসবে না'।[৩৮]

তাহক্বীক্ব : এর সনদ খুবই দুর্বল। ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) বলেছেন, 'এমনটি বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ আল-মাক্বুরী। তাছাড়াও তিনি যঈফ'।[৩৯] হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেছেন, 'এর সনদ যঈফ'।[৪০]

উপরোক্ত ১১টি দলীলের তাহক্বীক্ব দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সিজদায় যাবার সময়ে আগে হাঁটু রাখার হাদীছগুলি ছহীহ নয়। বরং সেগুলি সবই যঈফ। সুতরাং আগে হাত রাখাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

হাঁটুর পূর্বে হাত রাখার দলীলসমূহ

সিজদায় যাওয়ার প্রাক্কালে আগে হাত রাখার পক্ষে কতিপয় গ্রহণযোগ্য হাদীছ নিম্নে তাহক্বীক্বসহ তুলে ধরা হ'ল।-

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيْرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ-

(১) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ সিজদা করবে তখন সে যেন উটের ন্যায় হাঁটু গেড়ে না দেয়। বরং সে যেন তার হস্তদ্বয়কে তার হাঁটুদ্বয়ের পূর্বে রাখে'।[৪১]

(٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ-

(২) ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, নিশ্চয়ই তিনি হস্তদ্বয়কে তার হাঁটুদ্বয়ের আগে রাখতেন এবং তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) অনুরূপ করতেন।[৪২]

(٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ-

(৩) ইবনে ওমর হ'তে বর্ণিত যে, 'নিশ্চয়ই নবী করীম (ছাঃ) যখন সিজদা করতেন তখন তার হস্তদ্বয়কে স্বীয় হাঁটুদ্বয়ের পূর্বে রাখতেন'।[৪৩]

(٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَفَعَهُ قَالَ :إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ، فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا-

(৪) ইবনে ওমর হ'তে বর্ণিত যে, 'রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ সিজদা করবে তখন সে যেন তার হাত দু'টিকে আগে রাখে। আর যখন উঠবে তখন হাত দু'টিকে উপরে তুলবে'।[৪৪]

ইমামদের মতামতসমূহ : এ সম্পর্কে ইমামদের মতামতসমূহ নিম্নে পেশ করা হ'ল।-

(১) ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, وادّعى أنه نَاسخ لتقديم الْيَدَيْنِ، وَكَذَا اعْتَمدهُ أَصْحَابنَا، وَلَا حجَّة فِيهِ لِأَنَّهُ ضَعِيف ظَاهر الضعْف، بيّن الْبَيْهَقِيّ وَغَيره ضعفه، وَهُوَ من رِوَايَة

৩৫. ইরওয়া হা/৩৫৭; যঈফ আবূ দাঊদ হা/১২১।
৩৬. বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হা/২৬৩৫।
৩৭. ছহীহ আবূদাঊদ হা/৭৮৯, ৩/৪২৮।
৩৮. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৭০২।
৩৯. মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার হা/৩৫০৪।
৪০. ফাৎহুল বারী ২/২৯১।

৪১. আবূদাঊদ হা/৮৪০; নাসাঈ হা/১০৯১; নাসাঈ কুবরা হা/৬৯২; মিশকাত হা/৮৯৯, সনদ হাসান।
৪২. ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৬২৭। শায়খ আলবানী (রহঃ) একে ছহীহ বলেছেন। হাফেয ইবনে হাজার একে ওয়ায়েলের (আগে হাঁটু রাখার হাদীছটির) উপর প্রাধান্য দিয়েছেন, ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৬২৭-এর টীকা দ্রঃ।
৪৩. দারাকুৎনী হা/১৩০৩; ইরওয়া হা/৩৫৭, ২/৭৭।
৪৪. আবূদাঊদ হা/৮৯২; নাসাঈ হা/১০৯২; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক্ব হা/২৯৩৪; আহমাদ হা/৪৫০১, আলবানী বলেছেন, হাদীছটি ছহীহ মাওকূফরূপে এবং মারফূ' হিসাবে। দেখুন : ইরওয়া হা/৩১।

–يَحْيَى بن سَلمَة، وَهُوَ ضَعِيف باتفاقهم ‘দাবী করা হয়েছে যে, এটি (আগে হাঁটু রাখার হাদীছ) আগে হাত রাখাকে মানসূখ করেছে। আমাদের সাথীগণও এর উপর নির্ভর করেছেন। অথচ এ ব্যাপারে কোন দলীল নেই। কেননা এটি যঈফ। এর দুর্বলতা প্রকাশ্য। বায়হাক্বী ও অন্যরা এটি বর্ণনা করেছেন এবং একে দুর্বল বলেছেন। এটি ইয়াহইয়া বিন সালামাহ-এর বর্ণনা হ’তে এসেছে। আর তিনি বিদ্বানদের ঐক্যমতে যঈফ’।[৪৫]

(২) আব্দুর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ) বলেন, أَنَّ دَعْـــوَى النَّسْخِ بِحَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ بَاطِلَةٌ فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ضَـــعِيفٌ ‘নিশ্চয়ই সা‘দ বিন আবী ওয়াক্কাছের হাদীছটি দ্বারা আগে হাত রাখাকে রহিত দাবী করা বাতিল। কেননা হাদীছটি যঈফ’।[৪৬]

(৩) ইমাম ইবনু হাযম (রহঃ) বলেছেন, وَفَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُصَلٍّ أَنْ يَضَعَ إِذَا سَجَدَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَلَا بُدَّ، ‘প্রত্যেক মুছল্লীর জন্য সিজদায় গমনকালে যমীনের উপর আগে হাত রাখা সন্দেহাতীতভাবে ফরয’।[৪৭] তিনি আরো বলেন, ‘যদি কেউ আগে হাঁটু রাখার হাদীছকে দলীল হিসাবে উল্লেখ করেন তাহ’লে আমরা বলব যে, এতে কোন দলীল নেই’।[৪৮]

(৪) ইমাম ইবনু কুদামা (রহঃ) বলেন,

وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَلَا يَبْرُكْ بُرُوْكَ الْبَعِيرِ– رَوَاهُ النَّسَائِيّ–

‘আর আহমাদ হ’তে অন্য আরেকটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যে, নিশ্চয়ই তিনি হাঁটুদ্বয়ের পূর্বে হস্তদ্বয় রাখতেন। ইমাম মালেক (রহঃ) এ মতের পক্ষে গিয়েছেন। কেননা আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَلَا يَبْرُكْ بُرُوْكَ الْبَعِيْرِ، ‘যখন তোমাদের কেউ সিজদা করবে তখন সে যেন তার হাঁটুদ্বয়ের আগে হস্তদ্বয় রাখে। আর সে যেন উটের ন্যায় হাঁটু গেড়ে না দেয়’। এই হাদীছটি ইমাম নাসাঈ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন।[৪৯]

উপসংহার : উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সিজদায় যাওয়ার প্রাক্কালে আগে হাত দেয়াই সুন্নাত। আগে হাঁটু রাখার কোন ছহীহ হাদীছ নেই। সেজন্য সিজদায় গমনকালে আগে হাত রাখতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ছহীহ হাদীছের উপরে যথাযথ আমল করার তাওফীক দিন-আমীন!

---

৪৫. খুলাছাতুল আহকাম হা/১২৮৫।
৪৬. তুহফাতুল আহওয়াযী ২/১২১।
৪৭. আল-মুহাল্লাহ বিল-আছার, মাসআলা নং ৪৫৬।
৪৮. আল-মুহাল্লাহ বিল-আছার, মাসআলা নং ৪৫৬।
৪৯. আল-মুগনী ১/৩৭০; আশ-শারহুল কাবীর ১/৫৫৪।

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ডকে সমৃদ্ধ করুন!

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ জেনারেল ফাণ্ড, হিসাব নম্বর ০০৭১০২০০৮৫২২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা। বিকাশ নং- ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

মোঃ সুকতার হোসেন
প্রোপ্রাইটার
মোবাইলঃ ০১৯২৭-২৭৫৩২৪

মেসার্স সুকতার ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ

এখানে সুদক্ষ কারিগর দ্বারা গ্রীল, জানালা, দরজা, কলাপসিবল গেট, সার্টার গেট, স্টীল আলমারী, ফাইল কেবিনেট, লোহার সিন্দুক, স্টীল শোকেস, স্টীল খাট, ইত্যাদি প্রস্তুত, মেরামত ও সরবরাহ করা হয়।

বিমান বন্দর রোড, নওদাপাড়া (ব্যাংক এশিয়ার সামনে), সপুরা, রাজশাহী।

আশূরায়ে মুহাররম

আত-তাহরীক ডেস্ক

ফযীলত :

১. আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ– 'রামাযানের পরে সর্বোত্তম ছিয়াম হ'ল মুহাররম মাসের ছিয়াম অর্থাৎ আশূরার ছিয়াম এবং ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ'ল রাতের নফল ছালাত' অর্থাৎ তাহাজ্জুদের ছালাত।[১]

২. আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ، 'আশূরা বা ১০ই মুহাররমের ছিয়াম আমি আশা করি আল্লাহ্র নিকটে বান্দার বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহের কাফফারা হিসাবে গণ্য হবে'।[২]

৩. আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'জাহেলী যুগে কুরায়েশগণ আশূরার ছিয়াম পালন করত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তা পালন করতেন। মদীনায় হিজরতের পরেও তিনি পালন করেছেন এবং লোকদেরকে তা পালন করতে বলেছেন। কিন্তু (২য় হিজরী সনে) যখন রামাযান মাসের ছিয়াম ফরয হ'ল, তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা কর আশূরার ছিয়াম পালন কর এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছা কর তা পরিত্যাগ কর'।[৩]

৪. মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) মদীনার মসজিদে নববীতে খুৎবা দানকালে বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, إِنَّ هَذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ– 'আজ আশূরার দিন। এদিনের ছিয়াম তোমাদের উপরে আল্লাহ ফরয করেননি। তবে আমি ছিয়াম রেখেছি। এক্ষণে তোমাদের মধ্যে যে ইচ্ছা কর ছিয়াম পালন কর, যে ইচ্ছা কর পরিত্যাগ কর'।[৪]

৫. (ক) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করে ইহুদীদেরকে আশূরার ছিয়াম রাখতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, 'এটি একটি মহান দিন। এদিনে আল্লাহ পাক মূসা (আঃ) ও তাঁর কওমকে নাজাত দিয়েছিলেন এবং ফের'আঊন ও তার লোকদের ডুবিয়ে মেরেছিলেন। তার শুকরিয়া হিসাবে মূসা (আঃ) এ দিন ছিয়াম পালন করেছেন। অতএব আমরাও এ দিন ছিয়াম পালন করি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের চাইতে আমরাই মূসা (আঃ)-এর (আদর্শের) অধিক হকদার ও অধিক দাবীদার। অতঃপর তিনি ছিয়াম রাখেন ও সকলকে রাখতে বলেন' (যা পূর্ব থেকেই তাঁর রাখার অভ্যাস ছিল)।[৫]

(খ) আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, আশূরার দিনকে ইহুদীরা ঈদের দিন হিসাবে মান্য করত। এ দিন তারা তাদের স্ত্রীদের অলংকার ও উত্তম পোষাকাদি পরিধান করাতো'।[৬]

(গ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ইহুদী ও নাছারাগণ ১০ই মুহাররম আশূরার দিনটিকে সম্মান করে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'আগামী বছর বেঁচে থাকলে ইনশাআল্লাহ আমরা ৯ই মুহাররম সহ ছিয়াম রাখব'। রাবী বলেন, কিন্তু পরের বছর মুহাররম আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়।[৭]

৬. আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত অন্য এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, صُوْمُوْا يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ وَخَالِفُوا الْيَهُوْدَ وَصُوْمُوْا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا– 'তোমরা আশূরার দিন ছিয়াম রাখ এবং ইহুদীদের খেলাফ কর। তোমরা আশূরার সাথে তার পূর্বে একদিন বা পরে একদিন ছিয়াম পালন কর'।[৮]

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ পর্যালোচনা করলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন-

(১) আশূরার ছিয়াম ফের'আঊনের কবল থেকে নাজাতে মূসার (আঃ) শুকরিয়া হিসাবে পালিত হয়।

(২) এই ছিয়াম মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদী শরী'আতে চালু ছিল। আইয়ামে জাহেলিয়াতেও আশূরার ছিয়াম পালিত হ'ত।

(৩) ২য় হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার আগ পর্যন্ত এই ছিয়াম সকল মুসলমানের জন্য পালিত নিয়মিত ছিয়াম হিসাবে গণ্য হ'ত।

(৪) রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পরে এই ছিয়াম ঐচ্ছিক ছিয়ামে পরিণত হয়। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিত এই ছিয়াম ঐচ্ছিক হিসাবেই পালন করতেন। এমনকি মৃত্যুর বছরেও পালন করতে চেয়েছিলেন।

(৫) এই ছিয়ামের ফযীলত হিসাবে বিগত এক বছরের গোনাহ মাফের কথা বলা হয়েছে। এত বেশী নেকী আরাফার দিনের নফল ছিয়াম ব্যতীত অন্য কোন নফল ছিয়ামে নেই।

---

১. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৯ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪১।*
২. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪৬।*
৩. বুখারী ফাৎহুল বারী সহ (কায়রোঃ ১৪০৭/১৯৮৭), হা/২০০২ 'ছাওম' অধ্যায়।
৪. *বুখারী, ফাৎহসহ হা/২০০৩; মুসলিম, হা/১১২৯ 'ছিয়াম' অধ্যায়।*
৫. *মুসলিম হা/১১৩০।*
৬. *মুসলিম হা/১১৩১; বুখারী ফাৎহ সহ হা/২০০৪।*
৭. *মুসলিম হা/১১৩৪।*
৮. *বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড ২৮৭ পৃঃ। বর্ণিত অত্র রেওয়ায়াতটি 'মারফূ' হিসাবে ছহীহ নয়, তবে 'মাওকূফ' হিসাবে 'ছহীহ'। দ্রঃ হাশিয়া ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২০৯৫, ২/২৯০ পৃঃ। অতএব ৯, ১০ বা ১০, ১১ দু'দিন ছিয়াম রাখা উচিত। তবে ৯, ১০ দু'দিন রাখাই সর্বোত্তম।*

(৬) আশূরার ছিয়ামের সাথে হুসায়েন বিন আলী (রাঃ)-এর জন্ম বা মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই। হুসায়েন (রাঃ)-এর জন্ম মদীনায় ৪র্থ হিজরীতে এবং মৃত্যু ইরাকের কূফা নগরীর নিকটবর্তী কারবালায় ৬১ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৫০ বছর পরে হয়।[৯] মোটকথা আশূরায়ে মুহাররমে এক বা দু'দিন স্রেফ নফল ছিয়াম ব্যতীত আর কিছুই করার নেই। শাহাদতে হুসায়েনের নিয়তে ছিয়াম পালন করলে ছওয়াব পাওয়া যাবে না। কারণ কারবালার ঘটনার ৫০ বছর পূর্বেই ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং অহি-র আগমন বন্ধ হয়ে গেছে।

আশূরার বিদ'আত সমূহ :

আশূরায়ে মুহাররম আমাদের দেশে শোকের মাস হিসাবে পালিত হয়। শী'আ, সুন্নী সকলে মিলে অগণিত শির্ক ও বিদ'আতে লিপ্ত হয়। কোটি কোটি টাকার অপচয় হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নামে। সরকারী ছুটি ঘোষিত হয় ও সরকারীভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি পালিত হয়। হুসায়েনের ভূয়া কবর তৈরী করে রাস্তায় তা'যিয়া বা শোক মিছিল করা হয়। ঐ ভূয়া কবরে হুসায়েনের রূহ হাযির হয় ধারণা করে তাকে সালাম করা হয়। তার সামনে মাথা ঝুকানো হয়। সেখানে সিজদা করা হয়, মনোবাঞ্ছা পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করা হয়। মিথ্যা শোক প্রদর্শন করে বুক চাপড়ানো হয়, বুকের কাপড় ছিঁড়ে ফেলা হয়। 'হায় হোসেন' 'হায় হোসেন' বলে মাতম করা হয়। রক্তের নামে লাল রং ছিটানো হয়। রাস্তা-ঘাট রং-বেরং সাজে সাজানো হয়। লাঠি-তীর-বলম নিয়ে যুদ্ধের মহড়া দেওয়া হয়। হুসায়েনের নামে কেক ও পাউরুটি বানিয়ে 'বরকতের পিঠা' বলে বেশী দামে বিক্রি করা হয়। হুসায়েনের নামে 'মোরগ' পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে যুবক-যুবতীরা পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ 'বরকতের মোরগ' ধরার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। সুসজ্জিত অশ্বারোহী দল মিছিল করে কারবালা যুদ্ধের মহড়া দেয়। কালো পোষাক পরিধান বা কালো ব্যাজ ধারণ করা হয় ইত্যাদি। এমনকি অনেকে শোকের মাস ভেবে এই মাসে বিবাহ-শাদী করা অন্যায় মনে করে থাকেন। ঐ দিন অনেকে পানি পান করা এমনকি শিশুকে দুধ পান করানোও অন্যায় ভাবেন।

অপরদিকে উগ্র শী'আরা কোন কোন 'ইমাম বাড়া'তে আয়েশা (রাঃ)-এর নামে বেঁধে রাখা একটি বকরীকে লাঠিপেটা করে ও অস্ত্রাঘাতে রক্তাক্ত করে বদলা নেয় ও উল্লাসে ফেটে পড়ে। তাদের ধারণা মতে আয়েশা (রাঃ)-এর পরামর্শক্রমেই আবুবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অসুখের সময় জামা'আতে ইমামতি করেছিলেন ও পরে খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেকারণ আলী (রাঃ) খলীফা হ'তে পারেননি (নাঊযুবিল্লাহ)। ওমর, ওছমান, মু'আবিয়া, মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) প্রমুখ জলীলুল ক্বদর ছাহাবীকে এ সময় বিভিন্নভাবে গালি দেওয়া হয়। এছাড়াও রেডিও-টিভি, পত্র-পত্রিকা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একথা বুঝাতে চেষ্টা করে যে, আশূরায়ে মুহাররমের মূল বিষয় হ'ল শাহাদাতে হুসায়েন (রাঃ) বা কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা। চেষ্টা করা হয় এটাকে 'হক্ব ও বাতিলের' লড়াই হিসাবে প্রমাণ করতে। চেষ্টা করা হয় হুসায়েনকে 'মা'ছূম' ও ইয়াযীদকে 'মাল'ঊন' প্রমাণ করতে। অথচ প্রকৃত সত্য এসব থেকে অনেক দূরে।

আশূরা উপলক্ষে প্রচলিত উপরোক্ত বিদ'আতী অনুষ্ঠানাদির কোন অস্তিত্ব এবং অশুদ্ধ আক্বীদা সমূহের কোন প্রমাণ ছাহাবায়ে কেরামের যুগে পাওয়া যায় না।

এতদ্ব্যতীত কোনরূপ শোকগাথা বা মর্সিয়া অনুষ্ঠান বা শোক মিছিল ইসলামী শরী'আতের পরিপন্থী। কোন কবর বা সমাধিসৌধ, শহীদ মিনার বা স্মৃতি সৌধ, শিখা অনির্বাণ বা শিখা চিরন্তন ইত্যাদিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করাও একই পর্যায়ে পড়ে।

অনুরূপভাবে সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ হ'ল ছাহাবায়ে কেরামকে গালি দেওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَتسُبُّوا أَصْحَابِىْ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَنَصِيْفَهُ، 'তোমরা আমার ছাহাবীগণকে গালি দিয়ো না। কেননা (তাঁরা এমন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী যে,) তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে, তবুও তাঁদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ অর্থাৎ সিকি ছা' বা তার অর্ধেক পরিমাণ (যব খরচ)-এর সমান ছওয়াব পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না'।[১০]

শোকের নামে দিবস পালন করা, বুক চাপড়ানো ও মাতম করা ইসলামী রীতি নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ– 'ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি শোকে নিজ মুখে মারে, কাপড় ছিঁড়ে ও জাহেলী যুগের ন্যায় মাতম করে'।[১১]

অন্য হাদীছে এসেছে যে, 'আমি ঐ ব্যক্তি হ'তে দায়িত্ব মুক্ত, যে ব্যক্তি শোকে মাথা মুণ্ডন করে, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে ও কাপড় ছিঁড়ে'।[১২]

অধিকন্তু ঐসব শোক সভা বা শোক মিছিলে বাড়াবাড়ি করে সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার পার্থক্য মিটিয়ে দিয়ে হুসায়েনের কবরে রূহের আগমন কল্পনা করা, সেখানে সিজদা করা, মাথা ঝুঁকানো, প্রার্থনা নিবেদন করা ইত্যাদি পরিষ্কার শিরক। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!!

---

৯. *ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ আল-ইস্তী'আব সহ (কায়রোঃ মাকতাবা ইবনে তায়মিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৩৮৯/১৯৬৯), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৮, ২৫৩।*

১০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৯৯৮ 'ছাহাবীগণের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫৭৫৪।*

১১. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৫ 'জানাযা' অধ্যায়।*

১২. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৬।*

কুরআন ও বাইবেলের আলোকে যাবীহুল্লাহ কে?

-রূহুল হোসাইন*

ভূমিকা :

ইবরাহীম (আঃ) তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে কুরবানী করার বিষয়ে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ আদেশ কনিষ্ঠ পুত্র ইসহাক (আঃ) সম্পর্কে ছিল না। এটাই অকাট্য সত্য। কুরআনুল কারীম দ্বারা এটাই প্রমাণিত এবং এর উপরই সর্বকালের মুহাক্কিক মনীষীদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর বিপরীতে ইসহাক (আঃ)-কে যাবীহুল্লাহ সাব্যস্ত করা সম্পূর্ণ মনগড়া, যার ভিত্তি হ'ল ইহূদীদের তাহরীফ (বিকৃতি) ও অপব্যাখ্যা। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হ'ল।-

১. কুরআন মাজীদের আলোকে :

আল্লাহ বলেন, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَبِيًّا- وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا- 'এই কিতাবে তুমি ইসমাঈলের বৃত্তান্ত সম্পর্কে বর্ণনা কর। সে ছিল প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যবাদী এবং সে ছিল রাসূল ও নবী'। 'সে তার পরিবারকে ছালাত ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার প্রতিপালকের সন্তোষভাজন' *(মারইয়াম ১৯/৫৪-৫৫)*।

ইসমাঈল (আঃ) ছিলেন পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং মা হাজেরার গর্ভজাত একমাত্র সন্তান। ঐ সময়ে ইবরাহীমের বয়স ছিল ৮৬ বছর।[১] শিশু বয়সে তাঁকে ও তাঁর মাকে পিতা ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে মক্কার বিজন ভূমিতে রেখে আসেন। সেখানে ইবরাহীমের দো'আর বরকতে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে যমযম কূপের সৃষ্টি হয়। অতঃপর ইয়ামনের ব্যবসায়ী কাফেলা বনু জুরহুম গোত্র কর্তৃক মা হাজেরার আবেদনক্রমে সেখানে বসতি শুরু হয়।

১৪ বছর বয়সে আল্লাহ্র হুকুমে মক্কার অনতিদূরে মিনা প্রান্তরে সংঘটিত হয় বিশ্ব ইতিহাসের বিস্ময়কর ত্যাগ ও কুরবানীর এই ঘটনাটি। পিতা ইবরাহীম কর্তৃক পুত্র ইসমাঈলকে স্বহস্তে কুরবানীর ঘটনায় চৌদ্দ বছরের তরুণ ইসমাঈলের ঈমান ও আত্মত্যাগের একমাত্র নমুনা ছিলেন তিনি নিজেই। তিনি স্বেচ্ছায় নিজেকে সমর্পণ না করলে পিতার পক্ষে পুত্র কুরবানীর ঘটনা সম্ভব হ'ত কি-না সন্দেহ। তাই ঐ সময় নবী না হ'লেও নবীপুত্র ইসমাঈলের আল্লাহভীতি ও দৃঢ় ঈমানের পরিচয় ফুটে উঠেছিল তাঁর কথায় ও কর্মে। এরপর পিতার সহযোগী হিসাবে তিনি কা'বাগৃহ নির্মাণে শরীক হন এবং কা'বা নির্মাণ শেষে পিতা-পুত্র মিলে যে প্রার্থনা করেন, আল্লাহ পাক তা নিজ ভাষায় পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন *(বাক্বারাহ ২/১২৭-১২৯)*।

এভাবে ইসমাঈল স্বীয় পিতার ন্যায় বিশ্বের সমস্ত মুমিনের হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। আল্লাহ তাঁর প্রশংসায় বলেন, 'সে ছিল প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যবাদী' *(মারইয়াম ১৯/৫৪)*। যা তিনি যবহের পূর্বে পিতাকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَآءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ، 'হে আমার পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করুন। আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন' *(ছাফফাত ৩৭/১০২)*।

উল্লেখ্য যে, ইসমাঈল (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ৯টি সূরায় ২৫টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[২]

যাবীহুল্লাহ কে?

ইসহাক (আঃ)-এর জন্ম হয় কেন'আনে বিবি সারাহ্র গর্ভে ইসমাঈলের প্রায় চৌদ্দ বছর পরে। শৈশবে তিনি মক্কায় এসেছেন বলে জানা যায় না। পবিত্র কুরআনের সূরা বাক্বারাহ *(২/১৩৩, ৩৬, ৪০)*, সূরা আলে ইমরান *(৩/৮৪)*, নিসা *(৪/১৬৩)*, ইবরাহীম *(১৪/৩৯)*, ছাফফাত *(৩৭/১০০-১১৩)* আয়াতগুলিতে ইসমাঈলের পরেই ইসহাক ও ইয়া'কূবের আলোচনা এসেছে। এ ব্যাপারে সকল ইস্রাঈলী বর্ণনা একমত যে, ইসমাঈলের জন্মের সময় ইবরাহীম (আঃ)-এর বয়স ছিল ৮৬ বছর। পক্ষান্তরে ইসহাক জন্মের সময় ইবরাহীম (আঃ)-এর বয়স ছিল অন্যূন ১০০ বছর এবং সারাহর বয়স ছিল অন্যূন ৯০ বছর।

নিঃসন্তান ইবরাহীম বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহ্র নিকট একটি নেককার সন্তান প্রার্থনা করেছিলেন। যেমন কুরআনে এছেন, رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِيْنَ، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيْمٍ، 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি সুসন্তান দান করুন'। 'অতঃপর আমরা তাকে একটি সহনশীল পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলাম' *(ছাফফাত ৩৭/১০০-১০১)*। আর তিনিই ছিলেন প্রথম সন্তান ইসমাঈল।

ইবরাহীমকে একটি ধৈর্যশীল সন্তানের সুসংবাদ শুনানোর পরে কুরবানীর ঘটনা বর্ণনা শেষে বলা হয়েছে- وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِيْنَ 'আর আমরা তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের। সে ছিল নবী ও সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত' *(ছাফফাত ৩৭/১১২)*। অত্র আয়াতগুলির বর্ণনা পরম্পরায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রথম সুসংবাদপ্রাপ্ত সন্তানটি ছিলেন ইসমাঈল,

---

* *জলঙ্গী, মুর্শিদাবাদ, ভারত।*

১. *আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১/১৭৯।*

২. *যথাক্রমে সূরা বাক্বারাহ ২/১২৫, ১২৭-১২৯, ১৩২, ১৩৩, ১৩৬, ১৪০ মোট ৮ বার; আলে ইমরান ৩/৮৪; নিসা ৪/১৬৩; আন'আম ৬/৮৬; ইবরাহীম ১৪/৩৯; মারইয়াম ১৯/৫৪, ৫৫; আম্বিয়া ২১/৮৫, ৮৬; ছাফফাত ৩৭/১০১-১০৮; ছোয়াদ ৩৮/৪৮।*

যাকে কুরবানী করা হয়। অতঃপর সুসংবাদ প্রাপ্ত সন্তান ছিলেন ইসহাক।

যেমন ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে দো'আ করেন, الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاء 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাকে আমার বৃদ্ধকালে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক অবশ্যই দো'আ শ্রবণ করে থাকেন' *(ইবরাহীম ১৪/৩৯)*। এখানে তিনি ইসমাঈলের পরে ইসহাকের নাম উল্লেখ করেছেন।

অতএব উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্ট হয় যে, যবীহুল্লাহ ছিলেন ইবরাহীমের প্রথম সন্তান ইসমাঈল (আঃ), ইসহাক নন।

২. বাইবেলের বর্ণনার আলোকে :

ইংরেজী 'বাইবেল' (Bible) শব্দটি গ্রীক ভাষা থেকে গৃহীত, যার অর্থ 'পুস্তক'। ল্যাটিন ভাষায় এবং ইংরেজীতে 'পবিত্র পুস্তক' অর্থে 'বাইবেল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। পরিভাষাগত ভাবে ইহূদী ও খৃস্টান ধর্মের ধর্মগ্রন্থগুলির সমষ্টি একত্রে 'বাইবেল' (The Bible) নামে পরিচিত। যেহেতু কট্টরপন্থী ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ই কুরআনের এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করে এবং কুরবানীর ঘটনাটি ইসহাক (আঃ)-এর সাথে সংঘটিত হয়েছে বলে মনে করে, তাই বাইবেলের আলোকেও বিষয়টি আলোচনা করা সমীচীন মনে করছি। বাইবেল পুরাতন নিয়মের প্রথম কিতাব 'আদি পুস্তক'[৩] -এর মধ্যে ইসমাঈল ও ইসহাক (আঃ)-এর সুসংবাদ ও জন্মের আলোচনা এবং কুরবানীর ঘটনাও উল্লেখ রয়েছে। যেখানে নিচের বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে বিদ্যমান-

(১) And Abram was fourscore and six years old, when Hagar bare Ishmael to Abram.[৪] অর্থ : আব্রাহামের ছিয়াশি বছর বয়সে ইশ্মায়েলের জন্ম হয়েছিল।[৫]

(২) And Abraham was an hundred years old, when his son Isaac was born unto him.[৬] অর্থ : আব্রাহামের বয়স যখন একশ' বছর তখন তাঁর ছেলে ইসহাকের জন্ম হয়েছিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : বুঝা গেল যে, বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ীও ইসমাঈল জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন, যিনি ইসহাক থেকে ১৪ বছরের বড়। আর ১৪ বছর পর্যন্ত ইসমাঈলই ইবরাহীম (আঃ)-এর একমাত্র পুত্র ছিলেন। আদি পুস্তকে[৭] কুরবানীর যে আদেশ দেওয়া হয়েছে তাতে only son (একমাত্র পুত্র)-কে কুরবানী করার কথা রয়েছে (বাইবেলের বাংলা অনবাদে অদ্বিতীয় পুত্র কথাটি ভুল)।

বলাবাহুল্য জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈলের বর্তমানে ইসহাক একমাত্র পুত্র হ'তে পারেন না। ইসহাকের জন্মের ১৪ বছর পূর্ব পর্যন্ত ইসমাঈল পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। সুতরাং বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ীও কুরবানীর ঘটনা ইসমাঈলের সাথেই সংঘটিত হয়েছে। এ বিষয়ে বাইবেলের অনুবাদসমূহে ইসহাকের উল্লেখ স্পষ্ট ভ্রান্তি, যা বাইবেলের স্পষ্ট বর্ণনাসমূহেরও পরিপন্থী।

অদ্বিতীয় বা একমাত্র পুত্র : বাইবেলের আদিপুস্তকের[৮] বক্তব্য নিম্নরূপ :

And it came to pass after these things, that God did tempt Abraham, and said unto him, Abraham : and he said, Behold, here I am. And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah; and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of.[৯]

'১. এই সকল ঘটনার পরে ঈশ্বর আব্রাহামের পরীক্ষা করিলেন। তিনি তাঁহাকে কহিলেন, হে আব্রাহাম! তিনি উত্তর করিলেন, দেখুন! এই আমি। ২. তখন তিনি কহিলেন, তুমি আপন পুত্রকে, তোমার অদ্বিতীয় পুত্রকে, (কোন কোন আরবী বাইবেলে : তোমার প্রথমজাত পুত্রকে) (thine only son) যাহাকে তুমি ভালবাস, সেই ইসহাককে লইয়া মোরিয়া দেশে যাও এবং ...তাহার উপরে তাহাকে হোমার্থে বলিদান কর।[১০]

এর পরের ঘটনা বাইবেলে এসেছে এভাবে-[১১]

(10) And Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son. (11) And the angel of the Lord called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham: and he said, Here am I. (12) And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou any thing unto him: for now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son from me. (13) And Abraham lifted up his eyes, and looked, and behold behind him a ram caught in a thicket by his horns: and Abraham went and took the ram, and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. (14) And Abraham called the name of that place Jehovah-jireh: as it is said to this day, In the mount of the Lord it shall be seen. (15) And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time, (16) And said, By myself have I

৩. *আদি পুস্তক ১৬, ১৭, ২১ ও ২২ নং অধ্যায়।*
৪. *Baibel Genesis 16/16; KJV.*
৫. *আদি পুস্তক ১৬ : ১৬।*
৬. *Baibel Genesis 21/5 KJV. আদি পুস্তক ২১ : ৫।*
৭. *Genesis ২২ তম অধ্যায়ে ২২ : ২।*
৮. *Genesis ২২ অধ্যায়।*
৯. *Genesis 22/1-2 KJV।*
১০. *বাইবেল, আদিপুস্তক (Genesis) ২২/১-১)।*
১১. *বাইবেল, আদিপুস্তক (Genesis 22/10-17 KJV)।*

sworn, saith the Lord, for because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thine only son : (17) That in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the sea shore; and thy seed shall possess the gate of his enemies.

'(১০) পরে আব্রাহাম হস্ত বিস্তার করিয়া আপন পুত্রকে বধ করণার্থে খড়্গ গ্রহণ করিলেন। (১১) এমন সময়ে আকাশ হইতে সদাপ্রভুর দূত তাঁহাকে ডাকিলেন, কহিলেন, আব্রাহাম, আব্রাহাম। (১২) যুবকের প্রতি তোমার হস্ত বিস্তার করিও না, উহার প্রতি কিছুই করিও না, কেননা এখন আমি বুঝিলাম, তুমি ঈশ্বরকে ভয় কর, আমাকে তোমর অদ্বিতীয় পুত্র দিতেও অসম্মত নও। (১৩) তখন আব্রাহাম চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন, আর দেখেলেন, তাঁহার পশ্চাৎ দিকে একটি মেষ, তাহার শৃঙ্গ ঝোপে বদ্ধ; পরে আব্রাহাম গিয়া সেই মেষটি লইয়া আপন পুত্রের পরিবর্তে বলিদান করিলেন। (১৫) পরে সদাপ্রভুর দূত দ্বিতীয় বার আকাশ হইতে আব্রাহামকে ডাকিয়া কহিলেন, সদাপ্রভু বলিতেছেন, (১৬) তুমি এই কার্য করিলে, আমাকে তোমার অদ্বিতীয় পুত্র দিতে অসম্মত হইলে না, এই হেতু আমি আমারই দিব্য করিয়া কহিতেছি। (১৭) আমি অবশ্য তোমাকে আশীর্বাদ করিব...।[১২]

ইসহাক জন্ম থেকেই দ্বিতীয় পুত্র, প্রথম পুত্র ইসমাঈল : এভাবে বাইবেলে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আঃ) তার একমাত্র ও অদ্বিতীয় পুত্রকে- কোন আরবী বাইবেলে : তাঁর প্রথমজাত পুত্রকে- কুরবানী করতে নিয়ে যান। এখানে আমরা আরো দেখছি যে, পুত্রের অদ্বিতীয় হওয়ার বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এর উপরেই মূল আশীর্বাদের ভিত্তি রাখা হয়েছে। পাশাপাশি এ কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ পুত্রটি ছিলেন ইসহাক। যে কোন বাইবেল পাঠক বুঝবেন যে, কথাটি 'সোনার পাথর-বাটি' ছাড়া কিছুই নয়। কারণ ইসহাক (আঃ) কখনোই ইবরাহীম (আঃ)-এর অদ্বিতীয় পুত্র ছিলেন না, তিনি জন্ম থেকেই ইবরাহীম (আঃ)-এর দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। এ বিষয়ে বাইবেলের বক্তব্যও স্পষ্ট, যা নিম্নরূপ-

আদিপুস্তকের ১৬ অধ্যায়ে ইসমাঈলের জন্ম-বিবরণে বলা হয়েছে, '১. আব্রামের স্ত্রী সারী নিঃসন্তান ছিলেন এবং হাগার নামে তাঁহার এক মিসরীয়া দাসী ছিল। ... ৩. এইরূপে কেনান দেশে আব্রাম দশ বৎসর বাস করিলে পরে আব্রামের স্ত্রী সারী আপন দাসী মিসরীয়া হাগারকে লইয়া আপন স্বামী আব্রামের সহিত বিবাহ দিলেন। ... ১৫. পরে হাগার আব্রামের নিমিত্তে পুত্র প্রসব করিল; আর আব্রাম হাগারের গর্ভজাত আপনার সেই পুত্রের নাম ইশ্মায়েল রাখিলেন। ১৬. আব্রামের ছিয়াশি বৎসর বয়সে হাগার আব্রামের নিমিত্তে ইশ্মায়েলকে প্রসব করিল'।

১২. *বাইবেল, আদিপুস্তক (Genesis 22/10-17)।*

এবার ইসহাকের জন্ম বিবরণ দেখুন : আদিপুস্তকের ১৭তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, *'১. আব্রামের নিরানব্বই বৎসর বয়সে সদাপ্রভু তাঁহাকে দর্শন দিলেন... ১৫. আর ঈশ্বর আব্রাহামকে কহিলেন, তুমি তোমার স্ত্রী সারীকে আর সারী বলিয়া ডাকিও না; তাহার নাম সারা [রাণী] হইল। ১৬. আর আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিব এবং তাহা হইতে এক পুত্রও তোমাকে দিব; আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিব, তাহাতে সে জাতিগণের [আদিমাতা] হইবে ...আব্রাহাম ঈশ্বরকে কহিলেন, ইশ্মায়েলই তোমার গোচরে বাঁচিয়া থাকুক (O that Ishmael might live before thee!) ১৯. তখন ঈশ্বর কহিলেন, তোমার স্ত্রী সারা অবশ্য তোমার নিমিত্তে পুত্র প্রসব করিবে এবং তুমি তাহার নাম ইসহাক [হাস্য] রাখিবে। আর আমি তাহার সহিত আমার নিয়ম স্থাপন করিব, তাহা তাহার ভাবী বংশের পক্ষে চিরস্থায়ী নিয়ম হইবে। ২০. আর ইশ্মায়েলের বিষয়েও তোমার প্রার্থনা শুনিলাম; দেখ, আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিলাম এবং তাহাকে ফলবান করিয়া তাহার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব; তাহা হইতে দ্বাদশ রাজা উৎপন্ন হইবে, ও আমি তাহাকে বড় জাতি করিব...'।*

এরপর ২১তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, *'... ৫. আব্রাহামের এক শত বৎসর বয়সে তাঁহার পুত্র ইসহাকের জন্ম হয়। .... ১২. আর ঈশ্বর আব্রাহামকে কহিলেন, ... সারা তোমাকে যাহা বলিতেছে, তাহার সেই কথা শুন; কেননা ইসহাকেই তোমার বংশ আখ্যাত হইবে'।*

এরপর ২৫তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, *'৮. পরে আব্রাহাম বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হইয়া শুভ বৃদ্ধাবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়া আপন লোকদের নিকটে সংগৃহীত হইলেন। ৯. আর তাঁহার পুত্র ইসহাক ও ইশ্মায়েল মম্রির সম্মুখে হেতীয় সোহরের পুত্র ইফ্রোণের ক্ষেত্রস্থিত মকেপলা গুহাতে তাঁহার কবর দিলেন'।*

উপরের বক্তব্যগুলি থেকে আমরা নিশ্চিত হই যে, ইবরাহীমের প্রথম পুত্র হ'লেন ইসমাঈল (আঃ)। ইসমাঈলের বয়স চৌদ্দ বৎসর হ'লে দ্বিতীয় পুত্র ইসহাকের জন্ম হয়। ইসমাঈল ১৪ বছর পর্যন্ত অদ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। আর ইসহাক জন্মের মুহূর্ত থেকেই দ্বিতীয় পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইসহাকের জন্মের পূর্বে ইসমাঈল ইবরাহীমের প্রিয়তম পুত্র ছিলেন। তাঁর জন্য তিনি হৃদয় দিয়ে দো'আ করতেন।

ইসমাঈলকে দূর 'বনবাসে' পাঠালেও ইবরাহীমের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। তার বড় প্রমাণ যে, পিতার মৃত্যুর সময়ে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং ছোট ভাই ইসহাকের সাথে একত্রে তাঁকে দাফন করেন।

বস্তুত মহান আল্লাহ ইবরাহীমকে তাঁর একমাত্র ও অদ্বিতীয় প্রিয় পুত্রের বিষয়ে বারংবার পরীক্ষা করেন এবং ইবরাহীম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রথম পরীক্ষা ছিল শিশু বয়সেই এ প্রিয় পুত্রকে 'মরুবাসে' পাঠানো। যদিও বিকৃত 'তাওরাত'-এ ইসহাকের জন্মের পরে ইসমাঈলের মরুবাসে পাঠানোর কথা বলা হয়েছে। তবে তাওরাত বা বাইবেলের বর্ণনাই

সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, ইসহাকের জন্মের অনেক আগে, অতি অল্প বয়সে- মায়ের কাঁধে বা কোলে থাকার সময়ে ইবরাহীম তাঁর এ পুত্রকে 'মরুবাসে' পাঠান।

৩. যুক্তির আলোকে ইসমাঈলের কুরবানী ও মরুবাস :

এখানে সুস্পষ্ট যে, ইসমাঈলকে যখন মরুবাসে প্রেরণ করা হয় তখন তিনি হাঁটতে-দৌঁড়াতে পারতেন না। এত ছোট ছিলেন যে তাঁর মা তাকে রুটি ও পানির সাথে একত্রে কাঁধে নিতে পেরেছিলেন। তাঁকে ফেলে রেখে মা দূরে যেয়ে বসে ছিলেন, কিন্তু দৌঁড়ে বা হেঁটে এক তীর দূরে মায়ের কাছে যাওয়ার মত বয়সও ইসমাঈলের হয়নি। নিঃসন্দেহে একমাত্র শিশু পুত্রকে এভাবে দূরে রেখে আসা ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্য মহাপরীক্ষা ছিল। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে আল্লাহ তাঁকে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করলেন কুরবানী দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরেই ইবরাহীমের জীবনের মোড় ঘুরল। তাঁর এ পুত্রের বিষয়ে সুসংবাদ লাভের পাশাপাশি তিনি দ্বিতীয় পুত্র ও তাঁর বংশধরের সুসংবাদ লাভ করেন।

এখানে আরো লক্ষণীয় যে, আমরা উপরে ইসহাকের জন্ম-বিষয়ক বিবরণ থেকে দেখেছি যে, ইসহাকের জন্মের পূর্বেই প্রভু তাঁর বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তিনি তাঁর বংশ বৃদ্ধি করবেন এবং ইসহাকের মাধ্যমেই ইবরাহীমের বংশ অখ্যাত হবে। যে পুত্রের জন্মের পূর্বেই প্রভু প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তার বংশধর বৃদ্ধি করবেন, সে পুত্রকে তিনি বিবাহ ও বংশবৃদ্ধির পূর্বেই কুরবানীর নির্দেশ দিয়ে নিজের প্রতিজ্ঞা নিজেই ভঙ্গ করবেন তা কি সম্ভব?

আমরা আরো দেখেছি যে, কুরবানীর স্থান হিসাবে 'মোরিয়া দেশ' (Moriah)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সুস্পষ্ট যে, মক্কার 'মারওয়া' নামক স্থানকেই বুঝানো হয়েছে। এতেও প্রমাণিত হয়, মক্কায় অবস্থানরত ইসমাঈলকেই কুরবানীর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।[১৩]

তাছাড়া বাইবেলের সবচেয়ে বিশুদ্ধতম বর্ণনা, যা ইঞ্জীলে বারনাবাস নামে প্রসিদ্ধ, তাতে ৪৩ ও ৪৪ নং অধ্যায়ে ঈসা (আঃ)-এর স্পষ্ট বাণী উল্লেখ রয়েছে যে, কুরবানীর ঘটনা ইসমাঈল (আঃ)-এর, ইসহাক (আঃ)-এর নয়। এটা ভিন্ন প্রসঙ্গ যে, খৃস্টানগণ এই ইঞ্জীলটিকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। আর তা মূলতঃ এর এসব বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট তথ্যসমূহের কারণেই।[১৪]

৪. ইতিহাসের আলোকে :

ইতিহাসের সুদৃঢ় পরম্পরা দ্বারা প্রমাণিত যে, কুরবানীর এই ঘটনা মক্কার হারাম এলাকায় সংঘটিত হয়েছে। কুরবানীর আদেশ পালনের সময় শয়তান যে তিনটি স্থানে কুমন্ত্রণা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, ইবরাহীম (আঃ) প্রত্যেকবার তাকে ৭টি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন। মূলতঃ তারই স্মৃতিচারণে মিনার জামরাসমূহে কঙ্কর নিক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর তখন থেকেই হজ্জের বিধানসমূহে কুরবানী অন্তর্ভুক্ত হয়। হজ্জ ছাড়াও যিলহজ্জ মাসে কুরবানী প্রথা আরবে (যারা ইসমাঈল-এর বংশধর) পালিত হয়ে আসছে। বলাবাহুল্য যে, মক্কার হারাম এলাকা ইসমাঈল (আঃ)-এর বাসস্থান ছিল, ইসহাক (আঃ)-এর নয়। কেননা তিনি শাম এলাকায় বসবাস করতেন। সুতরাং হারাম এলাকায় কুরবানীর ঘটনা সংঘটিত হওয়া এবং আজ পর্যন্ত তার প্রচলন অব্যাহত থাকা এ কথার প্রমাণ যে, এই ঘটনাটি ইসমাঈলের, ইসহাকের নয়। কুরবানীর আদর্শ ইসমাঈল বংশীয়দের মাঝে পালিত হয়, ইসহাক বংশীয়দের মাঝে নয়।[১৫]

৫. গবেষকদের বিশ্লেষণের আলোকে :

প্রত্যেক যুগের গবেষকদের বিশ্লেষণ একটি দীর্ঘ আলোচনার দাবী রাখে। এখানে শুধু নমুনাস্বরূপ কয়েকজন ব্যক্তির ও কিতাবের নাম উল্লেখ করা হ'ল।-

১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যার পরিবর্তে দুম্বা কুরবানী করা হয়েছে তিনি ইসমাঈল। ইহুদীরা তাকে ইসহাক বলে থাকে। এটি তাদের মিথ্যাচার।[১৬]

২. তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল-কুরাযী (মৃঃ ১২০ হি.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আঃ)-কে যে পুত্র কুরবানী করার আদেশ করেছেন তিনি হ'লেন ইসমাঈল। এ বিষয়টি আমরা কিতাবুল্লায় (কুরআন মাজীদ) পেয়েছি। কেননা আল্লাহ তা'আলা কুরবানীর ঘটনা উল্লেখ করার পর ইসহাক (আঃ)–এর আলোচনা করেছেন এবং অন্য স্থানে ইরশাদ করেছেন, فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ 'তখন আমরা তাকে ইসহাকের ও ইসহাকের পরে ইয়া'কূবের জন্মের সুসংবাদ দিলাম' *(হূদ ১১/৭০)*।

... এরপরও তাকে যবেহ করার আদেশ কীভাবে দেওয়া যেতে পারে? নিঃসন্দেহে যবেহ করার আদেশ ইসমাঈল সম্পর্কেই ছিল।[১৭]

৩. মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযীর বর্ণনা রয়েছে যে, আমার উপস্থিতিতে ওমর ইবনে আব্দুল আযীযকে জিজ্ঞেস করা হ'ল যে, যবীহ হযরত ইসমাঈল ছিলেন নাকি হযরত ইসহাক? তখন মজলিসে এমন এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন যিনি পূর্বে ইহূদী পণ্ডিত ছিলেন এবং পরবর্তীতে পরিপূর্ণ মুসলমান হয়েছেন। তিনি বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ্র শপথ, তিনি ইসমাঈলই ছিলেন। ইহূদীরা এই বিষয়টি জানে, কিন্তু আরবদের প্রতি ঈর্ষাবশত এই দাবী করে যে, যাবীহ হ'লেন হযরত ইসহাক (আঃ)।[১৮]

৪. আছমাঈ একবার আবূ আমর আল-আলা (১৫৪ হি.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, যবীহ কে ছিলেন? তিনি উত্তরে বললেন,

---

১৩. বাইবেলের Jacob ইসরাঈলীদের আদি পিতা-সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ১/২০০-২০১।

১৪. ইঞ্জিলে বারনাবাস পৃঃ ১৭৭-১৮১।

১৫. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউ ফাতাওয়া ৪/৩৩৫-৩৬; ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মা'আদ ১/৭৩; ইগাছাতুল লাহফান ২/৩৮৫; শাব্বীর আহমদ উছমানী, তাফসীরে উছমানী, সূরা ছাফফাত; সাইয়্যিদ সুলাইমান নদভী, সীরাতুন্নবী (ছাঃ) ১/৭৮-৮৬।

১৬. তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/১৯।

১৭. ঐ ৪/২০।

১৮. তাফসীরে ১০/৫১৪।

তোমার বুদ্ধি-বিচার কোথায় গেল! ইসহাক (আঃ) কি কখনো মক্কায় ছিলেন? ইসমাঈল (আঃ)-ই তো পিতার সঙ্গে বায়তুল্লাহ নির্মাণ করেছেন। আর কুরবানীস্থল তো মক্কায়।[১৯]

১৯. *আবূ হাইয়ান আন্দালুসী (৭৫৪ হি.), আল-বাহরুল মুহীত (সূরা ছাফফাত)। এ সম্পর্কে আরো জানতে দেখুন : ইবনু তায়মিয়া, মিনহাজু সুন্নাহ ৫/৩৫৩-৩৫৫; শিবলী নুমানী, সীরাতুন নবী ১/৭৮-৮৬; ড. মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আবূ শাহবা, আল-ইসরাঈলিয়াত ওয়াল-মাওযূআত ফী কুতুবিত তাফসীর পৃঃ ২৫২-২৬০; কাযী মুহাম্মাদ সুলায়মান মনছূরপুরী, রহমাতুল্লিল আলামীন ২/৪৭-৫১; মুহাম্মাদ সাঈদ আলআনী, আল-কওলুছ ছহীহ ফী তা'য়ীনিয যাবীহ; হামীদুদ্দীন ফারাহী রচিত আর-রায়ুছ ছহীহ ফী মান হুয়ায যাবীহ প্রবন্ধ। যার উর্দূ অনুবাদ 'কুরবানী আওর উসকি হাকীকত' নামে মাকতাবা তা'মীরে ইনসানিয়াত, লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়েছে; হিফযুর রহমান, কাছাছুল কুরআন, ১/১৬৫-১৬৭।*

উপসংহার :

সত্যসন্ধানীদের জন্য ইনশাআল্লাহ এই দলীল-প্রমাণ অপ্রতুল নয়। এ বিষয়ে আরো তথ্য-প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। আপাতত এখানেই সমাপ্ত করা হ'ল। আশা করি, সত্যপন্থীদের কোন সংশয় থাকবে না। আর সাধারণ মুসলমানদের উচিত তারা যেন নিজের সঠিক আক্বীদার ব্যাপারে স্বার্থান্বেষী কিংবা মূর্খ লোকদের কুমন্ত্রণায় প্রভাবিত না হন। আল্লাহ আমাদেরকে খৃস্টান মিশনারীদের অপপ্রচার হ'তে মুক্ত থাকার তাওফীক দান করুন-আমীন!

দৃষ্টি আকর্ষণ

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা ভাই ও বোনেরা!

মাসিক **আত-তাহরীক** সূচনালগ্ন থেকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে দ্বীনে হক প্রচারে নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। নিয়মিত প্রকাশনার ২১ বছর পেরিয়ে আপনাদের প্রিয় **আত-তাহরীক** আগামী অক্টোবর'১৮-তে ২২তম বর্ষে পদার্পণ করতে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আমরা পাঠকদের সামর্থ্যের বিষয়টি মাথায় রেখেই পত্রিকার মূল্য নির্ধারণ করেছি। কিন্তু দুঃখজনক যে, চলতি বছরে কাগজের মূল্য ৩ দফা বৃদ্ধি পেয়েছে। ডাক খরচও বেড়েছে অস্বাভাবিকভাবে। আনুসঙ্গিক খরচও বেড়েছে কয়েকগুণ। সেকারণ পূর্ব নির্ধারিত মূল্যে পত্রিকা সরবরাহ দুরূহ হয়ে পড়েছে। তাই আগামী অক্টোবর'১৮ (২২তম বর্ষ ১ম সংখ্যা) থেকে **'আত-তাহরীক'**-এর মূল্য ২০/- টাকার পরিবর্তে ২৫/- টাকা নির্ধারণ করা হল। আত-তাহরীকে খিদমতের তুলনায় এ নতুন মূল্য বৃদ্ধি পাঠকদের কষ্টের কারণ হবে না বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস। পাঠক, গ্রাহক ও এজেন্টদের এই সাময়িক অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি এবং পূর্বের ন্যায় একইভাবে এই দাওয়াতী খিদমত আঞ্জাম অব্যাহত রাখবেন বলে আশা রাখছি। *-সম্পাদক।*

আত-তাহরীক-এর নতুন গ্রাহক চাঁদা

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	৪০০/= (ষাণ্মাসিক ২০০)	--
সার্কভুক্ত দেশ সমূহ	২১০০/=	৮৬০/=
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	২৪৫০/=	১২০০/=
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	২৭৫০/=	১৫০০/=
আমেরিকা মহাদেশ	৩১০০/=	১৮৬০/=

টাকা পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বর

মাসিক **আত-তাহরীক**, ০০৭১২২০০০০১১৫, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, রাজশাহী শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ।
ফোন : ৮৮-০২৪৭-৮৬০৮৬১, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০ (বিকাশ)।

আল-ইহরাম হজ্জ কাফেলা

(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য কাফেলা)

পরিচালনায় : মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম, এম.এম. (এম.এ)
মোবাইল : ০১৭১১১৬১২৮৩, ০১৯১৫৭২৩১৮২

ব্যবস্থাপনায়

শুভ এয়ার ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস ও আলী এয়ার ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস
সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ-ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং যথাক্রমে ১৯৫ ও ৬৪৯
হজ্জের নিবন্ধন ও ওমরাহর বুকিং-এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন

হেড অফিস : ২৯২ ইনার সার্কুলার রোড, শতাব্দী সেন্টার (লিফটে-৫) রুম নং ৫/জ ফকিরাপুল। ঢাকা-১০০০
খুলনা অফিস : ৩ কে.ডি.এ এভিনিউ (৫ম তলা) খুলনা ৯১০০ (শিববাড়ি মোড়ের নিকটে) মোবা : ০১৭১৬০৭৯৫০৭

খলীফা হারূণুর রশীদের নিকটে প্রেরিত ইমাম মালেক (রহঃ)-এর ঐতিহাসিক চিঠি

*অনুবাদ : ইহসান ইলাহী যহীর**

(শেষ কিস্তি)

আপনি কাউকে তুচ্ছজ্ঞান করবেন না, অপবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তির পাশে বসবেন না, পাপাচারী ব্যক্তির সাথে (ঘনিষ্ঠভাবে) মিশবেন না ও তাকে সঙ্গ দিবেন না। কেবলমাত্র তাক্বওয়াশীল ও সম্মানিত ব্যক্তির সাথে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখুন। কেননা অসৎ সঙ্গীর চেয়ে একাকী থাকাই উত্তম। আপনি ভূষিত হৌন সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম চরিত্রে এবং সকল ধরনের নিকৃষ্ট ও মন্দ স্বভাব থেকে বিরত থাকুন। নবী করীম (ছাঃ) থেকে আমার নিকটে হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ الأَخْلَاقِ وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বোত্তম চরিত্রকে ভালোবাসেন এবং নিকৃষ্ট স্বভাবকে অপসন্দ করেন'।[১]

আমার নিকটে হাদীছ পৌঁছেছে যে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، 'সর্বোত্তম চরিত্রসমূহকে পরিপূর্ণতা দান করার জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি'।[২]

অন্য কারো উপর দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষেত্রে আপনার প্রাধান্য লক্ষ্য করলে বেশী বেশী আল্লাহ্র প্রশংসা ও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। নবী করীম (ছাঃ) থেকে আমার নিকট হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন, مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى عَبْدٍ فَحَمِدَ اللهَ عَلَيْهَا إِلَّا كَانَ ذَلِكَ الْحَمْدُ أَفْضَلُ مِنْ تِلْكَ النِّعْمَةِ، 'আল্লাহ তাঁর বান্দাকে কোন নে'মত দান করলে যদি সে আল্লাহ্র প্রশংসা করে, তাহ'লে সেই প্রশংসা তার নে'মত প্রাপ্তির চেয়ে উত্তম বলে বিবেচিত হয়'।[৩]

আর আপনি বিপদগ্রস্থ কাউকে দেখলে বলুন, الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِيْ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا، 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি আমাকে সুস্থাবস্থায় রেখেছেন এমন (বিপদ) থেকে, যা দিয়ে তিনি তোমাকে পরীক্ষা করেছেন এবং তাঁর অনেক সৃষ্টিজীব থেকে আমাকে প্রাধান্য দিয়েছেন'।[৪]

ইহরাম অবস্থায় জাফরানী রঙের কাপড় পরিধান করবেন না। কেননা আমার নিকটে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি তা থেকে নিষেধ করেছেন।[৫]

দাঁড়ানো অবস্থায় আপনি রাগান্বিত হ'লে বসে পড়ুন, বসা অবস্থায় থাকলে শুয়ে পড়ুন। কেননা এ বিষয়ে আমার নিকটে নবী করীম (ছাঃ) থেকে হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন, إِذَا غَضِبْتَ فَإِنْ كُنْتَ قَائِماً فَاقْعُدْ وإِنْ كُنْتَ قَاعِداً فَاتَّكِئْ وإِن كنتَ مُتَّكِئاً فَاضْطَجِعْ، 'দাঁড়ানো অবস্থায় তুমি রাগান্বিত হ'লে বসে পড়, আর যদি বসে থাক তবে (কোনকিছুর সাথে) হেলান দাও, হেলান দেয়া অবস্থায় থাকলে তুমি শুয়ে পড়'।[৬]

খাবার খাওয়া হয় এমন কোন পাত্র দিয়ে আপনি ওযূ করবেন না, গোসলখানায় খাবারপাত্র ঘষা-মাজা করবেন না; কেননা এটা স্বভাবধর্মের বিপরীত।

আপনি অহংকার করবেন না এবং জাফরানী সুগন্ধি ব্যবহার করবেন না। তবে লোমনাশক ব্যবহারের পর দুর্গন্ধ দূরীকরণের জন্য তা ব্যবহার করতে পারেন। কেননা আমার নিকটে নবী করীম (ছাঃ) থেকে হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন, بَيْنَمَا رَجُلٌ فِى بُرْدَيْنِ له مُتَخَلِّقٌ يَتَبَخْتَرُ فيهما إِذْ سَاخَتْ به الأَرْضُ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيْهَا إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 'জনৈক ব্যক্তি সুগন্ধিযুক্ত দু'টি চাঁদর পরিধান করে সেগুলোকে নিয়ে সে অহংকার করে চলল, সহসা তাকে সহ মাটি ধ্বসে গেল। ক্বিয়ামত দিবস অবধি সে এভাবে মাটিতে ঢুকতেই থাকবে'।[৭]

গোসলখানায় প্রবেশ করে মেহেদী দিয়ে আপনি আপনার হাত ও নখের রং পরিবর্তন করবেন না। কেননা এটা সম্মানিত ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক নয়। তালাক বা দাস মুক্তির ক্ষেত্রে আপনি কসম করবেন না, কেননা এটা ফাসেকদের কসমের ন্যায়। ওমর (রাঃ) থেকে আমার নিকটে হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন,

أَرْبَعٌ جَائِزَاتٌ إِذا تُكُلِّمَ بِهِن وَالطَّلَاقُ الْعِتْقُ وَالنِّكَاحُ وَالنَّذْرُ وأربعة يُمْسونَ والله عليهم ساخط ويُصْبِحون والله عليهم غضبان الْمُتَشَبِّهُونَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتُ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَمَنْ أَتَى بهيمةً أوعَمِلَ عَمَلَ قومِ لوطٍ

'মৌখিক স্বীকৃতির মাধ্যমে চারটি বিষয় সাব্যস্ত হয়। (১) তালাক, (২) দাসমুক্তি, (৩) বিবাহ ও (৪) নযর-নেয়ায। চার শ্রেণীর মানুষ সন্ধ্যায় উপনীত হয় এমতাবস্থায় যে, আল্লাহ তদের উপরে ক্রোধান্বিত থাকেন। সকালে উপনীত হয় এমতাবস্থায় যে, আল্লাহ তদের উপরে রাগান্বিত হন। (১) পুরুষ হয়ে নারীর বেশ ধারণকারী ও (২) নারী হয়ে পুরুষের বেশ ধারণকারিণী এবং (৩) যে ব্যক্তি পশুর সাথে অথবা (৪) কওমে লূত্বের মত সমকামিতায় লিপ্ত হয়'।[৮] আপনি এমন সুগন্ধি ব্যবহার করবেন না, যার রং প্রকাশিত হয়। কেননা

---

* *এম.এ (ফলপ্রার্থী), আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *হাকেম হা/১৫১; ছহীহাহ হা/১৬২৭।*
২. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/২৭৩; ছহীহাহ হা/৪৫।*
৩. *ছহীহুত তারগীব হা/১৫৭৩; আল-জামেউছ ছগীর হা/১০৪৯৯; সনদ হাসান।*
৪. *তিরমিযী হা/৩৪৩২; ছহীহাহ হা/৬০২, ২৭৩৭।*
৫. *বুখারী হা/৫৮৪৭; মুসলিম হা/১১৭৭ ।*
৬. *জামেউল আহাদীছ হা/৪১৭৩৫; ইহইয়াউ উলূমুদ্দীন হা/৩০৮৮, সনদ ছহীহ।*
৭. *বুখারী হা/৩৪৮৫; মুসলিম হা/২০৮৮।*
৮. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা হা/১৮৭১৫; বায়হাক্বী হা/৫০০১; ইবনু মাজাহ হা/২৫৬১, সনদ ছহীহ।*

নবী করীম (ছাঃ) থেকে আমার নিকটে হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন, طِيبُ الرِّجَالِ مَا بَطَنَ لَوْنُه وَظَهرَ رِيحُه وَطِيْبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُه وَبَطَنَ رِيْحُــه 'পুরুষদের সুগন্ধি হ'ল, যার রং দেখা যায় না, তবে সুগন্ধি পাওয়া যায়; আর মহিলাদের সুগন্ধি হ'ল, যার রং প্রকাশিত হয়, তবে সুগন্ধি পাওয়া যায় না'।[৯]

আপনি উত্তম মতামত, ভাল দিকনির্দেশনা ও মধ্যমপন্থাকে আবশ্যিক করে নিন, কেননা আমার নিকট ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত বিখ্যাত একটি হাদীছ পৌঁছেছে যে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْهَدْىَ الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالاِقْتِصَادَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُــوَّةِ، 'নিশ্চয় সঠিক দিকনির্দেশনা, উত্তম ভাবগাম্ভীর্য এবং মধ্যমপন্থা হ'ল নবুওয়তের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ'।[১০]

অপবিত্র থেকে পবিত্রতা অর্জনের সময় বড় পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করলে কোন সমস্যা নেই এবং ঐ গোসল দিয়ে ছালাতও আদায় করতে পারেন। কেননা ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, إِنَّ الْمَــاءَ لَــا يَجْنُــبُ، 'নিশ্চয়ই পানি অপবিত্র হয় না'।[১১]

(অসাবধানতাবশতঃ) মসজিদে শ্লেষ্মা ফেললে তা আপনি মুছে ফেলুন। কেননা আমার নিকট কতিপয় আলেম থেকে হাদীছ পৌঁছেছে যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, هِيَ خَطِيْئَــةٌ وكَفَّارَتُها دَفْنُهَــا، 'এটা পাপের কাজ, তবে তার কাফফারা হ'ল তাকে মুছে ফেলা'।[১২]

মানবীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য টয়লেটে গেলে আপনি ক্বিবলামুখী হয়ে বসবেন না, ক্বিবলার দিকে পিঠ করেও বসবেন না এবং ডান হাতে ইসতেনজা করবেন না। কেননা আমার নিকটে নবী করীম (ছাঃ) থেকে হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি তাঁর ছাহাবীদেরকে নির্দেশ দিতেন যে, তারা যেন প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণে ক্বিবলামুখী হয়ে না বসেন, ডান হাতে শৌচকার্য না করেন এবং গোবর বা হাড় দিয়ে শৌচকার্য না করেন।[১৩]

ছালাত সমাপনান্তে আপনি বলুন, اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّه عَاجِلِه وَآجِلِه مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّه عَاجِلِه وَآجِلِه مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُــمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ اللَّهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَــا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِى خَيْرًا– 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে যাবতীয় কল্যাণ প্রার্থনা করছি দ্রুত বা বিলম্বে, যা আমার জানা আছে ও যা আমার জানা নেই। আমি আপনার কাছে যাবতীয় অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি দ্রুত বা বিলম্বে, যা আমার জানা আছে ও যা আমার জানা নেই। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে যাবতীয় কল্যাণ প্রার্থনা করছি, যেগুলো আপনার বান্দা ও নবী প্রার্থনা করেছিলেন। আপনার কাছে যাবতীয় অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যেগুলো থেকে আপনার বান্দা ও নবী আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট জান্নাত ও জান্নাতে যাওয়ার জন্য যাবতীয় কথা ও কাজ সম্পাদনের তাওফীক কামনা করছি। আপনার নিকট জাহান্নাম ও তা থেকে বাঁচার জন্য যাবতীয় কথা ও কাজ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! যাবতীয় ভাল ফায়ছালা আপনি আমার জন্য নির্ধারণ করুন'।[১৪]

যখন মুক্বীম বা মুসাফির হবেন তখন আপনি ইচ্ছা করলে আপনার দুই মোযার উপর মাসাহ করতে পারেন। মুসাফির হ'লে তিন দিন তিন রাত ও মুকীম হ'লে এক দিন ও এক রাত মোযার উপর মাসাহ করবেন।[১৫]

শাসকের তরফ থেকে কোন যুলুম বা অনিষ্টের আশংকা করলে বলুন, اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَعَزُّ مِنْ خَلْقِه جَمِيْعًا اللهُ أَعَزُّ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ أَعُوْذُ بِاللهِ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُــوَ الْمُمْــسِكُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ أَنْ يَقَعْنَ عَلَى الأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِه مِنْ شَــرِّ عَبْدِكَ فُلاَنٍ وَجُنُوْدِه وَأَتْبَاعِه وَأَشْيَاعِه مِنَ الْجِــنِّ وَالإِنْــسِ اللَّهُمَّ كُنْ لِيْ جَارًا مِنْ شَرِّهِمْ جَلَّ ثَنَاؤُك وَعَــزَّ جَــارُك وَتَبَارَكَ اسْمُك وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ– 'আল্লাহ সবার বড়, আল্লাহ তাঁর সকল সৃষ্টিজীবের উপরে পরাক্রমশালী, আল্লাহ সবার চেয়ে বড়, তার চাইতেও, যাকে আমি ভয় করি ও (অনিষ্টের) আশংকায় থাকি। আমি অমুকের অনিষ্ট থেকে মহান আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যিনি সপ্ত আকাশের ধারক, যে আকাশ তাঁর অনুমতি ব্যতীত যমীনের উপরে পতিত (ধ্বংস) হবে না। হে আল্লাহ! অমুক ও তার সৈন্য-সামন্ত মানুষ বা জিনের মধ্য হ'তে কারো বাড়াবাড়ির বিপরীতে আপনি আমার প্রতিবেশী হয়ে যান। আপনার মর্যাদা অনেক বড়, আপনার নাম বরকময়, আর আপনি ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই'। এই দো'আটি আপনি তিনবার পড়বেন। কেননা ইবনু

৯. *তিরমিযী হা/২৭৮৭; নাসাঈ হা/৫১১৭; সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৪৪৪৩।*
১০. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭৯১; আবূদাঊদ হা/৪৭৭৬, সনদ হাসান; মিশকাত হা/৫০৬০।*
১১. *আবূদাঊদ হা/৬৮; তিরমিযী হা/৬৫, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৫৫৯৯।*
১২. *বুখারী হা/৪১৫; মুসলিম হা/৫৫২।*
১৩. *বুখারী হা/১৪৪; ইবনু মাজাহ হা/৩১৮; নাসাঈ হা/৩৯; বুলূগুল মারাম হা/১০১।*
১৪. *আহমাদ হা/২৫০৬৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৪৬; ছহীহাহ হা/১৫৪২।*
১৫. *বুখারী হা/১৮২; মুসলিম হা/২৭৫।*

আব্বাস (রাঃ) থেকে আমার নিকট এই হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি আমাদেরকে এরূপ নির্দেশ দিতেন।[১৬]

অমুসলিম কারো নিকট পত্র লিখলে سَلَامُ اللهِ عَلَيْكُمْ না লিখে বরং আপনি লিখুন, السَلَامُ على من اتَّبَعَ الهُـدَى 'হেদায়াত অনুসরণকারীর উপর শান্তি বর্ষিত হউক'। কেননা আমার নিকট নবী করীম (ছাঃ) থেকে হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি অমুসলিমেদের মাঝে এভাবে পত্র লিখতেন।[১৭] টয়লেটে আপনার হাঁচি আসলে মনে মনে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করুন, কেননা আল্লাহ বলেন, إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، 'তাঁর দিকেই যাবতীয় ভাল কথা ও সৎকর্ম উত্থিত হয়' *(ফাত্বির ৩৫/১০)*।

স্বর্ণ-রূপা খচিত পাত্রে আপনি তৈল-প্রসাধনী রাখবেন না ও তাতে সুগন্ধি রাখবেন না। কেননা নবী করীম (ছাঃ) থেকে আমার নিকটে হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করতে নিষেধ করেছেন। আপনি মোটা এবং চিকন রেশমের কাপড় পরিধান করবেন না এবং তাতে ঘুমাবেন না। কেননা আমার নিকটে নবী করীম (ছাঃ) থেকে হাদীছ পৌঁছেছে যে, نَهَانَا عَنِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالشُّرْبِ فِى آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ هُنَّ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَهِىَ لَكُمْ فِى الآخِرَةِ، 'তিনি আমাদেরকে মোটা ও চিকন রেশমের কাপড় পরিধান করতে এবং সোনা-রূপার পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, এগুলো কাফেরদের জন্য দুনিয়াতে এবং তোমাদের জন্য আখিরাতে'।[১৮] আপনি যখন আপনার পরিবারে বা খাছমহলে এমন কোন অপসন্দনীয় বিষয় দেখতে পাবেন যা পরিবর্তন করা আবশ্যক, এক্ষেত্রে তাদের কাউকে পরোয়া করবেন না। আপনার উপর ন্যস্ত আল্লাহ্র হক আদায়ে আপনি সচেষ্ট হৌন। কেননা আমার নিকটে নবী করীম (ছাঃ) থেকে হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন, انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، 'তুমি তোমার ভাইকে অত্যাচারী অথবা অত্যাচারিত অবস্থায় সাহায্য কর'।[১৯] আল্লাহ্র আনুগত্যের কোন কাজের নিয়ত করলে অল্প সময়ের মধ্যে সেটা বাস্তবায়ন করুন, কেননা মৃত্যু থেকে আপনি নিরাপদ নন। আর আল্লাহ্র অবাধ্যতামূলক কোন কাজের নিয়ত করলে সেটা বাস্তবায়ন করবেন না। ভাল কোন কাজের আহ্বান এলে প্রস্তাব নাকচ করা আপনার শোভা পায় না, এমন কাজে আপনি কুণ্ঠাবোধ করবেন না। কেননা আল্লাহ বলেন, وَاللهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ 'আল্লাহ হক প্রকাশে লজ্জাবোধ করেন না'।[২০] আর আপনি মুওয়ায্যিনের আযান শুনে তাই বলুন, যা মুওয়ায্যিন বলেন। তবে حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ, حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ-এর সময় বলুন, কেননা আমার নিকটে নবী করীম (ছাঃ) থেকে এ মর্মে হাদীছ পৌঁছেছে।[২১]

আপনি মাহরাম ছাড়া কোন বেগানা মহিলার সাথে নির্জনবাস করবেন না। কেননা আমার নিকট ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) থেকে হাদীছ পৌঁছেছে, أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لا تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا مَحْرَمٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ 'সাবধান, কোন পুরুষ যেন কোন বেগানা মহিলার সাথে নির্জনবাস না করে। যেখানে কোন মাহরাম নেই, সেখানে তাদের তৃতীয় জন হয় শয়তান। আর শয়তান একাকী ব্যক্তির পিছনেই লেগে থাকে এবং সে দুইজন ব্যক্তি থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে'।[২২] মুক্তাদীবৃন্দ ইমামের পিছনে চুপেচুপে সূরা ফাতিহা পাঠ করবেন। সূরা ফাতিহা শেষে ইমাম যখন 'আমীন' বলেন, তখন আপনিও 'আমীন' বলুন। কেননা আমার নিকটে নবী করীম (ছাঃ) থেকে হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন, إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 'ইমাম যখন 'আমীন' বলেন, তখন তোমরাও 'আমীন' বল। কেননা তোমাদের যার 'আমীন' ফেরেশতাগণের 'আমীন'-এর সাথে মিলে যায়, তার বিগত সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়'।[২৩] মানবীয় প্রয়োজন পূরণ শেষে কেবলমাত্র পানি দিয়েই পবিত্রতা অর্জন করুন। কেননা আমি জানতে পেরেছি যে, فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا، 'সেখানে এমন সব লোক রয়েছে, যারা উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হওয়াকে ভালবাসে' *(তওবা ৯/১০৮)*। এই আয়াত নাযিল হলে রাসূল (ছাঃ) 'উয়াইম ইবনে সা'এদার নিকট গমন করে বললেন, তোমাদের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম কি, যার আল্লাহ প্রশংসা করেছেন? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের কোন নর-নারী টয়লেট শেষে কেবল পানি দিয়েই পবিত্রতা অর্জন করে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'হ্যাঁ, এটিই একমাত্র কারণ'।[২৪] খাবার শেষে আপনি আঙ্গুল ভাল করে চেটে খাবেন। কেননা আমার নিকটে নবী করীম (ছাঃ) থেকে হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন, حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ مِنْ أُمَّتِي 'আমার উম্মতের খিলালকারী (তথা আঙ্গুল ভাল করে

১৬. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭০৮; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা হা/২৯৭৮৭, হাদীছ ছহীহ।*
১৭. *বুখারী হা/২৯৪১; মুসলিম হা/১৭৭৩।*
১৮. *বুখারী হা/৫৬৩২; মুসলিম হা/২০৬৭।*
১৯. *বুখারী হা/২৪৪৩; মুসলিম হা/২৫৮৪।*
২০. *বুখারী হা/১৩০; মুসলিম হা/১৯৭৩।*
২১. *বুখারী হা/৬১৩; মুসলিম হা/৩৮৫।*
২২. *তিরমিযী হা/১১৭১; আহমাদ হা/১৪৬৯২, সনদ ছহীহ।*
২৩. *বুখারী হা/৭৮০; মুসলিম হা/৪১০।*
২৪. *আবূদাঊদ হা/৪৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৫৫; হাকেম হা/৫৫৪, ৬৭২, সনদ ছহীহ।*

চেটে খায় ও ওযূতে খিলালকারী) এমন লোকেরা কতইনা উত্তম'।[২৫]

আপনি যখন কোন অবতরণস্থলে নামবেন তখন বলুন, أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، 'আমি আল্লাহ্র পরিপূর্ণ বাক্যসমূহের মাধ্যমে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[২৬] কেননা আমার নিকটে নবী করীম (ছাঃ) থেকে হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন, مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً فَقَالَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ وُقِيَ شَرَّ مَنْزِلِهِ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ، 'যে ব্যক্তি কোন অবতরণস্থলে নেমে এই বাক্যগুলো বলবে, সেখান থেকে প্রস্থান পর্যন্ত সে যাবতীয় অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে'।[২৭] যে খাবার বা পানীয়ের মূল্য খাওয়া আপনার জন্য হারাম, তা থেকে সামান্যতমও খাবেন না। কেননা আমার নিকটে নবী করীম (ছাঃ) থেকে হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন, إِنَّ الَّذِيْ حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا، 'যে মহান সত্তা তা পান করা হারাম করেছেন, তা তিনি বিক্রি করাও হারাম করেছেন'।[২৮]

হিংস্র পশু-পাখির গোশত ভক্ষণ করবেন না। কেননা আমার নিকটে নবী করীম (ছাঃ) থেকে হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি হিংস্র ধারালো দাঁত বিশিষ্ট কোন পশু বা নখর বিশিষ্ট পাখির গোশত ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন। ঘুমের ঘোরে ভয় পেলে আপনি বলুন, أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنِ، 'আমি আল্লাহ্র পরিপূর্ণ বাক্যসমূহের মাধ্যমে তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তাঁর দুষ্ট বান্দা এবং শয়তানদের অনিষ্ট ও উপস্থিতি থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করছি'। কেননা আমার নিকট নবী করীম (ছাঃ) থেকে হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন, إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِى النَّوْمِ فَلْيَقُلْ ذلِكَ 'তোমাদের কেউ যখন নিদ্রায় ভয় পায়, তখন সে যেন উক্ত বাক্যগুলো বলে'।[২৯]

যখন আপনি কাউকে কসম দিয়ে বলবেন যে, তুমি অবশ্যই এই সময়ের মধ্যে এই কাজটি সম্পাদন কর। কিন্তু সে তা করল না, তখন আপনি উক্ত কসম ভঙ্গের কাফফারা আদায় করুন।

অমুসলিমদের কাউকে প্রথমে আপনি সালাম দিবেন না। তাদের কেউ সালাম দিলে তখন আপনি বলুন, وَعَلَيْكُمْ 'আপনার প্রতিও'। কেননা আমার নিকট নবী করীম (ছাঃ) থেকে হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি এরূপ নির্দেশ দিতেন।[৩০] অপবিত্র অবস্থায় ওযূ ছাড়া পানাহার করাতে কোন সমস্যা নেই, যখন আপনি হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করে পানাহার আরম্ভ করবেন। কাউকে আপনি বলবেন না যে, صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ 'আল্লাহ আপনার উপরে দরূদ বর্ষণ করুন'। কেননা আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে হাদীছ জানতে পেরেছি যে, مَا يَنْبَغِي الصَّلاَةُ مِنْ أَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ إِلاَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، 'তোমাদের কারো একে অপরের জন্য দুরূদ পাঠ চলবে না, কেবলমাত্র নবী করীম (ছাঃ) ব্যতীত'।[৩১]

আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালবাসলে তাকে অবহিত করুন। কেননা আমার নিকটে নবী করীম (ছাঃ) থেকে হাদীছ পৌঁছেছে যে, أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّى أُحِبُّ فُلاَنًا فِى اللهِ. قَالَ فَأَخْبَرْتَهُ قَالَ لاَ قَالَ فَأَخْبِرْهُ فَقَالَ تَعْلَمُ أَنِّى أُحِبُّكَ فِى اللهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ فَأَحَبَّكَ الَّذِى أَحْبَبْتَنِى لَهُ 'জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলল, আমি অমুককে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসি। তিনি বললন, তুমি কি তাকে অবগত করেছ? সে বলল, না। তিনি বললেন, তাকে অবগত কর। যখন সে তাকে অবগত করল, ঐ ব্যক্তি তখন বলল, আল্লাহ তোমাকে ভালবাসুন, যাঁর জন্য তুমি আমাকে ভালোবেসেছ'।[৩২]

যার উপরে আল্লাহ্র হদ ওয়াজিব হয়েছে এবং ফায়ছালাটি শীর্ষ পর্যায়ের কর্তৃত্বশীলের নিকট পৌঁছে গেছে, তখন আর সুফারিশ করবেন না। তার পূর্বে অধঃস্তন পর্যায়ে ফায়ছালাটি থাকলে আপনি সুফারিশ করতে পারেন। কেননা আমি কতিপয় আলেম ছাহাবী থেকে জানতে পেরেছি যে, জনৈক ছাহাবী এক চোরের দণ্ডবিধি মওকূফের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের নিকট আবেদন জানালে তাকে বলা হ'ল, ছাহাবী হয়ে আপনি এ বিষয়ে সুফারিশ করছেন? অধঃস্তন পর্যায়ে ফয়ছালাটি থাকতে আপনি সুফারিশ করতে পারতেন। কিন্তু ফায়ছালাটি শীর্ষ পর্যায়ের কর্তৃত্বশীলের নিকট পৌঁছে গেলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যদিও কর্তৃত্বশীল ক্ষমা করে দেন। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِى مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ، 'তোমাদের বিবাদীয় বিষয়গুলোকে তোমরা পরস্পর সমাধান করে নিও। আর যে বিচার আমার কাছে আসবে, তার হদ অপরিহার্য হয়ে যাবে।[৩৩] আপনি অপ্রয়োজনীয় কথা পরিহার করুন। কেননা আমার

২৫. *ছহীহ তারগীব হা/২১৬; সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৫৬৭।*
২৬. *মুসলিম হা/২৭০৮; আবূদাঊদ হা/৩৮৯৮।*
২৭. *মুসলিম হা/২৭০৮, ২৭০৯; আবূদাঊদ হা/২২১২।*
২৮. *মুসলিম হা/১৫৭৯; আহমাদ হা/২০৪১।*
২৯. *তিরমিযী হা/৩৫২৮; আবূদাঊদ হা/৩৮৯৩; মিশকাত হা/২৪৭৭, সনদ হাসান।*
৩০. *বুখারী হা/২৯৩৫; মুসলিম হা/২১৬৩।*
৩১. *জামেউল আখলাক হা/১৩২২; তাফসীরে ক্বাসেমী, সূরা তাওবার ১০৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*
৩২. *আহমাদ হা/১২৫৩৬; মিশকাত হা/৫০১৭, সনদ ছহীহ।*
৩৩. *আবূদাঊদ হা/৪৩৭৬; নাসাঈ হা/৪৮৮৫, সনদ ছহীহ।*

নিকটে নবী করীম (ছাঃ) থেকে হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন, لا يَسْتَكْمِلُ أحدُكم حقيقةَ الإيمان حتى يَخْزن لسانَه 'তোমাদের কেউ ঈমান ততক্ষণ পূর্ণ করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার জিহ্বাকে সংযত করে'।[৩৪] হাঁচি দিয়ে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলুন। কেউ يرحمك الله বললে আপনি বলুন, يَهْدِيكُمُ اللهُ ويُصْلِحُ بَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ، 'আল্লাহ আপনাদের হিদায়াত দান করুন, আপনাদের অবস্থার সংশোধন করুন এবং আপনাদেরকে ক্ষমা করুন'। কেননা এ বিষয়টি আমার কাছে কতিপয় ছাহাবী মারফত পৌঁছেছে যে, নবী করীম (ছাঃ) এভাবে বলতেন। আপনার নিকটে কেউ হাঁচি দিয়ে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলার পূর্বে আপনি তার জবাব দিবেন না। তবে সে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বললে তার জবাব দিন। কেননা আমার নিকটে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন, مِنْ حَقِّ المسلمِ عَلى المسْلِمِ... تَشْمِيْتُ العَاطِسِ إذا حَمِدَ اللهَ 'এক মুসলমানের উপর আরেক মুসলমানের হক হ'ল, ... সে হাঁচি দিয়ে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বললে, তার জবাব দিবে'।[৩৫]

বড়কে আপনি সম্মান করুন ও ছোটকে স্নেহ করুন। কেননা নবী করীম (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لم يَرْحمْ صَغِيْرَنا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا، 'যে ছোটদের স্নেহ করে না ও বড়দের সম্মান করে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[৩৬]

মসজিদে আপনি উচ্চৈঃস্বরে কথা বলবেন না। সেখানে তরবারী কোষমুক্ত করবেন না। কেননা নবী করীম (ছাঃ) তা থেকে নিষেধ করেছেন।[৩৭] সাক্ষী প্রদানের জন্য আপনাকে আহ্বান করা হ'লে, তাতে আপনার স্বাধীনতা রয়েছে। উপস্থিত হয়ে গেলে আপনি অস্বীকৃতি জানাবেন না। কারো প্রতি উপকার করলে খোঁটা প্রদান করবেন না। কেননা তাতে আপনার ছওয়াব বরবাদ হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأَذَى 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দিয়ে তোমাদের ছাদাক্বাগুলো বরবাদ করো না' (*বাক্বারাহ ২/২৬৪*)। কেউ আপনার উপকার করলে, আপনি তার প্রতিদান দিতে অপারগ হ'লে অন্ততঃ সেটা উল্লেখ করে তার প্রশংসা করুন। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَنْ أُولِيَ مَعروفا فَلم يَقْدِرْ عَلى المكافأة إلا بالثَّناءِ فَقَدْ شَكَرَه ومَنْ كَتَمَه فَقَدْ كَفَرَه، 'যে উপকৃত হ'ল, কৃতজ্ঞতা স্বীকার ব্যতিরেকে প্রতিদান দিতে অপারগ হ'লে, অন্ততঃ তার প্রশংসা করলেও সে যেন তার প্রতি কৃতজ্ঞ হ'ল। আর যে তা গোপন রাখল, সে অকৃতজ্ঞ হ'ল'।[৩৮] খাবারের সময় আপনার নিকটে কেউ থাকলে তাকে আহ্বান জানান। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إنَّ في الجَنَّةِ غُرَفاً يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظاهِرِه، قِيْلَ لِمَنْ هِيَ قَالَ لِمَن أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَتَابَعَ الصِّيَامَ وقَالَ طَيِّبَ الْكَلاَمِ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، 'জান্নাতে এমন কিছু গৃহ আছে যার বাহির থেকে ভিতর দেখা যায় এবং ভিতর থেকে বাহির দেখা যায়। জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এটা কার জন্য? তিনি বললেন, এটা তার জন্য, যে অপরকে আহার করায়, নিয়মিত ছিয়াম রাখে, নম্রভাষায় কথা বলে, রাতে মানুষ ঘুমন্ত থাকলে সে (তাহাজ্জুদ) ছালাত আদায় করে'।[৩৯]

আল্লাহ্র ওয়াস্তে কোন কাজ করলে তা সর্বোত্তমভাবে সম্পাদন করুন। আল্লাহ বলেন, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً 'যাতে তিনি পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম আমল করে' *(মুলক ৬৭/২)*। কাউকে শাস্তি দানের ব্যাপারে আপনি তাড়াহুড়া করবেন না এবং তাকে অপবাদ আরোপ করবেন না। সকালে উপনীত হ'লে আপনি বলুন, لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ، 'আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। যাবতীয় প্রশংসা ও রাজত্ব তাঁরই, তিনি সকল কিছুর উপর কর্তৃত্বশীল' (দশ বার) যে ব্যক্তি সকালে উক্ত দো'আটি ১০ বার পড়বে, তার জন্য ১০০টি ছওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়, ১০০টি পাপ মোচন করা হয় এবং ১টি দাসমুক্তির সমপরিমাণ নেকী লেখা হয়। অনুরূপভাবে সন্ধ্যায় পাঠ করলেও সমপরিমাণ নেকী পাবে'।[৪০] দুই ঈদ, জুম'আ ও 'আরাফার ময়দানে যাওয়ার পূর্বে আপনি গোসল করুন, তবে ওযূ করলেও চলবে। আলী (রাঃ)-কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, জুম'আ, দুই ঈদ ও আরাফার দিন গোসল করবে।[৪১]

আপনি অপর কোন ব্যক্তির বাড়িতে বা তার নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানে তার অনুমতি ব্যতীত ইমামতি করবেন না। এটা এ কারণে যে আমার নিকটে নবী করীম (ছাঃ) থেকে হাদীছ পৌঁছেছে, তিনি বলেন, لاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِى سُلْطَانِه وَلاَ يَقْعُدْ فِى بَيْتِه عَلَى تَكْرِمَتِه إِلاَّ بِإِذْنِه، 'কেউ যেন অপর কোন ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানে তার অনুমতি ব্যতীত ইমামতি না করে এবং তার বাড়ির সম্মানজনক স্থানে তার অনুমতি

৩৪. *বায়হাক্বী হা/৫৪৯; ছহীহাহ হা/২৮৪১।*
৩৫. *বুখারী হা/১০২৪; মুসলিম হা/২১৬২।*
৩৬. *আহমাদ হা/৬৯৩৭; ছহীহাহ/২১৯৬।*
৩৭. *আহমাদ হা/২০৪৪৫; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫৯৪৩, সনদ ছহীহ।*
৩৮. *ছহীহ আত-তারগীব হা/৯৬৮, ৯৬৯, ৯৭৪, সনদ হাসান; আল-মুসনাদুল জামে' হা/২৭৭১।*
৩৯. *হাকেম হা/২৭০; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫০৯; ছহীহুল জামে' হা/২১২৩।*
৪০. *মুসলিম হা/২৬৯৩; আবূদাঊদ হা/৫০৭৯; আহমাদ হা/৮৭০৪।*
৪১. *বুখারী হা/৮৭৭; মুসলিম হা/৮৪৪, ৮৪৫।*

ব্যতীত না বসে'।[৪২] মানুষরা আপনার সম্মানে দাঁড়িয়ে থাকবে, এটা আপনি পসন্দ করবেন না। কেননা নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَرَّهُ أَن يَمْثُلَ لَه بَنُوْ آدَم قِياماً وَجَبَتْ لَـــه النَّار 'যে ব্যক্তি পসন্দ করে যে তার সম্মানে কোন আদম সন্তান দাঁড়িয়ে থাকুক, তবে তার জন্য জাহান্নাম অপরিহার্য হয়ে গেল'।[৪৩] দাওয়াত দেয়া হ'লে তা আপনি কবুল করুন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَـــةِ عُـــرْسٍ فَلْيُجِـــبْ، 'ওয়ালীমার দিনের দাওয়াতে তোমাদের কাউকে আহ্বান করা হ'লে, সে যেন তা কবুল করে'।[৪৪] তিনি আরও বলেন, لَوْ دُعِيْتُ إِلى كُرَاعٍ لَأَجَبْـــتُ 'খুরা দ্বারা প্রস্তুতকৃত ওয়ালীমায় আমাকে দাওয়াত দেয়া হ'লেও আমি তার দাওয়াত কবুল করব'।[৪৫]

কোন কাজের বিষয়ে আপনি কসম করলে যদি আপনার মাতা-পিতা বা এতদুভয়ের একজন উক্ত কসমের বিপরীত কাজ করে, তবে তাদেরকে ততদিন পর্যন্ত দেখাশুনা করবেন, যতদিন তারা আল্লাহ্র অবাধ্যতা না করে। চাঁদের সতের, উনিশ বা একুশ তারিখে (বিজোড় দিনগুলোতে) আপনি শিঙ্গা লাগাতে পারেন। কেননা আমার নিকটে নবী করীম (ছাঃ) থেকে হাদীছ পৌঁছেছে যে, তিনি এভাবে পরামর্শ দিতেন।[৪৬] রোগী দেখতে গেলে আলতো পরিচর্যা করুন ও স্বল্প সময় অবস্থান করুন। কবরস্থানের পাশ দিয়ে অতিক্রম কালে আপনি এ দো'আটি বলুন, السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِـــنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ أَسْأَلُ اللهَ الْعَافِيَةَ لَنَا وَلَكُمْ، 'আপনাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ হউক ওহে কবরবাসী মুসলমানবৃন্দ! আল্লাহ চাহেনতো আমরা আপনাদের সাথে মিলিত হব, আপনারা আমাদের অগ্রগামী, আমরা আপনাদের অনুগামী। আমি আমাদের ও আপনাদের জন্য ক্ষমা প্রর্থনা করছি'।[৪৭]

পদব্রজে হেঁটে গেলে জানাযার সামনে যাওয়াতে কোন সমস্যা নেই। কেননা আমি নবী করীম (ছাঃ) থেকে, আবু বকর, ওমর, ওছমান (রাঃ) থেকে জানতে পেরেছি যে, তাঁরা জানাযার আগে হাঁটতেন। আর যদি আপনি আরোহী হন, তবে জানাযার অগ্রগামী হবেন না। জানাযা কবরস্থানে পৌঁছার পর কাঁধ থেকে তা নামানোর পূর্বে আপনি (কবরে) নামবেন না। কেননা তা আমি কতিপয় ছাহাবী মরফত জানতে পেরেছি।[৪৮] খাবার বা পানীয়তে আপনি ফুঁক দিবেন না, কেননা তা মন্দস্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। কতিপয় আলেম আমাকে এমনটা বলেছেন।[৪৯]

দশ স্থানে আপনি হস্তদ্বয় উত্তোলন করুন। তাকবীরে তাহরীমার সময়, দুই ঈদের ছালাতে, বিতরের কনূতে, ছালাতের (চার স্থানে) তাকবীরে, হাজারে আসওয়াদ চুম্বনের সময়, আরাফাতের ময়দানে, জুম'আর ছালাতে, ছাফা ও মারওয়াতে এবং কংকর নিক্ষেপের সময়।[৫০] আপনি দাবা খেলা থেকে বিরত থাকবেন। কেননা নবী করীম (ছাঃ) শতরঞ্জ খেলা সম্পর্কে বলেন, مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيْرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِى لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَدَمِه، 'যে ব্যক্তি শতরঞ্জ (দাবা, লুডু, কেরাম বোর্ড, মোবাইল-কম্পিউটার ইত্যাদিতে গেম্স) খেলল, সে যেন তার হাতকে শূকরের রক্ত-মাংসে রঙ্গীন করল'।[৫১]

ইফতারের সময় ছায়েমদেরকে আপনার ইফতারে আহ্বান করুন। কেননা নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَـــيْئًا 'যে ব্যক্তি কোন ছায়েমকে ইফতার করাল, তারও ছায়েমের অনুরূপ নেকী হবে, তবে ছায়েমের নেকী থেকে সামান্যতমও কমতি করা হবে না'।[৫২]

মনে রাখবেন হে খলীফা! আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন! নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ আমার তরফ থেকে আপনার প্রতি কতিপয় দিক নির্দেশনামূলক নছীহত প্রেরণ করেছেন। যার মাধ্যমে আল্লাহ আপনাকে উপকৃত করবেন এবং আমিও ছওয়াব পাব। আপনি সেগুলি হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করুন, আল্লাহ আপনাকে তাওফীক দান করুন, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন। এগুলো উপলব্ধি করুন, তার উপরে আমল করুন। আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের আমল আরম্ভ করুন। আমলগুলোকে আপনার উপর আবশ্যক করে নিন। আমি আপনার জন্য যা বর্ণনা করেছি তাকে যথার্থভাবে সংরক্ষণ করুন। আল্লাহ্র নিকট সাহায্য চেয়ে নিয়মিত দৃঢ়ভাবে আমল করুন। কেননা তিনি ব্যতীত কোন শক্তি এবং সামর্থ্য নেই, তিনি সমুন্নত ও মহান। আল্লাহ আমাদেরকে, বিশেষভাবে আপনাকে তাঁর আনুগত্য করার তাওফীক দান করুন, আমাকে ও আপনাকে তাঁর অবাধ্যতা থেকে দূরে রাখুন। তাঁর সন্তুষ্টিমূলক আমল করার তাওফীক দান করুন। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। মুহাম্মাদ (ছাঃ), তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল ছাহাবীর উপর আল্লাহ অশেষ শান্তি বর্ষণ করুন। আমীন!

(ঈষৎ পরিমার্জিত ও সংক্ষেপায়িত)।

---

৪২. *মুসলিম হা/৬৭৩; তিরমিযী হা/২৩৫।*
৪৩. *আবূদাঊদ হা/৫২২৯; তিরমিযী হা/২৭৫৫; ছহীহাহ হা/৩৫৭।*
৪৪. *মুসলিম হা/১৪২৯; আহমাদ হা/৪৭৩০।*
৪৫. *বুখারী হা/২৫৬৮; মিশকাত হা/১৮২৭।*
৪৬. *তিরমিযী হা/২০৫১; ছহীহাহ হা/৬২২, ১৮৪৭।*
৪৭. *মুসলিম হা/৯৭৪-৫; আবূদাঊদ হা/৩২৩৭; ইবনু মাজাহ হা/১৫৪৬।*
৪৮. *মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৭৬৩; তিরমিযী হা/১০১০; ইবনু মাজাহ হা/১৪৮৩; সনদ ছহীহ।*
৪৯. *আহমাদ হা/২৮১৮; আবূদাঊদ হা/৩৭২৮, সনদ ছহীহ। এছাড়াও বায়হাক্বী, সুনানে কুবরা হা২/২১১, ৫/৮২; তাফসীর কুরতুবী ৭/২২৪; মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৩/২৩৮; কিতাবুল আছার ১/২১ দ্রঃ।*
৫০. *আবূদাঊদ হা/৭২৮; ইবনু মাজাহ হা/১০৬১, সনদ ছহীহ।*
৫১. *আহমাদ হা/২৩০২৯ মুসলিম হা/২২৬০; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১২৭১।*
৫২. *আহমাদ হা/১৭০৭৪; তিরমিযী হা/৪০৭, সনদ ছহীহ।*

দ্বীনের আসমানী প্রশিক্ষণ

জিবরীল (আঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে অহী নিয়ে আসতেন। তিনি সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-কে ছালাতের পদ্ধতি ও সময় সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তেমনি দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ও ছাহাবায়ে কেরামকে তিনি সরাসরি শিক্ষা দিয়েছেন। একদা দ্বীন শিক্ষা দিতে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে তিনি আগমন করেন। এ সম্পর্কেই নিম্নোক্ত হাদীছ।-

আবূ খায়ছামা যুহায়র ইবনু হারব (রহঃ) ইয়াহইয়া ইবনু ইয়া'মার (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (ইয়াহইয়া ইবনু ইয়া'মার) বলেন, সর্বপ্রথম তাক্বদীর সম্পর্কে বছরা শহরে মা'বাদ আল-জুহানী কথা তোলেন। আমি (ইয়াহইয়া ইবনু ইয়া'মার) এবং হুমায়েদ ইবনু আব্দুর রহমান আল-হিমায়ারী হজ্জ অথবা ওমরা আদায়ের জন্য মক্কা মু'আযযামায় আসলাম। আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলাম যে, যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কোন ছাহাবীর সাক্ষাৎ পাই তাহ'লে তাঁর কাছে এসব লোক তাক্বদীর সম্পর্কে যা বলে বেড়াচ্ছে, সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করতাম। সৌভাগ্যক্রমে মসজিদে নববীতে আমরা আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর ইবনে খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর দেখা পাই। আমরা তাঁর কাছে গিয়ে একজন তাঁর ডানপাশে এবং আরেকজন বামপাশে বসলাম। আমার মনে হ'ল, আমার সাথী চান যে, আমিই কথা বলি। আমি আরয করলাম, হে আবূ আব্দুর রহমান! (আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-এর কুনিয়াত ছিল আবূ আব্দুর রহমান)। আমাদের দেশে এমন কতিপয় লোকের আবির্ভাব হয়েছে, যারা কুরআন পাঠ করে এবং ইল্‌মে দ্বীন সম্পর্কে গবেষণা করে। (রাবী বলেন,) তিনি তাদের অবস্থা সম্পর্কে আরো কিছু উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, তারা মনে করে তাক্বদীর বলতে কিছু নেই। সবকিছু তাৎক্ষণিকভাবে ঘটে। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, তাদের সাথে তোমাদের দেখা হ'লে বলে দিও যে, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই এবং আমার সঙ্গে তাদেরও কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ্‌র কসম! যদি এদের কেউ ওহোদ পাহাড় পরিমাণ সোনার মালিক হয় এবং তা আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে, তাক্বদীরের প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত আল্লাহ তা কবুল করবেন না।

তারপর তিনি বললেন, আমাকে আমার পিতা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হাদীছ শুনিয়েছেন যে, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খিদমতে ছিলাম। এমন সময় একজন লোক আমাদের কাছে এসে হাযির হ'লেন। তাঁর পরিধানের কাপড় ছিল সাদা ধবধবে, মাথার কেশ ছিল কাল কুচকুচে। তাঁর মধ্যে সফরের কোন চিহ্ন ছিল না। আমরা কেউ তাঁকে চিনি না। তিনি নিজের দুই হাঁটু নবী করীম (ছাঃ)-এর দুই হাঁটুর সাথে লাগিয়ে বসে পড়লেন আর তার দুই হাত নবী করীম (ছাঃ)-এর দুই উরুর উপর রাখলেন।

তারপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ইসলাম হ'ল, তুমি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল, ছালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রামাযানের ছিয়াম পালন করবে এবং বায়তুল্লাহ পৌঁছার সামর্থ্য থাকলে হজ্জ পালন করবে। আগন্তুক বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। তার কথা শুনে আমরা বিস্মিত হ'লাম যে, তিনিই প্রশ্ন করেছেন আবার তিনিই তা সত্যায়ন করছেন।

অতঃপর আগন্তুক বললেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ঈমান হ'ল আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান আনবে, আর তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করবে। আগন্তুক বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন।

তারপর বললেন, আমাকে ইহসান সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ইহসান হ'ল, তুমি এমনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ, যদি তুমি তাকে নাও দেখ, তাহ'লে ভাববে তিনি তোমাকে দেখছেন।

আগন্তুক বললেন, আমাকে ক্বিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এ বিষয়ে প্রশ্নকারীর চাইতে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি অধিক অবহিত নন। আগন্তুক বললেন, আমাকে এর আলামত সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তা হ'ল এই যে, দাসী তার প্রভুকে প্রসব করবে। আর নগ্নপদ, নগ্নদেহ দরিদ্র মেষপালকদের বিরাট বিরাট অট্টালিকার প্রতিযোগিতায় গর্বিত দেখতে পাবে।

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বললেন যে, অতঃপর আগন্তুক লোকটি প্রস্থান করলেন। আমি বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তারপর রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, হে ওমর! তুমি কি জানো, এই প্রশ্নকারী কে? আমি চললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সম্যক জ্ঞাত আছেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তিনি হচ্ছেন জিবরীল। তিনি তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন' *(মুসলিম হা/১০২, ১০৬)*।

শিক্ষা : আল্লাহ জিবরীল (আঃ) মারফত দ্বীনের বিভিন্ন বিধান রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামকে শিক্ষা দিয়েছেন। আলোচ্য হাদীছটি যার বাস্তব উদাহরণ। সুতরাং একথা সুস্পষ্ট যে, দ্বীনের বিধান কারো মনগড়া নয়, বরং তা আল্লাহ প্রদত্ত। তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেখানো পদ্ধতি মোতাবেক দ্বীন পালন করা যরূরী। আল্লাহ আমাদের সবাইকে দ্বীনের বিধান যথাযথভাবে পালন করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

** মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার,*
পিঞ্জরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

লোভের কারণে সর্বনাশ

খুলনার পাইকগাছা উপযেলার একটি অজপাড়া গ্রাম। বিদ্যুতের আলো পৌঁছায়নি। অন্যান্য গ্রামের মতো আধুনিকতার ছোঁয়াও লাগেনি। সন্ধ্যা নামতেই ঘুটঘুটে অন্ধকার। দিনের আলোয় গ্রামের পথ ধরে হাঁটলে সবুজের সমারোহ চোখে পড়ে। গ্রামে অনেক পুকুর। দূরে দেখা যায় খাল-বিল। উপযেলা থেকে ২০ কিলোমিটার পুবে সেই গ্রাম। এমনই গ্রামের একটি মাটির ঘরে ঢাকার চার বন্ধু মুরাদ, খোকন, ফযলে রাব্বি আর মুহসিন। তিন দিন ধরে অবস্থান করছেন। রীতিমতো বন্দী জীবন তাদের। ঘর থেকে বের হ'তে মানা। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে কেবল রাতের আঁধারে বের হওয়ার অনুমতি রয়েছে। বাড়ির মালিক মুযাফ্ফর। পেশায় কৃষক। তিনি চার বন্ধুকে খাবার দিয়ে যান। একদিন দুপুরের খাবার একেবারে রাতে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু চার বন্ধুর কিছুই করার নেই। তারা অপেক্ষার প্রহর গুণছেন। তারা স্বপ্নে বিভোর। দ্রুত বড় লোক হওয়া চাই। আর বড় লোক হ'তেই স্বেচ্ছায় তাদের এই বন্দীজীবন।

'আর ভালো লাগছে না। ধুর দোস্ত, দরকার নেই। চল চলে যাই'। কথাগুলো বলছিল মুরাদ। কথা শুনেই প্রতিবাদ করে খোকন। কী বলিস! বারো লাখ টাকা খরচ হয়ে গেছে! এখনো টাকা দিয়েই যাচ্ছি। গাড়ি ভাড়াও প্রতিদিন জমছে। এই সময় এসে ফিরে যাওয়ার কথা বলছিস কেন? ওরাতো বলেছে, পিলার আনবেই। তিন দিন যখন থেকেছি, আরেকটু দেখি। এসব কথা যখন নিজেরা বলাবলি করছিল, ঠিক তখনই মুযাফ্ফর এসে হাযির। হাতে পাউরুটি আর কলা। তাদের হাতে দিয়ে বলে, 'ভাই আজ ভাত হয়নি। রাইতটা কাটাইয়া দেন রুটি আর কলা দিয়ে'। মেজায বিগড়ে যায় চার বন্ধুর। খোকন বলে, আরে মিয়াঁ, কী বলেন? খাবারের টাকা নিচ্ছেন। দুপুরে টাকা নিলেন রাতের খাবারের জন্য। ভাত হবে না কেন? আরেক বন্ধু বলে, আচ্ছা ভাত দরকার নেই। এখন কাজের কথা বলেন। মুযাফ্ফর এ সময় খাটে বসে ফিস ফিস করে কথা বলতে থাকে। বলে, সব ঠিক আছে। আজ দুপুরেই পিলার আনার কথা ছিল। কিন্তু বৃষ্টি বৃষ্টি ভাব। তাই পিলারটা আবুল মিয়াঁ ঘর থেকে বের করতে পারেনি। এবার বন্ধুদের একজন বলে, ওই মিয়াঁ কাল বললেন, বেশী রোদ। আজ বলছেন, মেঘলা দিন। কী করতে চান? পারলে আনেন, না পারলে নাই। টাকা ফেরত দিবেন। ১০ লাখ ক্যাশ দিয়েছি। ফেরত দেন চলে যাই। একথা শুনে মুযাফ্ফর একটু ক্ষেপে যায়। বলে, 'আপনাগো আমার বাড়িতে রাখছি। আমার কোন লাভ নেই। আপনাগো ইচ্ছা, কী করবেন না করবেন। লোকজন জানলে উল্টা আমারেই ধরব। আইছেন পিলার নিতে। চুপচাপ থাকেন। নিজেরা বিপদে পইড়েন না। আমারেও বিপদে ফালাইয়েন না'। এমন কথা শুনে চার বন্ধু চুপসে যায়। ফযলে রাব্বি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে বলে, আচ্ছা মুযাফ্ফর ভাই! আমরাতো বলছি, সব ঠিকঠাক থাকলে আপনিও কোটিপতি হয়ে যাবেন। আমরা আপনাকে আলাদা ভাবি না। মুযাফ্ফর বলে, আরে আমিতো ভাই সে কথাই বলতে আসছি। ভাত হোটেল থেকে আনতে পারতাম। কিন্তু তাড়াতাড়ি আপনাগো খবরটা দিতে হবে বলেই ছুটে আসছি। কাল সকালে আপনারা পিলার হাতে পাবেন। ভোর বেলা। আপনারা অপেক্ষায় থাকেন। একথা বলে মুযাফ্ফর বিদায় নেয়।

চার বন্ধু এখন খুব খুশি। একজন বলছে, দেখলিতো সব ঠিক আছে। শুধু তোরা চিন্তা করছিস। মুযাফ্ফর লোকটা খারাপ না। আমি যাকে পসন্দ করি, সে কি আর খারাপ হ'তে পারে! যাক। তারা পরিকল্পনা করে পিলার হাতে পেয়েই গাড়ির চালককে ফোন দিবে। দুই কিলোমিটার দূরে একটি বাড়িতে তাদের গাড়ি রাখা আছে। পিলার নিয়েই গাড়িতে তুলে সোজা ঢাকা। এটা বিক্রির সব ব্যবস্থা তারা আগেই করে রেখেছে। এক কোটি দুই কোটি নয়। বিদেশীদের সঙ্গে শত কোটি টাকার চুক্তি। তারা বিক্রি করেই নব্য কোটিপতি হ'তে যাচ্ছে। এমন কথাবার্তাতেই রাত পার হয় তাদের। ভোরে আসে মুযাফ্ফর। এসে জানায়, পিলার আসছে। আমাকে একটু দেইখেন। শুনে হাসে চার বন্ধু। দুই ঘণ্টা পার হয়। আসে না পিলার। চার বন্ধু অস্থির। মুযাফ্ফর ঘর থেকে বেরিয়ে এগিয়ে যায়। আধাঘণ্টা পর ফিরে আসে। মুখ তার ভার। ফযলে রাব্বি বলে, পিলার কোথায়? মুযাফ্ফর বলে, পিলার আমি দেখে এসেছি। দু'টা বাড়ির পরেই রাখা হয়েছে, আশপাশের লোকজনের কারণে। কিন্তু সমস্যা একটা হয়েছে। কী সমস্যা-জানতে চায় চার বন্ধু। ওরা ক্যাশ টাকা আগে চায়। নইলে দিবে না বলে জানিয়েছে। চার বন্ধু এ সময় হতাশ। বলে কী? টাকাতো ১০ লাখ দেওয়া হয়েছে। বাকী ১০ লাখ টাকা ঢাকায় গিয়ে...। এমন চুক্তির কথা মনে করিয়ে দেয় মুযাফ্ফরকে। কিন্তু পিলারের মালিক বেঁকে বসেছে। হবে না। ১০ লাখ টাকা এখনই চাই। চার বন্ধু নিজেদের মধ্যে আলাপ করে নেয়। মুযাফ্ফরকে বলে, ঠিক আছে। পিলার নিয়ে আসতে বলেন, টাকা আমরা দিব। মুযাফ্ফরের চোখে-মুখে হাসির ঝলক। সে জানতে চায়, কেমনে দিবেন। সঙ্গে কী টাকা আনছেন? সঠিক করে বলেন। পরে অন্য কোন কথা বললে চলবে না। সব হারাবেন। বন্ধুরা বলেই দেয়, হ্যাঁ এনেছি। ব্যাগ থেকে টাকা বের করে দেখায়। উত্তেজনায় কাঁপছে চার বন্ধু। মুযাফ্ফর ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। কিছু সময় পর তার সঙ্গে ঘরে আসে আরও পাঁচজন। হাতে তাদের একটি বড় ব্যাগ। তারা এসেই তাড়াহুড়া করছে।

আশপাশে তাকাচ্ছে। টাকা চাচ্ছে। মুযাফ্ফর তাদের বলে, 'ভাই টাকা দেন। আশপাশে লোকজন দেখলাম। আপনাদের জিনিস লন। টাকার ব্যাগটা দিয়ে দেন'। ফযলে রাব্বি টাকার ব্যাগটা তাদের হাতে দিয়ে দেওয়া মাত্র বাইরে হৈচৈ। এই কেরে ঘরে?

মুযাফ্ফরসহ তার সহযোগীরা বলতে থাকে, খাইছেরে, পুলিশ আসছে মনে হয়। একথা বলেই টাকার ব্যাগ নিয়ে চলে যায়। আর তাদের ব্যাগটি ফেলে রেখে যায়। মুযাফ্ফর তাদের নিয়ে বাড়ির পেছন দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ব্যাগ খোলা যাবে না। গাড়িতে নিয়ে ব্যাগ তারা খুলবে সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তার আগেই গাড়ি চলে আসে। সেই গাড়িতে ব্যাগসহ তুলে দেয় চার বন্ধুকে। মুযাফ্ফর বিদায় নেয়। গাড়ি চলতে থাকে ঢাকার উদ্দেশ্যে। চার বন্ধু মহা খুশি। তারা ব্যাগ খুলতে চায়। কিছুদূর পথ গিয়ে ব্যাগ খুলে। সেখানে দেখতে পায় সিমেন্টের তৈরী শিলপাটার একটি শিল। তখন বুঝতে পারে চরম প্রতারণার শিকার হয়েছে তারা। ফিরে যাওয়ার পথও নেই। ইতিমধ্যে ফোনে জানতে পেরেছে, যেখানে তারা ছিল পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়েছে। তাদের খুঁজছে পুলিশ।

উল্লেখ্য যে, দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার সীমানা নির্ধারণী পিলারকে ম্যাগনেটিক পিলার বলে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এভাবেই টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে একটি প্রতারক চক্র। বলা হয়ে থাকে, এই পিলারে মহামূল্যবান ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়। যার মূল্য কয়েকশ' কোটি টাকা। হঠাৎ কোটিপতি হওয়ার স্বপ্নে বিভোর মানুষগুলো এ সিন্ডিকেটের প্রতারণার শিকার হয়ে পথে বসছেন। এ নিয়ে খুন-খারাবির মত ঘটনাও ঘটছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বলছে, পিলারে কোন ম্যাগনেটিক বা চৌম্বিক শক্তি নেই। জনসাধারণের টাকা হাতিয়ে নেওয়ার এটি একটি কৌশলমাত্র।

সম্প্রতি পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয় খুলনার তেরখাদার দম্পতি খসরু মোল্লা ও তার স্ত্রী নিতু বেগমের মরদেহ। তারা দু'জনই এলাকায় ম্যাগনেট পিলারের প্রতারক চক্রের সদস্য হিসাবে পরিচিত ছিল। ধারণা করা হয়, পিলারের কারণেই এদের হত্যা করা হয়েছে। কুমিল্লায় পিলার আনতে গিয়ে ঢাকার এক ব্যবসায়ীকে হত্যা করা হয়। টাঙ্গাইলের নাগরপুরের সুদামপাড়া গ্রামে সীমানা পিলার আনতে গিয়ে গণপিটুনিতে মারা যান মজনু মিয়া নামে এক ব্যক্তি। খুলনার বটিয়াঘাটায় ৩টি সীমানা চিহ্নিতকরণ পিলারসহ প্রতারক চক্রের ২ সদস্যকে আটক করে র‍্যাব। বাগেরহাটের ফকিরহাট থেকে একই ধরনের পিলারসহ ৬ জনকে আটক করে র‍্যাব। এছাড়া আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পিলার প্রতারণা চক্রের অসংখ্য সদস্যকে আটক করেছে।

** বেলাল বিন কাসেম, গাযীপুর।*

পেয়ারার উপকারিতা ও পুষ্টিগুণ

দেশী ফলের মধ্যে পেয়ারা পুষ্টিগুণে ভরপুর, বেশ সুস্বাদু এবং জনপ্রিয় একটি ফল। সহজলভ্য এই ফলটির পুষ্টিগুণ অনেক। ফল হিসাবে, ভর্তা করে, এমনকি জেলী বানিয়ে খাওয়া যায় মজাদার এই ফলটি। পেয়ারার পুষ্টি উপাদান ও গুণাবলী জানলে পেয়ারাকে আর কখনোই কেউ উপেক্ষা করবে না। প্রতিদিন মাত্র ১টি পেয়ারা নানা ধরনের শারীরিক সমস্যা খুব সহজেই দূর করে দিতে পারে। পেয়ারাতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি ও ভিটামিন এ। এছাড়া ভিটামিন বি$_২$, ই, কে, ফাইবার, ক্যালসিয়াম, কপার, আয়রণ, ফসফরাস এবং পটাসিয়াম রয়েছে। এর উচ্চমাত্রার ভিটামিন-এ ও সি ত্বক, চুল ও চোখের পুষ্টি জোগায়, ঠাণ্ডাজনিত অসুখ দূর করে।

পেয়ারার পুষ্টিগুণ : পেয়ারা নানা পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। প্রতি ১০০ গ্রাম পেয়ারাতে রয়েছে খাদ্যশক্তি ৬৮ কিলোক্যালরি, আমিষ ২.৫৫ গ্রাম, শর্করা ১৪.৩ গ্রাম, ফাইবার ৫.৪ গ্রাম, কোলেস্টেরল ০ মিলিগ্রাম, চর্বি ০.৯৫ গ্রাম, ভিটামিন এ ৬২৪ আইইউ, ভিটামিন সি ২২৮ মিলিগ্রাম, পটাশিয়াম ৪১৭ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়াম ১৮ মিলিগ্রাম, সোডিয়াম ২ মিলিগ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম ২২ মিলিগ্রাম, ফসফরাস ১১ মিলিগ্রাম, লৌহ ০.২৬ মিলিগ্রাম, জিংক ০.২৩ মিলিগ্রাম, লাইকোপেন ৫২০৪ মাইক্রোগ্রাম।

উপকারিতা : পেয়ারার বিভিন্ন উপকারিতা নিম্নে তুলে ধরা হ'ল।-

ভিটামিন সি সমৃদ্ধ : পেয়ারায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে এবং এটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। এটি কোষকে রক্ষা করে এবং ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। এছাড়া পেয়ারার ভিটামিন সি বিভিন্ন ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে : পেয়ারাতে প্রচুর পরিমাণ পটাশিয়াম রয়েছে, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিয়মিতভাবে লাইকোপিন সমৃদ্ধ গোলাপি পেয়ারা খেলে কার্ডিওভাস্কুলার রোগের ঝুঁকি কমায়। তাছাড়া পেয়ারা ট্রাইগ্লিসারাইড এবং LDL নামক একটি খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়। যার ফলে হার্টের অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে : ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের জন্য পেয়ারা দারুণ উপকারী। পেয়ারার ফাইবার দেহে চিনি শোষণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। পেয়ারার রসে থাকা উপাদান ডায়াবেটিস মেলাইটাসের চিকিৎসায় খুবই কার্যকর। ডায়াবেটিস প্রতিরোধে পেয়ারা পাতাও বেশ কার্যকর। পেয়ারাতে প্রচুর ফাইবার এবং কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্স থাকার কারণে এটি খেলে রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে থাকে। তাই ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুকি কিছুটা কম থাকে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে : পেয়ারাতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি এবং শক্তিশালী এন্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে। যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং শরীরকে বিভিন্ন রোগের সাথে যুদ্ধ করার শক্তি প্রদান করে। তাছাড়া যে কোন ইনফেকশন থেকে পেয়ারা শরীরকে সুস্থ রাখে।

ক্যান্সারের ঝুঁকি হ্রাস করে : পেয়ারাতে লাইকোপিন, ভিটামিন সি, কোয়ারসেটিন-এর মত অনেকগুলো উপাদান রয়েছে, যা শক্তিশালী এন্টি-অক্সিডেন্ট হিসাবে কাজ করে। এই এন্টি-অক্সিডেন্ট ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি কমায় এবং শরীরের ক্যান্সারের কোষ বৃদ্ধি রোধ করে। বিশেষ করে এটি প্রোস্টেট ক্যান্সার এবং স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধে কাজ করে।

দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে : পেয়ারাতে ভিটামিন-এ আছে, যা চোখের জন্য উপকারী। ভিটামিন এ কর্নিয়াকে সুস্থ রাখে এবং রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে। তাছাড়া এটি খেলে চোখের ছানি হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটা কমে যায়। কাঁচা পেয়ারা ভিটামিন-এ এর ভাল উৎস।

ওযন কমায় ও ত্বক সুস্থ রাখে : পেয়ারা খেলে শরীরের অতিরিক্ত ওযন খুব সহজেই কমানো যেতে পারে। যাদের ওযন অতিরিক্ত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তারা পেয়ারা খেতে পারেন। পেয়ারা ত্বককে ক্ষতিকর আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি থেকে রক্ষা করে। ত্বক, চুল ও দাঁতের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে।

গর্ভবতী মায়ের জন্য : পেয়ারা গর্ভবতী মায়েদের জন্যও অত্যন্ত উপকারী। পেয়ারায় বিদ্যমান ফলিক অ্যাসিড গর্ভের শিশুর স্নায়ুতন্ত্র গঠনে ভূমিকা রাখে এবং স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন রোগ প্রতিহত করে।

তাছাড়া পেয়ারা খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। পেয়ারাতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন সি ও লাইকোপিন রয়েছে, যার ফলে রক্ত পরিষ্কার হয় ও ত্বক অনেক বেশী উজ্জ্বল হয়। পেয়ারা চুলের স্বাস্থ্য রক্ষা করে ও চুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। পেয়ারা নতুন চুল গজাতেও সাহায্য করে। ভিটামিন সি থাকার কারণে সাধারণ সর্দি-কাশি দূর করতেও সাহায্য করে পেয়ারা। *॥ সংকলিত ॥*

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

পটল চাষ

পটল বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সবজি। এটি একটি প্রধান গ্রীষ্মকালীন সবজি। বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে প্রায় ২৩,৫১০ হেক্টর জমিতে পটল চাষ করা হয়। যার মোট উৎপাদন ৬৮,৪১৫ মেট্রিক টন। পটলের উৎপাদন অনেক সবজি থেকে অধিক এবং প্রাপ্তি কালও দীর্ঘ (ফেব্রুয়ারী-অক্টোবর)। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে যখন সবজির অভাব দেখা দেয় তখন পটল একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সবজি হিসাবে কাজ করে, যা প্রায় মোট সবজি চাহিদার ২০% পূরণ করে থাকে।

আবহাওয়া : সাধারণত পটলকে উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ার উপযোগী ফসল বলে উল্লেখ করা হয়। পটলের জন্য উচ্চতর তাপমাত্রা এবং অধিক সূর্যালোক প্রয়োজন হয়। বৃষ্টিপাতের আধিক্য ফুলের পরাগায়নে বিঘ্ন ঘটায় এবং ফলন কমে যায়।

মাটি : বন্যামুক্ত ও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা আছে এমন দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটি পটল চাষের জন্য ভালো।

জাত : আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, ঈশ্বরদী উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের বিজ্ঞানীরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এ পর্যন্ত ৬৪টি জাত সংগ্রহ করেন এবং এদের গুণাগুণ পরীক্ষা করেছেন। সংগৃহীত জাত থেকে বারি পটল-১ ও বারি পটল-২ নামে দু'টো উচ্চফলনশীল, রোগবালাই ও পোকামাকড় সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন করা হয়।

জাতের বৈশিষ্ট্য :

বারি পটল-১

* ফলের আকার মাঝারি, বেলুনাকৃতি ও দু'প্রান্ত ভোতা। * ফলের রঙ গাঢ় সবুজ, গায়ে ৯-১০টি হালকা সবুজ রঙের ডোরা থাকে। * ফল ৯-১০ সে.মি. লম্বা এবং প্রস্থ ৪.০-৪.৫ সে.মি.। * প্রতিটি ফলের ওযন ৫০ গ্রাম। * প্রতি গাছে সর্বোচ্চ ২৪০টি ফল ধরে। * গাছপ্রতি ফলন প্রায় ১০ কেজি। * হেক্টরপ্রতি ফলন ৩০ টন।

বারি পটল-২

* ফলের আকার বড়, সিলিন্ডারাকৃতি ও দু'প্রান্ত সূঁচালো। * ফলের রঙ হালকা সবুজ, গায়ে ১০-১১টি সাদা রঙের ডোরা থাকে। * ফল ১১-১২ সে.মি. লম্বা এবং প্রস্থ ৩.৫-৪.০ সে.মি.। প্রতি ফলের ওযন প্রায় ৫৫ গ্রাম। * প্রতিটি গাছে সর্বোচ্চ ৩৮০টি ফল ধরে। * গাছপ্রতি ফলন প্রায় ১৪ কেজি। * হেক্টরপ্রতি ফলন ৩৮ টন।

রোপণের সময় : অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত যে কোন সময় জমিতে পটলের লতা লাগানো যায়। তবে ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে পটলের লতা না লাগানোই ভালো। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে লাগালে গাছ থেকে ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে ফসল সংগ্রহ করা যায় এবং ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে লাগালে মে-জুন মাসে ফল ধরে।

চারা উৎপাদন : পটল চাষের জন্য বীজ, শাখা কলম ও কন্দ মূল (শিকড়) সব পদ্ধতিতেই পটলের বংশ বিস্তার করা যায়। বাণিজ্যিক চাষের জন্য শাখা কলম ও কন্দ মূল ব্যবহার করা ভালো এবং লাভজনক। বীজতলায় কিংবা সরাসরি জমিতে শাখা কলম বা কন্দ মূল লাগিয়ে চারা উৎপাদন করা যায়। কন্দ মূল ৩-৪টি চোখসহ কেটে মাদায় লাগালে কম কন্দ মূল দিয়ে বেশী জমিতে পটল চাষ করা যায়। বীজ থেকে চারা পাওয়া সম্ভব হ'লেও নিম্নলিখিত কারণে বংশবিস্তারের জন্য বীজ ব্যবহৃত হয় না। (১) বীজের অঙ্কুরণ অনিয়মিত। (২) বীজের চারার মধ্যে শতকরা ৫০% পুরুষ জাতের হয়। (৩) বীজের চারা থেকে ফল পেতে অনেক বেশী সময় লাগে।

রিং পদ্ধতিতে উন্নত শাখা কলম উৎপাদন : এক বছর বয়সী গাছের যেকোন শাখা মাঝামাঝি অংশ থেকে এক মিটার লম্বা শাখা দিয়ে রিং বা চুড়ি তৈরি করে পিট বা মাদায় লাগাতে হবে। পটলের শাখা কলম ৫০ পিপিএম ইনডোল বিডটারিক অ্যাসিড দ্রবণে ৫ মিনিট ডুবিয়ে রেখে মাদায় বা পিটে লাগালে তাড়াতাড়ি এবং বেশীসংখ্যক মূল গজায়।

জমি তৈরি ও চারা রোপণ : প্রথমে মাটি ভাল করে চাষ দিয়ে প্রস্তুত করে নেয়া উচিত। জমিকে ৪-৫টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা ও সমান করে নিতে হবে। বেড পদ্ধতিতে পটল চাষ করলে ফলন ভাল হয় এবং বর্ষাকালে বেড নষ্ট হয় না। সাধারণত একটি বেড ১.০-১.৫ মিটার চওড়া হয়। বেডের মাঝামাঝি এক মিটার থেকে দেড় মিটার বা দু'হাত থেকে তিন হাত পর পর মাদায় চারা রোপণ করতে হয়। এক বেড থেকে আর এক বেডের মাঝে ৭৫ সেমি. নালা রাখতে হবে।

মাদা বা পিট তৈরি : মাদা বা পিটের আকার- দৈর্ঘ্য- ৫০ সেমি. প্রস্থ- ৫০ সেমি. গভীরতা- ৪০ সেমি. নালা- ৭৫ সেমি। মাদা থেকে মাদার দূরত্ব-১.০-১.৫ মিটার। মাদায় গাছের দূরত্ব-৭.০-১০.০ সে.মি. গভীরতা-৫০ সেমি।

অন্তরবর্তীকালীন পরিচর্যা : পটল একটি লতানো উদ্ভিদ। এজন্য পটলের বাউনি/মাচা দেয়া অত্যাবশ্যক। বাঁশের কাঠির সাহায্যে চারা গাছকে মাচায় তুলে দেয়া হয়। এক মিটার উচ্চতায় বাঁশের মাচা/বাউনি দিলে পটলের ফলন দ্বিগুণ হবে। কারণ এতে অন্ত রবর্তীকালীন পরিচর্যা ভাল হয়, কম পোকামাকড় ও রোগের আক্রমণ হয়। তা ছাড়া বাউনির বদলে মাটির ওপর খড়-কুটা বা কচুরিপানা বিছিয়ে দিয়ে তার ওপর পটলের গাছ তুলে দিলেও ফলন ভাল পাওয়া যায়। এতে উৎপাদন খরচ কম হয়। প্রতিবার ফসল সংগ্রহের পর মরা, রোগ ও পোকা আক্রান্ত পাতা ও শাখা ছাঁটাই করা প্রয়োজন। এতে ফলধারী নতুন শাখার সংখ্যা বেড়ে যায় এবং ফলন বেশী হয়।

আগাছা দমন : আগাছা জমি থেকে খাদ্য, আলো-বাতাস ও স্থান দখল করে পটলের গাছকে দুর্বল করে ফেলে। তাছাড়া আগাছা বিভিন্ন রোগও পোকামাকড়ের আবাসস্থল হিসাবে কাজ করে। তাই পটলের জমি সর্বদা আগাছামুক্ত রাখা উচিত।

পানি নিষ্কাশন : পটল জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। তাই বৃষ্টি বা সেচের অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

পরাগায়ন : পটল চাষের ক্ষেত্রে কৃত্রিম পরাগায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জমিতে স্ত্রী গাছের তুলনায় পুরুষ গাছের সংখ্যা কম থাকলে হাত দিয়ে পরাগায়নের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কৃত্রিম পরাগায়নের জন্য সকাল ৬-৭-টার মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। কারণ এ সময় পটলের ফুল পরাগায়নের উপযোগী থাকে। পটল গাছে পরাগায়নের জন্য স্ত্রী ও পুরুষ ফুল দরকার। একটি সদ্য ফোটা পুরুষ ফুল তুলে নিন এবং পুংকেশর ঠিক করে ফুলের পাপড়িগুলো ছিঁড়ে ফেলুন। তারপর প্রতিটি স্ত্রী ফুলের গর্ভকেশরের মুণ্ডু পুংকেশর দ্বারা আস্তে আস্তে ২-৩ বার রেণু ছুয়ে দিন। এর ফলে গর্ভকেশরের মুণ্ডু রেণু আটকে পরাগায়ন হবে। একটি পুরুষ ফুল দিয়ে সাধারণত ৭-৮টি স্ত্রী ফুলে পরাগায়ন করা সম্ভব। তাছাড়া পুরুষ ফুল সংগ্রহ করে তা থেকে পরাগরেণু আলাদা করে পানিযুক্ত একটি প্লাস্টিক পাত্রে নিয়ে হালকা ঝাকি দিয়ে পরাগরেণু মিশ্রিত করে টিউবের মাধ্যমে স্ত্রী ফুলের গর্ভমুণ্ডের ওপর ২-৩ ফোঁটা ব্যবহার করেও পরাগায়ন সম্পন্ন করা যায়। এ পদ্ধতিতে পটলের ফলন অনেক বৃদ্ধি পায়।

ফসল সংগ্রহ : কচি অবস্থায় পটল সংগ্রহ করা উচিত। সাধারণত জাতভেদে ফুল ফোটার ১০-১২ দিনের মধ্যে পটল সংগ্রহের উপযোগী হয়। ফসল এমন পর্যায়ে সংগ্রহ করা উচিত যখন একটি ফল পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু বেশী পরিপক্ব হয়নি। বেশী পরিপক্ব ফলের বীজ বেশী হয় এবং বীজ শক্ত হয়ে যায় ফলে সবজি খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে যায়।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

জীবন মানে

মুজাহিদুল ইসলাম
বাগডোব, মহাদেবপুর, নওগাঁ।

জীবন মানে রঙিন স্বপ্নে ওড়া নয়,
জীবন মানে ভবের পিছে ঘোরা নয়।
জীবন মানে যা খুশি তা করা নয়,
জীবন মানে অন্যায়ভাবে পকেট ভরা নয়।
জীবন মানে অসৎ পথে চলা নয়,
জীবন মানে ন্যায়কে পায়ে দলা নয়।
জীবন মানে বিবেক শিকেয় তোলা নয়,
জীবন মানে পরকালকে ভোলা নয়।
জীবন মানে ন্যায়ের পথে চলতে হবে,
মিথ্যা ছেড়ে সত্য কথা বলতে হবে,
অসত্য আর যুলুম পায়ে দলতে হবে।
জীবন মানে মৃত্যুকে সদা স্মরতে হবে,
রবের কাছে জবাবদিহি করতে হবে,
সেই আলোকেই জীবনটাকে গড়তে হবে।

চলবে সমর

এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

বুকের মাঝে আজ অগ্নিশিখা
বাইরে বইছে ঝড়-তুফান,
তাগূত বেদ্বীনের বজ্রাঘাতে
ধ্বংস হচ্ছে এই ঈমান।
মুসলমানের দৃঢ় ঈমানে ওরা
হানছে আঘাত বারংবার,
নামধারী তুই কিসের মুসলিম
মুসলিম নামের কুলাঙ্গার!
কুফরী মতবাদে বিশ্বাসী তুই
রবের বিধান আজ তুচ্ছ তোর,
নিবুনিবু ঐ দ্বীনের মশাল
চারিদিকে তাই আধার ঘোর।
হায়েনার দল রক্ত চুষে আজ
খাচ্ছে লুটে মোদের ধন?
বসে নয় এবার প্রতিশোধের পালা
চলবে সমর মরণপণ।
কোথায় আলীর মহাশক্তি
তারেক খালিদ বিজয়ী বীর?
বখতিয়ারের অশ্ব ঘোড়া
প্রয়োজন ওমরের তরবারির।
সিংহের জাতি এবার গর্জে উঠবে
কম্পিত হবে সারা বিশ্বময়,
আসবে নতুন সোনালী বার্তা
মুসলমানের আনতে জয়।
লাঞ্ছনা গঞ্জনা নীপিড়ন সয়ে
থাকবো বসে আর কত কাল?
বন্দী খাচায় এই সিংহের জাতি
হয়ে ওদের ভেড়ার পাল।

এই হাত

ডাঃ মুস্তাফীযুর রহমান
আরামনগর বাজার, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

এই হাত সেই হাতে মিলতে পারে না,
যে হাতে ছোরা চাকু আগ্নেয়াস্ত্র,
যে হাতে হকিষ্টিক লোহার রড,
যে হাতে চাইনিস কুড়াল রক্ত।
এই হাত সেই হাতে মিলতে পারে না,
যে হাতে কবিতা লিখে রাসূলকে গালি দেয়,
যে হাতে রচনা করে স্যাটানিক ভার্সেস,
যে হাতে লেখা হয় আযানের ধ্বনি যেন পতিতার চিৎকার।
এই হাত সেই হাতে মিলতে পারে না,
যে হাতে গড়া হয় মাটির প্রতিমা,
যে হাতে তৈরী করে শিখা অনির্বাণ,
যে হাতে জ্বালানো হয় মঙ্গল বাতি।
এই হাত সেই হাতে মিলতে পারে না,
যে হাতে পশু যবেহ করে পীরের নামে,
যে হাতে ওরশ করে খানকা মাযারে,
যে হাতে ফুল ছড়ানো হয় নেতার কবরে।

প্রার্থনা

আতিয়ার রহমান
মাদরা, সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

দু'হাত তুলে আল্লাহ্‌র কাছে করুণ সুরে প্রার্থনা,
নিঃস্ব ও গরীব মোরা চরণ তলে থাকবো না।
পায়ের নীচে মাড়িয়ে যাওয়া নিষ্পেষিত তাদের শির,
তোমার কাছে ভিক্ষা মাগে মোছাও তাদের চক্ষু নীর।
লক্ষ যুগের পুঞ্জীভূত ব্যথায় ভরা বুকখানা,
এক জাগাতে জমাট বেঁধে জানায় আজি প্রার্থনা।
কবুল তুমি নাও করে নাও বিশ্বপালক হে আল্লাহ!
গরীবকে দাও সব অধিকার আর তাকে দাও শ্রেষ্ঠতা।
পেট ভরে ভাত যাদের ভাগ্যে জুটছে না একটি দিন,
রুক্ষ মাথা শুষ্ক তনু অনটনের সঠিক চিন।
নাঙ্গা চরণ ভাঙ্গা দেহ ছিন্ন বস্ত্র আদুল গা,
হাড়ভাঙ্গা ঐ খাটুনী খেটেও খাচ্ছে যারা বেতের ঘা।
ঊর্ধ্ব লোকের পালতে আদেশ রয় না কভু গরহাযির,
একটু খানি দয়ার আশায় ফেলছে যারা চক্ষু নীর।
উপরে যারা রয় বসে আর হুকুম চালায় রাত্রি-দিন,
তাদের আদেশ পালতে যারা দিন-রজনী হচ্ছে লীন।
শ্রমে যারা তুলছে ফসল ঘাম ঝরা ঐ খাটুনীতে,
পায় না তারা ভোগ বিলাসের খাবার থালার চাটনীতে।
ক্ষুধার জ্বালায় বিষ্ঠা যারা বইছে কাঁধে ধনিকদের,
এক মুঠো ভাত ঘরের কোণায় সঞ্চিতও নাই যাদের।
জীবনটা ভর কাটল যাদের বলতে শুধু 'জী' হুযুর,
সুখের আশা? নাই ভরসা, দিক দিগন্ত বহু দূর।
লক্ষ টাকার মালিক যারা তাদের টাকার এক সিকা,
দিন-রজনী পরায় যাদের কান্না-হাসির জয় টিকা।
অর্থাভাবে বিদ্যা-বুদ্ধি নাই মোটে তাই সব হারা,
মানবতা সভ্যতা নাই হারায় শেষে দ্বীন তারা।
তাদের তুমি নাও তুলে নাও কাছে তোমার হে আল্লাহ!
সব খানেতে তাদের তুমি দান করো গো শ্রেষ্ঠতা।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিকের যুগে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নির্দেশে।
২. নাছর বিন আছেম বিন ইয়া'মার (রহঃ)।
৩. খলীল বিন আহমাদ আল-ফারাইদী (রহঃ)।
৪. ১১৫ বার। ৫. ১১৫ বার। ৬. ৩২৩৬৭১টি।
৭. ৭৭৪৩৯টি। ৮. ৬২৩৬টি।
৯. সূরা বাক্বারার শেষ দু'টি আয়াত (২৮৫ ও ২৮৬ নং আয়াত)।
১০. ১৫টি। আ'রাফ (২০৬নং আয়াত), রা'দ (১৫নং আয়াত), নাহল (৪৯নং আয়াত), ইসরা (১০৭নং আয়াত), মারইয়াম (৫৮নং আয়াত), হজ্জ (১৮ ও ৭৭ নং আয়াত), ফুরক্বান (৬০নং আয়াত), নামল (২৫নং আয়াত), সাজদা (১৫নং আয়াত), ছোয়াদ (২৪নং আয়াত), হা-মীম সাজদাহ (৩৭নং আয়াত), নাজম (৬২নং আয়াত), ইনশক্বিাক (২১নং আয়াত), আলাক (১৯নং আয়াত)।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. শেফালী ফুল
২. মেঘনা নদী
৩. পাবলিক লাইব্রেরী
৪. পালকিং
৫. শহীদ মিনার
৬. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
৭. রেডিও টুডে
৮. নারায়ণগঞ্জ
৯. ভারত
১০. ফ্রান্স

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)

১. কোন সূরায় দু'টি সিজদা রয়েছে?
২. পবিত্র কুরআনে কতবার 'রহমান' শব্দ উল্লেখিত হয়েছে?
৩. পবিত্র কুরআনে কতবার 'জান্নাত' শব্দ এসেছে?
৪. পবিত্র কুরআনে কতবার 'জাহান্নাম' শব্দ এসেছে?
৫. পবিত্র কুরআনে কতবার 'নার' শব্দ এসেছে?
৬. পবিত্র কুরআনে কতবার 'আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' বাক্যটি এসেছে?
৭. পবিত্র কুরআনের কোন্ আয়াতে আরবী ২৯টি অক্ষরই রয়েছে?
৮. সূরা ফাতিহায় 'মাগযূবি আলাইহিম' ও 'যাল্লীন' বলে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে?
৯. পবিত্র কুরআনের কোন সূরায় 'মীম' অক্ষরটি নেই?
১০. পবিত্র কুরআনের কোন সূরায় ঐ (কাফ) অক্ষরটি নেই?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)

১. বাংলাদেশের প্রথম সেনাবাহিনী প্রধান কে?
২. দেশের প্রথম জাতীয় অধ্যাপক কে?
৩. দেশের প্রথম রণতরীর নাম কি?
৪. দেশে প্রথম পতাকা উত্তোলন করা হয় কবে?
৫. দেশের প্রথম নোট (মুদ্রা) কবে চালু হয়?
৬. বাংলাদেশে প্রথম বিমান চালু হয় কবে?
৭. দেশে প্রতিষ্ঠিত প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় কোনটি?
৮. দেশের প্রথম নির্বাচন কমিশনার কে?
৯. দেশের প্রথম বিমানবাহিনী প্রধান কে?
১০. দেশের প্রথম নারী পাইলট কে?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ২৭শে জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর চট্টগ্রাম মহানগরীর উত্তর পতেঙ্গাস্থ বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. শামীম আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক ইমাম হোসাইন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মেছবাহ খন্দকার মা'রূফ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল আযীম।

মজপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী ২২শে জুলাই রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বাগমারা উপযেলাধীন মজপাড়া ফুরকানিয়া ও হাফিযিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক এস. এম. সিরাজুল ইসলাম মাস্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম, সহ-পরিচালক হাফেয শহীদুল ইসলাম, হাট গাঙ্গোপাড়া এলাকা 'সোনামণি'র পরিচালক ইসমাঈল হোসাইন ও অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয রেযাউল করীম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ নাহিদুল ইসলাম।

পাঁজরভাঙ্গা, মান্দা, নওগাঁ ৩রা আগস্ট শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার মান্দা উপযেলাধীন পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ হাফেযিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয আব্দুল জলীল। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলায়াত করে সোনামণি আরাফাত হোসাইন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আবু বকর ছিদ্দীক।

অপরূপ সৃষ্টি

-আব্দুর রহমান
মুণ্ডুমালা, তানোর, রাজশাহী।

শরতের মেঘলা আকাশ
ঝরে রিমঝিম বৃষ্টি,
দেখে মোর চোখ জুড়ায়
আল্লাহ্র অপরূপ সৃষ্টি।
এদেশে ষড়ঋতুর মেলা
শরৎ-হেমন্তে অপরূপ ফুটন্ত শাপলা
গোলাপকলির সৌরভে,
আল্লাহ্র সৃষ্টির দেয় পরিচয়
গন্ধ বিলায় সগৌরবে।
সোনার এ দেশে সবুজের বেশে
হৃদয়ে সেথায় সুর তোলে,
মনের পরে হৃদয়ের ঘরে
আযানের ডাকে মন ভোলে।
বাংলার এই অপরূপ শোভা
করে আমায় মাতাল।
তাইতো আমি বার বার বলি
আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান!

***

স্বদেশ

হেপাটাইটিস ভাইরাস আক্রান্ত ১ কোটি মানুষ

বাংলাদেশে কর্মক্ষম ১৮ থেকে ৩০ বছরের যুবক-যুবতিদের ২৫ লাখ হেপাটাইটিসের বিভিন্ন ভাইরাসে আক্রান্ত। দেশে মোট জনসংখ্যার এক কোটি এসব ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে কর্মক্ষমতা হারাতে বসেছে। আক্রান্তদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হেপাটাইটিস 'বি' ও হেপাটাইটিস 'সি' ভাইরাসে আক্রান্ত। সর্বশেষ গবেষণা অনুযায়ী, বাংলাদেশে হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাসে ৮৫ লাখ এবং অবশিষ্টরা সি, ই দ্বারা আক্রান্ত। গবেষণা অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার ৫ দশমিক ১ শতাংশ বি ভাইরাসে ও শূণ্য দশমিক ২ শতাংশ সি ভাইরাসে আক্রান্ত।

গত ২৬শে জুলাই বৃহস্পতিবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে 'বাংলাদেশে হেপাটাইটিস বি ও সি ভাইরাস অতীত বর্তমান প্রাদুর্ভাব এবং নির্মূলের সুপারিশ' শীর্ষক সেমিনারে ডা. শাহীনুল আলম তাঁর গবেষণা থেকে এসব তথ্য তুলে ধরেন। গবেষকেরা জানিয়েছেন, আক্রান্তদের ৯৫ শতাংশই জানে না যে তারা ঘাতক ব্যাধি হেপাটাইটিসে আক্রান্ত হয়েছেন। হেপাটাইটিস বি ভাইরাসে আক্রান্ত মোট ৮৫ লাখ মানুষের মধ্যে ৫৭ লাখ পুরুষ এবং অবশিষ্ট ২৮ লাখ নারী। সন্তান দানে সক্ষম ১৮ থেকে ৪৫ বছরের নারীর সংখ্যা ১৮ লাখ।

আইসিএলের ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহকদের কান্না

নিজেদের সঞ্চয়ের টাকা বিনিয়োগ করে পথে বসেছে হাযারো পরিবার। সর্বস্ব হারিয়ে দিশেহারা পরিবারগুলোর কান্নাই শেষ সম্বলে পরিণত হয়েছে। 'আইডিয়েল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডে' (আইসিএল) আমানত ও ডিপোজিট স্কিম প্রকল্পে বিনিয়োগ করা কুমিল্লার কয়েক হাযার পরিবার টাকা ফেরত এবং আইসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মূল উদ্যোক্তা শফীকুর রহমানের গ্রেফতারের দাবীতে আবারো রাস্তায় নেমেছে। গত ৩০শে জুলাই সোমবার সকালে কুমিল্লা নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল শেষে কান্দিরপাড়ে বিনিয়োগকারীরা মানববন্ধন করে। এসময় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহকরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ২০১০ সাল থেকে কুমিল্লা শহরের কান্দিরপাড়, পদুয়ারবাজার এলাকাসহ চৌদ্দগ্রামে ৬টি শাখা অফিস খুলে দ্বিগুণ মুনাফার লোভ দেখিয়ে প্রায় এক লাখ গ্রাহকের কাছ থেকে হজ্জ আমানত, ডিপিএস, মাসিক মুনাফা, দ্বিগুণ বৃদ্ধি আমানত, আবাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসায়িক, দেনমোহর আমানত এবং লাখপতি ও কোটিপতি ডিপোজিট স্কিম প্রকল্পের নামে অর্থ সংগ্রহ শুরু করে। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়। এতে করে কুমিল্লার গ্রাহকরা হতাশ হয়ে পড়েন। আইসিএল প্রধান শফীকুর রহমান হাযারো পরিবারকে নিঃস্ব করে পথে বসিয়েছে। গত ৫ বছরেও গ্রাহকরা বিনিয়োগকৃত টাকা ফেরত পায়নি।

বিদেশ

৩২ কিলোমিটার হেঁটে কাজে যোগদান করায় গাড়ি উপহার

প্রথম চাকরিতে সবাই চায় সময় মতো অফিসে পৌঁছতে। কারণ প্রথম দিন দেরি করে অফিসে গেলে তার সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের ধারণা খারাপ হয়ে যেতে পারে। তাই প্রথম দিন সময় মতো কাজে যোগ দেবার জন্য আমেরিকার অ্যালাব্যামা রাজ্যের ওয়াল্টার কার যে নযীর স্থাপন করেছেন সেটি সত্যিই অভাবনীয়। মি: কার প্রথম দিন ঠিক মতো কাজে যোগ দেবার জন্য সারারাত ৩২ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে সকালে তাঁর কর্মস্থলে পৌঁছেছেন। তাঁর গাড়িটি ভেঙ্গে যাবার পর মি: কার পায়ে হেঁটে এ দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছেন। এ ঘটনা জানার পর কোম্পানির মালিক তাকে নতুন একটি গাড়ি উপহার দিয়েছে। গাড়ির চাবি হস্তান্তরের সময় আবেগাপ্লুত হয়ে যান ওয়াল্টার কার। মি: কার যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন সেখানে তার সাথে দায়িত্বরত এক পুলিশ কর্মকর্তার দেখা হয়। মি: কার-এর চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখে সে পুলিশ কর্মকর্তা তাকে সকালের নাশতা করাতে নিয়ে যান। এ ঘটনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। সকলে তাঁর এ চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রশংসা করছেন।

মি: কার যে কোম্পানিতে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন সেটির নাম মুভিং ফার্ম। সেখানকার একজন গ্রাহক হ'লেন জেনি ল্যামি। ঐ দিন আটটার দিকে তিনি তাঁর স্বামীর মুভিং ফার্মে যাবার কথা ছিল। সেজন্য তারা ভোরে ঘুম থেকে উঠেন। ভোর সাড়ে ছয়টার দিকে তাদের বাড়ির কলিং বেল বেজে উঠে। সে সময় মিস জেনি ল্যামি দরজা খুললে মি: কার-এর সাথে দেখা হয়। তাঁর সাথে ছিলেন একজন পুলিশ কর্মকর্তা। পুলিশ কর্মকর্তা জানালেন, তিনি এ ব্যক্তিকে রাস্তা থেকে তুলে এখানে এনেছেন। পেলহ্যাম পুলিশ বিভাগ এক টুইটার বার্তায় বলেছে মি: কার-এর মতো একজন ব্যক্তির সাথে দেখা হওয়ায় তারা গৌরব বোধ করছেন। মুভিং কোম্পানির প্রধান নির্বাহী লুক মার্কলিন এ খবর জানার পর তাঁর কর্মচারীর সাথে দেখা করার জন্য এসেছেন।

আসামের ৪০ লাখ 'রাষ্ট্রহীন' অধিবাসীর কী হবে

ভারতের আসামে অনেক ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বাস। কিন্তু এই রাজ্যের অনেক অধিবাসীর পরিচয় ও নাগরিকত্বের প্রশ্ন বহুদিন ধরে ঝুলে আছে। আসামের অধিবাসীদের মধ্যে রয়েছে বাঙালী ও অসমীয়ভাষী হিন্দুরা। মিশ্র উপজাতি গোষ্ঠীও রয়েছে। এই রাজ্যের ৩ কোটি ২০ লাখ অধিবাসীর এক-তৃতীয়াংশ মুসলমান। ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পরই দেশটির কোন রাজ্যে এত বেশী সংখ্যক মুসলমানের বাস। এই জনগোষ্ঠীর অনেকেই ব্রিটিশ শাসনের সময় আসামে বসতি গড়া ব্যক্তিদের উত্তরসূরী।

স্থানীয় অধিবাসীদের আন্দোলন-বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৫ সালে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে একটি চুক্তি হয়। ঐ চুক্তি অনুযায়ী ১৯৭১ সালের ২৪শে মার্চের পর আসামে যাওয়া ব্যক্তিরা বিদেশী নাগরিক বলে বিবেচিত হবেন। আসামে প্রকাশিত বিতর্কিত তালিকায় দেখা যাচ্ছে, সেখানকার প্রায় ৪০ লাখ বাসিন্দা অবৈধ অভিবাসী। পৃথকভাবে গত বছর বিশেষ একটি আদালত আসামের প্রায় এক হাযার অধিবাসীকে বিদেশী নাগরিক ঘোষণা করে আটককেন্দ্রে পাঠানোর নির্দেশ দেন। এই রাজ্যের ৩৩টি যেলার ১৫টিতেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অবৈধ বিদেশীর বাস। ১৯৮৫ সালের পর এখন পর্যন্ত প্রায় একশ' বিশেষ আদালত ৮৫ হাযার মানুষকে বিদেশী ঘোষণা করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের অভিবাসনবিরোধী নীতির কারণে যেমন বহু শিশু পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়েছে, একইভাবে আসামেও বহু পরিবার ভেঙেছে। এ রাজ্যে নাগরিক পঞ্জীকরণ তালিকা প্রকাশের পর হঠাৎ করেই লাখো মানুষ রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপি আসাম রাজ্যের ক্ষমতায়। দলটি অতীতেও অবৈধ মুসলমান অভিবাসীদের দেশ থেকে বের করে দেওয়ার দাবী তুলেছে। যে সময় জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা রাষ্ট্রহীনতা অবসানের চেষ্টা চালাচ্ছে, ঠিক সেই সময় ভারতে এমন ঘটনা বড় ধরনের কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে।

মুসলিম জাহান

২৯ দিনেই কুরআন মুখস্থ

পাকিস্তানের লাহোর প্রদেশের গাজিয়াবাদ এলাকার বাসিন্দা অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান জুয়াইরিয়া অসম্ভব মেধাবী ছাত্রী। দৃঢ় সংকল্প ও অদম্য আগ্রহের ফলে এক মাসেরও কম সময়ে পবিত্র কুরআন মুখস্থ করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। গাজিয়াবাদ কলেজের এই মেধাবী কলেজছাত্রী মাত্র ২৯ দিনে কুরআন মুখস্থ করে অনন্য রেকর্ড গড়েছেন। খবর আন্তর্জাতিক কুরআন বিষয়ক বার্তা সংস্থা ইকনার। গত জুন মাসে কলেজ ছুটির ফাঁকে তিনি কুরআন মুখস্থ করার উদ্যোগ নেন এবং অল্প সময়ে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছেন। মাত্র ২৯ দিনে কুরআন হেফয করে নিজেকে ধন্য মনে করছেন তিনি। জুয়াইরিয়ার পিতা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তাদের সংসার চলে ভীষণ অর্থকষ্টে। নিজে বেশী পড়ালেখা করতে না পারলেও দুই মেয়েকেই শিক্ষিত হিসাবে গড়ে তুলতে চান বাবা। লাহোরের শিক্ষা অধিদফতর জানিয়েছে, পাকিস্তানী এই ছাত্রীর কুরআন মুখস্থের রেকর্ডটিকে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস বুকে নথিভুক্ত করার আবেদন জানানো হবে।

৫০ বছরের দীর্ঘ লড়াইয়ের অবসান

ফিলিপাইনের মুসলিমরা পেল স্বায়ত্তশাসন

নতুন মুসলিম স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গঠনের লক্ষ্যে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট রদ্রিগো দুতার্তে। এর মাধ্যমে অর্ধ শতাব্দী ধরে দেশটির দক্ষিণাঞ্চলের অস্থিরতার অবসান হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট দফতরের মুখপাত্র হ্যারি রোক এবং আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী বং গো গত ২৬শে জুলাই বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে সাংবাদিকদের জানান, স্বায়ত্তশাসিত হ'তে যাওয়া মুসলিম অঞ্চলটির নাম দেয়া হবে বাংসামরো।

তারা জানান, গত দুই দশক ধরে চার প্রেসিডেন্টের আমল থেকে মধ্যস্থতার মধ্যে দিয়ে অবশেষে এ সপ্তাহে দেশটির পার্লামেন্টের দুই কক্ষের অনুমোদন পায় চুক্তিটি। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মিন্দানাও অঞ্চলের বাংসামরোর জন্য আলাদা আইন ব্যবস্থার এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন প্রেসিডেন্ট দুতার্তে। এর মাধ্যমে দুতার্তে তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন।

মিন্দানাওর দক্ষিণাঞ্চল থেকে নির্বাচিত হওয়া দেশটির প্রথম প্রেসিডেন্ট দুতার্তে এ আইন পাশের ব্যাপারে কংগ্রেসকে চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। যার কারণে মূলত কয়েক দশক ধরে অঞ্চলটিতে মুসলিম স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী 'মরো ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্টে'র (এমআইএলএফ) সাথে শান্তি স্থাপন সম্ভব হ'ল।

৬০-এর দশক থেকে স্বাধীন ভূমির জন্য লড়ছিল এমআইএলএফ। এরজন্য ফিলিপাইনী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ৩০ হাযার সশস্ত্র যোদ্ধা গড়ে তুলেছিল তারা। এখন মিন্দানাও মুসলিম প্রশাসকের মাধ্যমে এমআইএলএফের সাথে শান্তি চুক্তির মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলটিতে মুসলমানদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান করে মূলতঃ শান্তি ফিরিয়ে আনলেন দুতার্তে।

মালেয়শিয়ায় দুর্নীতির ভয়াবহ বিস্তারে হতাশ মাহাথির

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মুহাম্মদ বলেছেন, আমরা সরকারের দায়িত্ব নেয়ার পর যে পরিস্থিতি দেখছি তাতে বিশ্বস্ত কোন কর্মকর্তা পাওয়াই কঠিন হয়ে পড়েছে। বাইরে থেকে আমরা বুঝতে পারছিলাম, দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছে গোটা প্রশাসন। কিন্তু পরিস্থিতি এতটা ভয়াবহ তা প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসার আগে বুঝতে পারিনি। সরকার যাদের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেবে, সেই শীর্ষ কর্মকর্তাদের অধিকাংশই দুর্নীতিগ্রস্ত। আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তায় ঠাসা একটি প্রশাসনের উত্তরাধিকারী পেয়েছি। বাইরে থেকে মালয়েশিয়ার যে ক্ষতিটা আমরা দেখছি ভেতরে তার রূপ আরো বেশী ভয়াবহ। আমরা কখনই আশা করিনি এত বিশাল ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই হতাশা ব্যক্ত করেন।

মাহাথিরের পূর্বসূরি নাজীব রাজাক জনগণের বিপুল অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ক্ষমতাগ্রহণের পর আমাকে এমন লোকজনকে নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে যারা নিজেরাই দুর্নীতির কারণে বিচারের মুখোমুখি হবার যোগ্য। এদের দিয়ে কাজ চালানো ভীষণ কঠিন একটা কাজ। কারণ যাদের আপনি বিশ্বাস করতে পারেন না, তাদের যে দায়িত্ব দিবেন তা তারা আদৌ ঠিকভাবে করবে কি-না সেই সংশয় থেকে বের হওয়া কঠিন।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের সর্বশেষ সূচক অনুসারে মালয়েশিয়া বিশ্বের ৬২তম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ।

সঊদী আরবে রোবটচালিত ফার্মেসী চালু

সঊদী আরবে প্রথমবারের মতো চালু হ'ল স্মার্ট ফার্মেসী। তাবূকের কিং ফাহাদ স্পেশালিস্ট হসপিটালে এই ফার্মেসী চালু করেছেন গভর্নর প্রিন্স ফাহাদ বিন সুলতান। চমকপ্রদ বিষয় হ'ল, গোটা ফার্মেসী পরিচালনা করবে একটি রোবট। প্রদেশের হেলথ অ্যাফেয়ার্সের মহাপরিচালক ঘুরমাল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ আল-ঘামদির সঙ্গে আলোচনার পরই গত ১৯শে জুলাই বৃহস্পতিবার এই ফার্মেসী উদ্বোধন করা হয়। রোবটচালিত এই স্মার্ট ফার্মেসি ঘণ্টায় দেড় হাযার প্যাকেট ওষুধপত্র সরবরাহ করতে পারবে বলে জানানো হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, ফার্মেসীর স্টোরে ২০ হাযার ওষুধ মজুদকরণ, মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ সরিয়ে ফেলা এবং ঘণ্টায় ২৪০টি প্রেসক্রিপশনের ওষুধ দেখে তা সরবরাহ করতে পারবে রোবট। এতে করে কর্মী এবং রোগীদের অনেক সময় বেঁচে যাবে। ওষুধের মজুদ এবং গুণগত মান ধরে রাখার বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া সম্ভব হবে।

মালয়েশিয়ার রাজনীতিবিদ ও সরকারী কর্মকর্তাদের ফুল ও খাবার ছাড়া অন্য উপহার নেওয়া নিষিদ্ধ

মালয়েশিয়ার রাজনীতিবিদ ও সরকারী কর্মকর্তারা উপহার হিসাবে শুধু ফুল ও খাবার ছাড়া অন্য কোন উপহার নিতে পারবেন না। এমনকি একটি ক্রেস্ট গ্রহণ করতে হ'লেও তাদেরকে রাষ্ট্রের অনুমতি নিতে হবে। সম্প্রতি দেশটির প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মুহাম্মদ মন্ত্রীসভার বিশেষ বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মাহাথির বলেন, একটি ক্রেস্ট গ্রহণ করতেও রাজনীতিবিদ ও সরকারী কর্মকর্তাদের অনুমতি নিতে হবে। যদি তাদেরকে মার্সিডিজ গাড়ি উপহার দেওয়া হয়, তবে তা অবশ্যই ফেরত দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, মন্ত্রীসভার সবাই সরকারী কর্মকর্তা। প্রধানমন্ত্রী, উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং রাজনৈতিক সচিবদেরও সম্পদ ও আয়ের তথ্য প্রদান করতে হবে।

[সরকারী কর্মকর্তাদের কোনরূপ হাদিয়া নেওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ। অতএব সেটাই কাম্য (স.স.)]

ট্রাম্পের চুক্তি মেনে নিতে কয়েকটি আরব দেশের চাপ প্রয়োগে মাহমূদ আব্বাস বিস্মিত

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'শতাব্দীর সেরা চুক্তি' মেনে নিতে ফিলিস্তীনী প্রেসিডেন্ট মাহমূদ আব্বাসের ওপর চাপ প্রয়োগ

করছে কয়েকটি আরব দেশ। কয়েক দশকের মার্কিন রীতির ব্যত্যয় ঘটিয়ে ২০১৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর জেরুযালেমকে ইস্রাঈলের রাজধানী হিসাবে স্বীকৃতির ঘোষণা দেন ট্রাম্প। ফলে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ফিলিস্তীনীরা। স্বীকৃতির প্রতিবাদে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ হয়। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভোটাভুটির পর এই স্বীকৃতি প্রত্যাখ্যান করে একটি প্রস্তাব পাস হয়।

কিন্তু বিস্ময়করভাবে তা মেনে নিতে চাপ আসে কয়েকটি আরব দেশের পক্ষ থেকে। মাহমূদ আব্বাসের ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলো জানিয়েছে, চাপ প্রয়োগকারী দেশের মধ্যে সঊদী আরব ও জর্ডান অন্যতম। আরব দেশগুলোর এমন অবস্থানে আব্বাস বিস্মিত হয়েছেন। এমন চাপ দেওয়াকে তিনি ফিলিস্তীনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বলেও মনে করছেন।

উল্লেখ্য, ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইস্রাঈলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিতে দুই রাষ্ট্রের প্রস্তাব করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, দখলকৃত গাযা উপত্যকা চলে যাবে মিসরের অধীনে। আর দখলকৃত পশ্চিম তীরের একাংশ থাকবে জর্ডানের অধীনে। আর অবশিষ্টাংশ শাসন করবে ইস্রাঈল। এখানে বসবাসরত ফিলিস্তীনীদের ইস্রাঈল রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।

[আমরা ফিলিস্তীনী মুসলমানদের মুক্তির জন্য আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করছি (স.স.)]

ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় সঊদী আরবের মরুদ্যান আল-আহসা

জাতিসংঘের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যবিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো নতুন সাতটি বিশ্ব ঐতিহ্যের নাম ঘোষণা করেছে। তার মধ্যে অন্যতম হ'ল- সঊদী আরবের আল-আহসা মরুদ্যান। সম্প্রতি বাহরাইনে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটির ৪২তম অধিবেশনে এসব নতুন নাম ঘোষণা করা হয়। দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে অবস্থিত আল-আহসা এক পুরনো শহরের নাম। যার অবস্থান রাজধানী রিয়াদ থেকে ৩৩০ কিলোমিটার দূরে। এখানে বিশ্বের সর্ববৃহৎ মরুদ্যান অবস্থিত। এখানে প্রায়ই বৃষ্টি হয়, এমনকি মাঝে-মধ্যে বন্যাও দেখা দেয়।

ইউনেস্কো জানায়, বাগান, খাল, ঝর্ণা, কূপ ও হ্রদের পাশাপাশি মরুদ্যান ও কিছু পুরনো বাড়িঘরের স্থাপনাও রয়েছে। এছাড়া ঐতিহাসিক দুর্গ, মসজিদ, কূপ ও পানি ব্যবস্থাপনার কিছু উপকরণ রয়েছে।

বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান লাল চাউল আল-আহসায় চাষ করা হয়। যার প্রতি কেজি চাল ৫০ রিয়ালেরও বেশী মূল্যে বিক্রি হয়। মরুদ্যানটির ৩০ লাখ পাম গাছ, ৪ লাখ ফল গাছ থেকে বছরে এক লাখ টন খেজুর ও ১৩ হাজার টন ফল পাওয়া যায়। এখানেই সঊদী আরবের সর্ববৃহৎ ৩ লাখ ৭৯ হাযার বর্গ কিলোমিটার ব্যাপী তেলের খনি অবস্থিত।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

সৌরমণ্ডলের বাইরে পৃথিবীর মত দু'টি গ্রহের সন্ধান লাভ

সৌরজগতের বাইরে দু'টি গ্রহের খোঁজ পেয়েছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। এ দুই গ্রহের সঙ্গে সৌরজগতের নীল গ্রহ পৃথিবীর অনেক মিল রয়েছে। এখানে থাকতে পারে বহির্জাগতিক প্রাণের অস্তিত্ব। এক্সোপ্ল্যানেট বা বহির্জাগতিক এই দুই গ্রহের একটি ৫০০ এবং অপরটি ১২০০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। মহাজগতের যে অঞ্চলে জীবনের সম্ভাবনা রয়েছে সে অঞ্চলে এর অবস্থান। একটি নক্ষত্রের চারপাশে ঘুরছে এটি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজীর চালানো নতুন গবেষণা সমীক্ষায় উঠে এসেছে ১২০০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত কেপলার-৬২এফ গ্রহ সম্পর্কে নতুন তথ্য। পৃথিবীর চাইতে আকারে বড় এ গ্রহের সঙ্গে আমাদের পৃথিবীর বহু মিল খুঁজে পাওয়া গেছে।

প্রথম যান্ত্রিক হার্ট প্রতিস্থাপন

পাকিস্তানে প্রথমবারের মতো একজন নারীর দেহে যান্ত্রিক হার্ট সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। গত ৯ই জুলাই দেশটির ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কার্ডিয়াক ভাসকুলার ডিজিজের (এনআইসিভিডি) একদল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সফলভাবে এই হার্ট প্রতিস্থাপন করেন। দেশটির চিকিৎসা ইতিহাসে যান্ত্রিক হার্টের সফল প্রতিস্থাপনের এই ঘটনাকে মাইলফলক হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। কেননা এর আগে কখনই নযীরবিহীন এই হার্ট প্রতিস্থাপনের ঘটনা দেশটিতে ঘটেনি। ৬২ বছর বয়সী নাফীসা বেগম যান্ত্রিক হার্ট ব্যবহারকারী প্রথম পাক নারী। এনআইসিভিডির প্রশাসক হামীদুল্লাহ মালিক বলেন, অস্ত্রোপচারের আগে ঐ নারীর হার্ট মাত্র ১৫ শতাংশ কার্যকর ছিল।

ইলেকট্রিক ব্যাটারি চালিত বিমান-গাড়ি-ফেরি

নরওয়ে হচ্ছে পুরো বিশ্বের মধ্যে প্রথম দেশ যারা তাদের পুরো পরিবহন ব্যবস্থাকে বৈদ্যুতিক জ্বালানি নির্ভর ব্যবস্থায় রূপান্তরের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়েছে। একটা লক্ষ্য হচ্ছে, ২০৪০ সাল নাগাদ নরওয়ের সব স্বল্প দূরত্বের প্লেন ইলেকট্রিক ব্যাটারি দিয়ে চালানো। ২০২৫ সাল নাগাদ দেশটিতে বৈদ্যুতিক ব্যাটারি চালিত গাড়ি ছাড়া আর সব গাড়ি নিষিদ্ধ করা হচ্ছে।

নরওয়ে তার পুরো পরিবহন ব্যবস্থাকে বিদ্যুৎ চালিত ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করতে চায়। সেই লক্ষ্যেই তৈরি করা ইলেকট্রিক ব্যাটারি চালিত বিমান। আকারে এটা এতটাই ছোট যে, তার ভেতর একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ ঢোকা এবং সীটে বসাটা যেন রীতিমত একটা লড়াই।

একটা কাগজের মতো যেন নিজেকে ভাঁজ করতে হয় এই সীটে বসতে গিয়ে। যেন অনেকটা বাচ্চাদের পার্কের কোন রাইডে চড়ার মতো ব্যাপার। কিন্তু এটি আসলে বিশ্বের সবচেয়ে অত্যাধুনিক বিমানগুলোর একটি। এই বিমানটির ইঞ্জিনের শব্দ অন্য বিমানের মতো নয়। মনে হবে যেন কোন বড় ফ্যান ঘুরছে। আর কোন ধোঁয়া বের হয় না এই ইঞ্জিন থেকে।

ইলেকট্রিক প্লেনের উদ্ভাবক টিনা টিমোজোয়েকি বলছেন, নরওয়ে স্বল্প দূরত্বের যেসব ফ্লাইট ইলেকট্রিক ব্যাটারি চালিত বিমান দিয়ে পরিচালনার কথা বলছে, সেগুলো মূলত দু'শো হ'তে তিনশো কিলোমিটারের পথ পাড়ি দিতে সক্ষম।

শুধু বিমান নয়, নরওয়েতে আরও অনেক ধরনের যানবাহনকেই ইলেকট্রিক ব্যাটারি চালিত বাহনে পরিণত করা হচ্ছে। পশ্চিম নরওয়েতে ইলেকট্রিক ব্যাটারি চালিত ফেরি চলাচল শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। এই ফেরিটিতে শব্দ বলতে গেলে শোনাই যায় না। নরওয়ের রাস্তায় চলছে ইলেকট্রিক কার। এটি দামে সস্তা, এটির চালানোর ও মেরামত খরচও বেশ কম। নরওয়ের সরকার ইলেকট্রিক কার চালানোর জন্য প্রচুর ভর্তুকি দেয়। ইলেকট্রিক কারের জন্য পার্কিং এবং ফেরি পারাপারের ফি পর্যন্ত কম। এটা পরিবেশের জন্যও খুব ভালো। বিদ্যুৎ চালিত যানবাহনের ক্ষেত্রে নরওয়ে অন্যদের তুলনায় অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

দায়িত্বশীল বৈঠক

উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ২৭শে জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চট্টগ্রাম যেলার উদ্যোগে মহানগরীর উত্তর পতেঙ্গাস্থ বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলদের সমন্বয়ে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. শামীম আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর দাঈ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক ইমাম হোসাইন।

প্রশিক্ষণ

মহিষখোঁচা, আদিতমারী, লালমণিরহাট ২৯শে জুন শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় মহিষখোঁচা বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' লালমণিরহাট যেলার উদ্যোগে দিনব্যাপী এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ কাযী প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলাম।

বড় চাপড়া, ধুনট, বগুড়া ১১ই জুলাই বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার ধুনট উপযেলার বড় চাপড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ধুনট উপযেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয আবুবকর ছিদ্দীক্বের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও নিমগাছী এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবু সাঈদ প্রমুখ।

মহাদেবপুর, নওগাঁ ১৩ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মহাদেবপুর উপযেলাধীন জাহাঙ্গীরপুর কলেজপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মহাদেবপুর উপযেলার উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ও বাদ মাগরিব আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইবরাহীম হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর দাঈ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইন, যুববিষয়ক সম্পাদক মাস্টার নাযিমুদ্দীন ও অত্র মসজিদের খত্বীব মাওলানা আব্দুল হাকীম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আকবর আলী।

পাঁজরভাঙ্গা, মান্দা, নওগাঁ ২রা আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মান্দা উপযেলাধীন পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর দাঈ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ শহীদুল আলম, প্রচার সম্পাদক মাওলানা আফযাল হোসাইন, অর্থ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল আহাদ ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রাযযাক প্রমুখ।

সুধী সমাবেশ

বিলনাথার, ধুনট, বগুড়া ২৭শে জুন বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার ধুনট থানাধীন বিলনাথার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বিলনাথার শাখার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক হাফেয নজীবুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর যুব বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, ধুনট উপযেলা সভাপতি হাফেয আবুবকর ছিদ্দীক, বিলনাথার শাখার সভাপতি হাফেয মাওলানা আব্দুল বাসেত ও 'যুবসংঘ'-এর কর্মী মাষ্টার মাসউদুর রহমান প্রমুখ।

শৈল ধুকড়ী, ধুনট, বগুড়া ৯ই জুলাই সোমবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার ধুনট থানাধীন শৈল ধুকড়ী জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' শৈল ধুকড়ী শাখার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুল বারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয আবুবকর ছিদ্দীক, সাংগঠনিক সম্পাদক ফরাইযুল ইসলাম, ইসলামপুর (ঈশ্বরঘাট) শাখার সভাপতি তবীবুর রহমান প্রমুখ।

নিমগাছী, ধুনট, বগুড়া ১০ই জুলাই মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার ধুনট থানাধীন নিমগাছী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নিমগাছী এলাকার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয আবুবকর ছিদ্দীক্বের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাফেয মাওলানা মোখলেছুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নূরুল ইসলাম, ধুনট উপযেলা প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবু ছায়েম ও নিমগাছী এলাকা সভাপতি মুহাম্মাদ আবু সাঈদ প্রমুখ।

নূরুলহুদা, দিনাজপুর-পশ্চিম ৪ঠা আগষ্ট শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার পার্বতীপুর থানাধীন নূরুলহুদা জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ডাঙ্গারহাট এলাকার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ আকবর আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয়

দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সুধী সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রংপুর যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ ও স্থানীয় সুধী খলীলুল্লাহিল হাদী নাফীস। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি' পার্বতীপুর উপযেলার সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন।

যুবসংঘ

লেখক প্রশিক্ষণ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৫শে জুলাই সোমবার : অদ্য দুপুর ৩-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের ৩য় তলার হল রুমে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক লেখক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ও হাদীছ ফাউন্ডেশন-এর গবেষণা সহকারী ড. নূরুল ইসলাম, হাদীছ ফাউন্ডেশন গবেষণা বিভাগের পরিচালক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও 'আল-আওনে'র প্রচার সম্পাদক রাক্বীবুল ইসলাম প্রমুখ। মেহমানগণ প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, অনুবাদ সাহিত্য ও শিশু সাহিত্য রচনার কলা-কৌশল এবং ভাল লেখক হওয়ার উপায় ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মারকায এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক নাজমুন নাঈম। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণে অর্ধ শতাধিক প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে।

আল-'আওন

জামদই, মান্দা, নওগাঁ ১লা আগষ্ট বুধবার : অদ্য দুপুর ২-টায় নওগাঁ যেলার মান্দা উপযেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্স জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে 'আল-'আওন'-এর সদস্য সংগ্রহ ও ব্লাড গ্রুপিং করা হয়। নওগাঁ যেলা 'আল-'আওন'-এর সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ শাহীনুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ক্যাম্পিংয়ে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ যেলার সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নওগাঁ যেলার সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ও যেলা 'আল-'আওন'-এর অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম প্রমুখ। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ১৫ জনের ব্লাড গ্রুপিং করা হয় এবং ৩০ জন রক্ত দাতা সদস্য তালিকাভুক্ত করা হয়।

নারায়ণগঞ্জ, ৪ঠা আগষ্ট শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় নারায়ণগঞ্জ যেলার আড়াইহাযার থানার অন্তর্গত টেকপাড়া পুরিন্দা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আল-'আওন-এর সদস্য সংগ্রহ ও ব্লাড গ্রুপিং করা হয়। এই ক্যাম্পিংয়ে ৪০ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ৩৬ জন রক্ত দাতা সদস্য তালিকাভুক্ত করা হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ যেলা 'আল-'আওন'-এর সভাপতি ডাঃ আ.ন.ম. সাইফুল ইসলাম নাঈম ও সাধারণ সম্পাদক আযীযুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘে'র সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ এনামুল্লাহ আল-মুজাহিদ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রাসেল মিঞা প্রমুখ।

হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সঊদী আরব গমন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** গত ৬ই আগষ্ট সোমবার দিবাগত রাত ১-টা ৪০ মিনিটের ফ্লাইটে হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে সঊদী আরব গমন করেন। তাঁর সফরসঙ্গী হিসাবে আছেন তাঁর তিন ছেলে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন গবেষণা বিভাগে'র পরিচালক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব ও 'আল-'আওন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির এবং আমীরে জামা'আতের ছোট বোন মুসাম্মাৎ হালীমা খাতুন। ঢাকা বিমানবন্দরে তাঁদেরকে বিদায় জানান 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক এহসান এলাহী যহীর, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক শামসুল আলম, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আযীমুদ্দীন, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মারূফ, পুরান ঢাকার মালিটোলা শাখা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মুহাম্মাদ বাশীর, বেলাল বিন কাসেম (গাযীপুর), মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম (পূর্বাচল, ঢাকা) মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম (আশকোনা, ঢাকা), কাযী ছালাহুদ্দীন (ঢাকা) প্রমুখ। তাঁরা সকলের নিকট দো'আ প্রার্থী।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' লালমণিরহাট যেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা জাহিদ হোসাইন (৫৭) গত ২৬শে জুলাই বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টায় ঢাকা সিএমএইচ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। তিনি মৃত্যুকালে স্ত্রী, ২ ছেলে ও ২ মেয়ে রেখে যান। উল্লেখ্য, গত ১৭ই জুলাই মঙ্গলবার সকালে ব্রেন স্ট্রোক করার পর তাকে প্রথমে লালমণিরহাট সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে রংপুর সিএমএইচ হাসপাতালে এবং ২০শে জুলাই শুক্রবার ঢাকার সিএমএইচ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরদিন ২৭শে জুলাই সকাল ১০-টায় লালমণিরহাটের আদিতমারী থানাধীন দক্ষিণ বালাপাড়া সিনিয়র মাদরাসা ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াহেদ কাযী। অতঃপর তাকে আদিতমারী থানার মহিষখোঁচা ইউনিয়নের বার খড়িয়া গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় যেলা ও উপযেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪৪১) : ঈদের দিন শুভেচ্ছা বিনিময়ের সময় তাকাব্বালাল্লাহু... বলা সাথে সাথে ঈদ মোবারক বলা বিদ'আত হবে কি?

-আব্দুল হালীম, মালদ্বীপ।

উত্তর : ঈদ মোবারক (আপনার ঈদ বরকতপূর্ণ হৌক) বলা বিদ'আত নয়। কেননা এটি ইবাদত পালন বা বিশেষ ছওয়াবের উদ্দেশ্যে করা হয় না। তাছাড়া ঈদের সময় অনেক ছাহাবী ও তাবেঈ এরূপ অভিনন্দনসূচক বাক্য ব্যবহার করেছেন। যেমন তাঁরা পরস্পর সাক্ষাৎকালে বলতেন, 'তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ও মিনকা' (আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদের পক্ষ থেকে কবূল করে নিন) *(মু'জামুল কাবীর হা/১২৩; শু'আবুল ঈমান হা/৩৭২০; রওযাতুল মুহাদ্দিছীন হা/৪০০; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৩২৫৫; তামামুল মিন্না ১/৩৫৫, সনদ হাসান)*। সুতরাং উক্ত দো'আ বা আরও অনুরূপ দো'আমূলক শব্দ ও বাক্য যেমন ঈদ মুবারাক, ঈদ সাঈদ প্রভৃতি ব্যবহার করায় দোষ নেই *(ইবনু তায়মিয়া, মাজমূ' ২৪/২৫৩; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৬/১২৯; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব ১৩/৩৭৭)*।

প্রশ্ন (২/৪৪২) : মোবাইলে ব্যালান্স না থাকলে ইমারজেন্সী ব্যালান্স নিতে হয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে কোম্পানী অল্প কিছু টাকা অতিরিক্ত কেটে নেয়। এটা সূদের অন্তর্ভুক্ত হবে কি?

-মাহফূয, পাবনা।

উত্তর : সার্ভিস চার্জ হিসাবে কাটলে সেটি সূদ হবে না। কিন্তু লক্ষ্য করা যায় যে, তাদের গৃহীত চার্জ স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশী, অর্থাৎ সার্ভিস চার্জ ব্যতীত অতিরিক্ত অর্থও কাটা হয়। প্রকৃতই যদি এরূপ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা হয়, তবে তা সূদ হবে। কেননা হাদীছে এসেছে 'কোন ঋণ যদি লাভ নিয়ে আসে, তবে তা সূদ' *(সুনান বায়হাক্বী হা/১০৯৩৩)*। হাদীছটি মারফূ' ও মাওকূফ বিভিন্ন সূত্রে যঈফ সনদে এলেও এর মর্মার্থ ছহীহ। সর্বোপরি সন্দেহজনক লেনদেন থেকে বিরত থাকাই উত্তম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, সন্দিগ্ধ বিষয় পরিহার করে নিঃসন্দেহ বিষয়ের দিকে ধাবিত হও। কেননা সত্যে রয়েছে প্রশান্তি এবং মিথ্যায় রয়েছে সন্দেহ' *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৭৭৩)*।

প্রশ্ন (৩/৪৪৩) : শিরকের গুনাহ থেকে ফিরে আসার জন্য তওবা করার পর নতুনভাবে কালেমা পাঠ এবং নতুনভাবে বিবাহ নবায়ন করতে হবে কি?

-ছাবীহা আফরীন, আজিমপুর, ঢাকা।

উত্তর : কোন মুসলিম ব্যক্তি শিরক থেকে তওবা করার পর নতুনভাবে কালিমা পাঠ করতে হবে না কিংবা বিবাহ নবায়নেরও কোন প্রয়োজন নেই। কেননা শিরকের মত মহাপাপে জড়িত থাকলেও সে ব্যক্তি ইসলাম অস্বীকারকারী নয়। অতএব তার জন্য তওবাই যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'বল, হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(যুমার ৩৯/৫৩)*। ইবনু কাছীর বলেন, এটি সকল গুনাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যে কেউ কুফরী কর্ম করল বা শিরক করল, সন্দেহ পোষণ করল, মুনাফিক্বী করল, মানবহত্যা করল, কোন ফাসিকী কর্ম করল কিংবা অনুরূপ কোন পাপ করল, অতঃপর এগুলো থেকে তওবা করল, আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন *(তাফসীর ইবনু কাছীর, অত্র আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (৪/৪৪৪) : 'কালেমা তাইয়েবা'র বাক্যটি কি? এটা নিয়ে মতবিরোধের কারণ কি?

-ওমর ফারূক, পীরগাছা, রংপুর।

উত্তর : কালেমা তাইয়েবাহ হ'ল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। কিছু অজ্ঞ ব্যক্তি এই কালেমার সাথে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' যোগ করে একে 'কালেমা তাইয়েবাহ' বলে। অথচ মুহাম্মাদ যোগ করলে সেটি 'কালেমা শাহাদাত' হয়ে যায়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, কালেমা ত্বাইয়েবা হ'ল 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' *(তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা ইবরহীম ২৪ আয়াত)*। আদম (আঃ) থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবীরই কালেমা ছিল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' *(আম্বিয়া ২১/২৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সর্বোত্তম যিকির হ'ল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' *(তিরমিযী হা/৩৩৮৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৮০০; মিশকাত হা/২৩০৬; সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (৫/৪৪৫) : যাদের হজ্জ কবুল হয় তাদের নিক্ষিপ্ত কংকর আল্লাহ উঠিয়ে নেন। আর যাদের হয় না তাদেরগুলি সেখানেই পড়ে থাকে। উক্ত কথাটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত কি?

-শাহ আলম, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত মর্মে মারফূ ও মাওকূফ সূত্রে বেশ কিছু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হাদীছগুলো যঈফ। তবে ওমর, ইবনু আব্বাস, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী থেকে কতিপয় আছারের সনদ ছহীহ। শায়খ আলবানী মাওকূফ সূত্রগুলোকে ছহীহ বলার পর উল্লেখ করেন, এগুলো মারফূ'র হুকুম রাখে কি না আমার নিকট স্পষ্ট নয় *(সিলসিলা যঈফাহ হা/২০৮-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। আবুত তুফায়েল (রাঃ) ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে বলেন, লোকেরা জাহেলী যুগে ও ইসলামী যুগে এত পাথর নিক্ষেপ করা সত্ত্বেও রাস্তা বন্ধ হয় না কেন? উত্তরে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যাদের পাথর কবুল করা হয় সেগুলো উঠিয়ে নেওয়া হয়। যদি এমনটি না হ'ত তাহ'লে এখানে পাথরের টিলা বা পাহাড় সৃষ্টি হয়ে যেত *(ফাকেহী, আখবারে মাক্কাহ হা/২৫৮৬; ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৫৫৭৩, সনদ জাইয়েদ)*। সাখাভী বলেন, আমার উস্তায হাফেয ইবনু

হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'আমি এর আশ্চর্যজনক দৃশ্য অবলোকন করেছি। আমি এ বিষয়ে ভাবছিলাম। তারপর দেখলাম বহুলোক অনেক পাথর নিক্ষেপ করছে। কিন্তু কেবল গুটিকয়েক পাথরই মাটিতে পতিত হচ্ছে' *(সাখাভী, আল-মাক্বাছিদুল হাসানাহ, হা/৯৭২-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। সর্বোপরি মূল বিষয় আল্লাহ্ই অধিক অবগত।

প্রশ্ন (৬/৪৪৬) : কারণবশতঃ এক মসজিদে ই'তিকাফ করে অন্য মসজিদে তারাবীহর ছালাতের ইমামতি করা যাবে কি?

-আবুল কালাম আযাদ, মহিমাগঞ্জ, ময়মনসিংহ।

উত্তর : এরূপ সুযোগ নেই। কেননা ই'তিকাফ অবস্থায় একান্ত বাধ্যগত অবস্থা ব্যতীত মসজিদ থেকে বের হওয়া যাবে না। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ই'তিকাফে থাকা অবস্থায় প্রাকৃতিক প্রয়োজন (পেশাব-পায়খানা ইত্যাদি) ব্যতীত গৃহে প্রবেশ করতেন না' *(বুখারী হা/২০২৯; মুসলিম হা/২৯৭; মিশকাত হা/২১০০)*। তিনি আরো বলেন, ই'তিকাফকারীর জন্য সুন্নাত হ'ল, সে কোন রোগী দেখতে যাবে না, জানাযায় অংশগ্রহণ করবে না, স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না, স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে না এবং বাধ্যগত প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাবে না'... *(আবুদাঊদ হা/২৪৭৩; মিশকাত হা/২১০৬; আল আছারুছ ছহীহ হা/৪২২; ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ৩/১৯২)*।

প্রশ্ন (৭/৪৪৭) : আমার স্বামীর কিছু অনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য মাঝে মাঝে তার সাথে ঝগড়া হয়। একসময় আমি তার উপর অভিশাপ দেই যেন ঈমানহারা অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এরূপ অভিশাপ দেওয়া জায়েয কি? এর কোন কার্যকারিতা আছে কি?

-বিউটি বেগম, ময়মনসিংহ।

উত্তর : কোন মুমিন অপর মুমিনকে অভিশাপ দিতে পারে না *(আহমাদ হা/৩৯৪৮, তিরমিযী হা/১৯৭৭, মিশকাত হা/৪৮৪৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন মুমিনকে অভিশাপ দেয়া তাকে হত্যা করার সমতুল্য' *(বুখারী হা/৬৬৫২; মুসলিম হা/১৭৬; মিশকাত হা/৩৪১০)*। বিশেষত নারীদের অধিকহারে জাহান্নামের যাওয়ার বড় কারণ হিসাবে হাদীছে এসেছে যে তারা বেশী বেশী অভিশাপ প্রদান করে *(বুখারী হা/৩০৪; মুসলিম হা/১৩২; মিশকাত হা/১৯)*। সুতরাং স্ত্রীর জন্য এরূপ অভিশাপ প্রদান করা মোটেও ঠিক হয়নি এবং এজন্য তাকে অবশ্যই তওবা করতে হবে। যদি স্বামী অনৈতিক কাজে জড়িত থাকে তবে তাকে সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে বুঝাতে হবে। এতে কাজ না হ'লে স্বামীর উপর ক্ষমতাবান ব্যক্তির মাধ্যমে বুঝানোর চেষ্টা করবে। এতেও কাজ না হ'লে তার হেদায়াতের জন্য দো'আ করবে অথবা ফিসখে নিকাহ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তবুও তাকে অভিশাপ দেয়া যাবে না।

আর অভিশাপের কার্যকারিতা রয়েছে যদি অভিশাপপ্রাপ্ত ব্যক্তি সত্যিই তার উপযুক্ত হয়। আর যদি উপযুক্ত না হয়, তবে অভিশাপদাতার প্রতিই তা ফিরে যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন কোন বান্দা কোন বস্তুকে অভিশাপ দেয় তখন ঐ অভিশাপ আকাশের দিকে অগ্রসর হয়। অতঃপর সেই অভিশাপের আকাশে ওঠার পথকে বন্ধ করে দেয়া হয়। তখন তা পুনরায় দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তনের জন্য রওয়ানা হয়, কিন্তু দুনিয়াতে আসার পথও বন্ধ করে দেয়ায় সে ডানে বামে যাওয়ার চেষ্টা করে। অবশেষে অন্য কোন পথ না পেয়ে যাকে অভিশাপ করা হয়েছে তার নিকট ফিরে আসে। তখন সেই বস্তু যদি ঐ অভিশাপের যোগ্য হয়, তাহলে তার ওপর ঐ অভিশাপ পতিত হয়। অন্যথায় অভিশাপকারীর ওপরই তা পতিত হয়' *(আবূ দাঊদ হা/৪৯০৫; মিশকাত হা/৪৮৫০; সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (৮/৪৪৮) : কোন নারীর জন্য গায়ের মাহরাম পুরুষদের সাথে ম্যাসেঞ্জারের মাধ্যমে যোগাযোগ করা করা বা দাওয়াতী কাজ করা জায়েয হবে কি?

-সাইফুল ইসলাম, ময়মনসিংহ।

উত্তর : বিশেষ প্রয়োজনে শারঈ আদব বজায় রেখে গায়রে মাহরামের সাথে যোগাযোগ করা যাবে। সেটা ম্যাসেঞ্জার, মোবাইল বা অন্য কোন যোগাযোগ মাধ্যমে হোক। কেননা এগুলি দ্বারা হাদীছে নিষিদ্ধ নারী-পুরুষের 'খালওয়া' বা 'নির্জনে একত্রিত হওয়া' বুঝায় না। কিন্তু অপ্রয়োজনে এমনকি দাওয়াতী কাজের উদ্দেশ্যে হ'লেও যোগাযোগ করা যাবে না। কারণ এতে গোপনালাপ কিংবা অন্তরের রোগ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, যা তাকে পাপ ও ফিতনায় নিমজ্জিত করতে পারে। আর কোন মুসলিমের জন্য শয়তানের চক্রান্ত থেকে সর্বদা সতর্ক থাকা কর্তব্য। নতুবা শয়তান ভাল মানুষের বেশেই কাউকে ধ্বংস করে দিতে পারে। আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। যে ব্যক্তি শয়তানের অনুসরণ করে, সে তো তাকে নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়' *(নূর ২৪/২১)*।

প্রশ্ন (৯/৪৪৯) : মুমূর্ষু রোগীর নিকটে কী কী কাজ করা শরী'আতসম্মত?

-হাফীযুল ইসলাম, তালবাড়িয়া, আলীপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : মৃত্যুপথযাত্রীর প্রতি কর্তব্য হ'ল তাকে তালক্বীন করানো। তালক্বীন (التلقين) অর্থ কথা বুঝানো বা দ্রুত মুখস্থ করিয়ে দেওয়া। মৃত্যুর আলামত দেখা গেলে রোগীর শিয়রে বসে তাকে কালেমায়ে ত্বাইয়িবা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' পড়ানো উচিত *(মুসলিম হা/৯১৭ (২); মিশকাত হা/১৬১৬)*। যাতে সে দ্রুত মুখস্থ বা স্মরণ করে নেয়। তাওহীদের স্বীকৃতিবাচক এই কালেমাই তাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তির সর্বশেষ বাক্য হবে *'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'* (নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত), সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(আবুদাঊদ হা/৩১১৬; মিশকাত হা/১৬২১)*। জমহূর বিদ্বানগণ কেবল *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ* পড়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। কেননা হাদীছে কেবল এতটুকুই এসেছে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৫৬)*।

উল্লেখ্য যে, তালক্বীনের অর্থ কেবল কালেমা শুনানো নয়। বরং তাকে কালেমা পড়ানোর চেষ্টা করা *(আহমাদ হা/১২৮৯৯, সনদ ছহীহ; তালখীছ ১১ পৃঃ)*। কিন্তু কালেমা পড়ানোর জন্য চাপাচাপি করা উচিত নয়। তাতে মুখ দিয়ে বেফাস কথা বের হয়ে যেতে পারে। একবার বলানোর পরে দ্বিতীয়বার চেষ্টা না করা উচিত। যাতে এই কালেমাই তার শেষ বাক্য হয়। আর

মাইয়েতের শিয়রে বসে সূরা ইয়াসীন পাঠ করার হাদীছটি যঈফ *(আহমাদ হা/২০৩১৬; আবুদাঊদ হা/৩১২১; ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৬২২)*।

প্রশ্ন (১০/৪৫০) : ১০. একজন ভাই কয়েক মাস পূর্বে তার চাকুরী হারিয়েছে। একদিন সে আমার কাছে এসে বলল যে, সে খুবই অর্থনৈতিক দুর্দশায় আছে। ইতিপূর্বে সে সচ্ছল জীবন যাপন করত। আমি তার দুরবস্থা দেখে আমার যাকাত ফাণ্ড থেকে ত্রিশ হাযার টাকা প্রদান করি। প্রশ্ন হ'ল এই দানটি যাকাত হিসাবে গণ্য করা যাবে কি?

-জাহিদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থাই ধর্তব্য, পূর্বের অবস্থা নয়। অতএব যে ব্যক্তি মিসকীন হিসাবে গণ্য, তাকে যাকাতের অর্থ প্রদান করতে বাধা নেই *(তওবাহ ৯/৬০)*। সুতরাং যাকাত প্রদানের নিয়ত সহকারে দান করে থাকলে তা যাকাত হিসাবে গণ্য হবে।

প্রশ্ন (১১/৪৫১) : আইয়ামে বীযের ছিয়াম এবং শাওয়ালের ৬টি ছিয়াম কি এক নিয়তের মধ্যে শামিল করা যাবে?

-আব্দুল কাবীর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।

উত্তর : আইয়ামে বীয ও শাওয়ালের ছিয়াম দু'টি পৃথক ইবাদত। একই নিয়তের মধ্যে শামিল করার কোন দলীল পাওয়া যায় না। সুতরাং পৃথক নিয়তে স্বতন্ত্রভাবে দু'টি ইবাদত পালন করতে হবে *(ছালেহ ফাওযান, আল-মুনতাকা ৫১/২৫)*। তবে কেউ যদি আইয়ামে বীযের দিনগুলোতে কিংবা সোমবার ও বৃহঃস্পতিবারে শাওয়ালের ছিয়াম পালন করে তবে তা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। যেমনভাবে মসজিদে ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করলে পৃথকভাবে 'তাহিইয়াতুল মাসজিদ' পড়ার আবশ্যকতা থাকে না *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২০/১৩-১৫)*।

প্রশ্ন (১২/৪৫২) : জিনদের মধ্যে কোন্ নবীর আগমন ঘটেছিল? কেননা সূরা আল-আন'আমের ১৩০ নং আয়াত থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কেবল মানবজাতির মধ্যে নয়, বরং জিনদের মধ্যেও নবী রয়েছে?

-নাছির হোসাইন, বেসিক ব্যাংক, খুলনা।

উত্তর : জিনদের স্বতন্ত্র কোন ধর্মগ্রন্থ নেই বা তাদের নিকট তাদের মধ্য থেকে কোন নবী-রাসূল প্রেরণ করা হয়নি। বরং মানব জাতির নিকট যে নবী-রাসূল বা কিতাব প্রেরণ করা হয়েছিল, তাদের জন্যও একই নবী-রাসূল বা ধর্মগ্রন্থ প্রযোজ্য। আল্লাহ বলেন, '(স্মরণ কর) যখন আমরা একদল জিনকে তোমার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম যারা মনোযোগ দিয়ে কুরআন শুনছিল। অতঃপর যখন তারা সেখানে উপস্থিত হ'ল, তখন বলল, তোমরা চুপ থাক। তারপর যখন শেষ হয়ে গেল, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে। তারা বলল, হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাব শুনেছি, যা মূসার উপর নাযিল হয়েছে। যা পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সত্যায়ন করে। যা সত্যের দিকে ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে *(আহকাফ ৪৬/২৯-৩০)*। অত্র আয়াতদ্বয় থেকে বুঝা যায় জিনেরা তাওরাত পেয়েছিল। পেয়েছিল কুরআনসহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কিতাবসমূহও। জিনেরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে কুরআন শুনে যেত। আল্লাহ বলেন, 'ধাপনি বলুন (হে মুহাম্মাদ)! আমার প্রতি অহী করা হয়েছে এই মর্মে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে (কুরআন) শ্রবণ করেছে এবং বলেছে যে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি' *(জিন ৭৪/১)*। আল্লাহ কুরআনে মানুষ ও জিনকে একই সাথে সম্বোধন করে বলেন, 'হে জিন ও ইনসান জাতি! তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ আসেননি, যারা তোমাদের নিকট আমাদের আয়াতসমূহ বর্ণনা করতেন এবং তোমাদেরকে আজকের দিনে সাক্ষাতের ভয় প্রদর্শন করতেন?' *(আন'আম ৬/১৩০)*।

তবে জিনদের মধ্যে পৃথক দাঈ বা সৎপথে অহ্বানকারী রয়েছে। যারা রাসূলগণের নিকট ধর্ম শিখে গিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রচার করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমার কাছে এক জিন জাতির মধ্যস্থ আহ্বায়ক এসেছিল। আমি তার সঙ্গে গিয়ে তাদের কাছে কুরআন পড়লাম। অতঃপর তিনি আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তাদের বিভিন্ন চিহ্ন ও তাদের আগুনের চিহ্ন দেখালেন। তারা তাঁর নিকট খাদ্য চেয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহ্র নাম উল্লেখ করে যে কোন হাড্ডির উপর তোমাদের হাত পড়বে, তা তোমাদের জন্য পর্যাপ্ত গোশতে পরিণত হবে। আর প্রত্যেক গোবর হবে তোমাদের পশুখাদ্য। অতঃপর তিনি (ছাহাবীদেরকে) বললেন, সুতরাং তোমরা ঐ দু'টি জিনিস দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে না। কারণ তা তোমাদের (জিন) ভাইদের খাদ্য' *(মুসলিম হা/৪৫০; তিরমিযী হা/৩২৫৮; ছহীহাহ হা/৩২০৯)*।

প্রশ্ন (১৩/৪৫৩) : ক্বিয়ামতের পূর্বে ইমাম মাহদী, ঈসা (আঃ), দাজ্জাল, ইয়াজূজ-মাজূজ ইত্যাদির আগমন সহ ক্বিয়ামতের পূর্বে কি কি ঘটবে ধারাবাহিকভাবে তা জানতে চাই।

-আব্দুল হাই, কক্সবাজার।

উত্তর : কিয়ামতের এমন কিছু আলামত আছে যেগুলো ঘটে গেছে। আবার কিছু আলামত আছে যা বর্তমানে ঘটছে। আর কিছু আলামত আছে যা ভবিষ্যতে ঘটবে। আর কিয়ামতের বড় আলামতগুলোর ধারাবাহিকতা নিয়ে হাদীছে বিভিন্নরূপ বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়। এ সকল হাদীছের আলোকে বলা যায় যে, ধারাবাহিকভাবে প্রথমে ইমাম মাহদী, এরপর দাজ্জাল ও ঈসা (আঃ)-এর আগমন ঘটবে। অতঃপর ইয়াজূজ-মা'জূজের আগমন, সূর্য পশ্চিম আকাশে উদিত হওয়া, ভূপৃষ্ট থেকে (দাব্বাতুল আরয) প্রাণীর আগমন, আকাশ ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া, তিন স্থানে তিনটি ভূমিধ্বস (যা কেবল কাফিররা দর্শন করবে), সর্বশেষ আগুন কর্তৃক লোকদের তাড়িয়ে হাশরের ময়দানে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটবে *(ফাৎহুলবারী ১৩/৮২-৯০)*। হুযায়ফা ইবনু আসীদ আল-গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমরা আলোচনা করছিলাম। এমতাবস্থায় রাসূল (ছাঃ) আমাদের নিকট আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি নিয়ে আলোচনা করছ? তাঁরা বললেন, আমরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছি। তখন তিনি বললেন, কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না তোমরা

দশটি বিশেষ নিদর্শন দেখবে। অতঃপর তিনি ধুম্র, দাজ্জাল, দাব্বাতুল আরয, পশ্চিম দিগন্ত হ'তে সূর্য উদিত হওয়া, মারইয়াম তনয় ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ, ইয়াজূজ-মাজূজ এবং তিনবার ভূমি ধ্বসে যাওয়া তথা পূর্ব প্রান্তে একটি ভূমিধ্বস, পশ্চিম প্রান্তে একটি ভূমিধ্বস এবং আরব উপদ্বীপে একটি ভূমিধ্বসের কথা উল্লেখ করলেন। এ নিদর্শনসমূহের পর এক আগুন প্রকাশিত হবে ইয়ামান থেকে এবং মানুষকে তাড়িয়ে হাশরের ময়দানের দিকে নিয়ে যাবে *(মুসলিম হা/২৯০১; মিশকাত হা/৫৪৬৪)*।

প্রশ্ন (১৪/৪৫৪) : আমি পরিচিত এক ব্যক্তির নিকট থেকে ৪০ হাযার টাকা ধার করেছি। বর্তমানে আমি রোগে ভুগছি। যেকোন সময় মারা যেতে পারি। অসুস্থতার কারণে কোন চাকুরীতে ঢুকতে না পারায় পরিশোধ করাও অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় মারা গেলে আমার কি শাস্তি হবে? ঋণের ব্যাপারে আমার করণীয় কি?

-আসাদুল্লাহ, বংশাল, ঢাকা।

উত্তর : ঋণ থাকা অবস্থায় মারা গেলে এবং তা পরিশোধ না করা হ'লে শাস্তি পেতে হবে। সেজন্য মৃত্যুর পূর্বে ঋণ পরিশোধ করা অত্যন্ত যরূরী। কারণ ঋণ বান্দার হক। তা বান্দা ক্ষমা না করলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুমিনের আত্মা ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা হয় তার ঋণের কারণে যতক্ষণ না তার পক্ষ হ'তে ঋণ পরিশোধ করা হয়' *(তিরমিযী হা/১০৭৮; আহমাদ ২/৪৪০ পৃঃ; রিয়াযুছ ছালিহীন হা/৯৪৩, সনদ হাসান)*। ঋণ পরিশোধ ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলে হাশরের মাঠে নিজস্ব নেকী দিয়ে ঋণের দাবী পূরণ করতে হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১২৬)*। সুতরাং ঋণ পরিশোধ করা আবশ্যক। সম্ভব না হ'লে ঋণদাতার নিকট ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। ঋণদাতা ঋণ মওকূফ না করলে সমাজ ও সরকারের নিকট থেকে সাহায্য নিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন (১৫/৪৫৫) : একজন ছাহাবীর মাত্র দুই দীনারের জন্য কবরের আযাব হয়েছিল এবং অন্য ছাহাবী যখন তার ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছিলেন তখন তার কবরের আযাব বন্ধ হয়েছিল। হাদীছটি ছহীহ কি?

-আমানুল্লাহ, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ *(আহমাদ হা/১৪৫৭৬; ছহীহুত তারগীব হা/১৮১২)*। অতএব ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকতে হবে।

প্রশ্ন (১৬/৪৫৬) : আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, যে অন্য কারো নিয়ম-নীতি অনুসরণ করতে চায় সে যেন মৃত সৎ ব্যক্তিদের অনুসরণ করে' উক্ত মর্মে বর্ণিত আছারটির বিশুদ্ধতা জানতে চাই।

-কিতাবুদ্দীন, পুরাতন সি এ্যান্ড বি ঘাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত মর্মে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত একটি আছার পাওয়া যায়, যার দ্বারা উদ্দেশ্য ছাহাবীগণ। আছারটির পূর্ণরূপ হ'ল- ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কারো কোন তরীকা অনুসরণ করতে চায়, সে যেন তাদের পথ অনুসরণ করে যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। কারণ জীবিত মানুষ (দ্বীনের ব্যাপারে) ফিৎনা হ'তে মুক্ত নয়। আর মৃত ব্যক্তিরা হ'লেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ, যারা পরিচ্ছন্ন অন্তঃকরণ হিসাবে, পরিপূর্ণ জ্ঞানের দিক দিয়ে এবং বাহুল্যবর্জিত হওয়ার দিক থেকে এ উম্মতের সর্বোত্তম মানুষ। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাঁর প্রিয় রাসূলের সাথী ও দ্বীন ক্বায়েমের জন্য মনোনীত করেছিলেন। সুতরাং তোমরা তাদের ফযীলত ও মর্যাদা বুঝে নাও, তাদের পদাংক অনুসরণ করো এবং যথাসাধ্য তাদের আখলাক্ব ও জীবন পদ্ধতি মযবূতভাবে আঁকড়ে ধরো। কারণ তাঁরাই (আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশিত) ছিরাতুল মুস্তাকীমের পথিক ছিলেন *(মু'জামুল কাবীর হা/৮৭৬৪; মিশকাত হা/১৯৩; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৮৫০)*। আল্লামা হায়ছামী এর সনদ ছহীহ বললেও শায়খ আলবানী এর সূত্রকে যঈফ বলেছেন। তবে ইবনু মাসঊদ ছাড়াও অনুরূপ বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে ইবনু ওমর ও হাসান বাছরী থেকে *(হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/৩০৫; যাম্মুত তা'বীল হা/৬৩)*। ইবনু তায়মিয়াহ, শাতেবী প্রমুখ আলেমগণ তাঁদের স্ব স্ব গ্রন্থে আছারটি উল্লেখ করেছেন *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/১৫৮; আল-ই'তিছাম ২/৮৫২; যাম্মুত তা'বীল হা/৬২, ১/৩২)*। সুতরাং মর্মগতভাবে আছারটি ছহীহ।

প্রশ্ন (১৭/৪৫৭) : আমাদের এলাকায় মহিলারা তা'লীম দেওয়ার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে তাদের তা'লীমে না গেলে ঈমান থাকবে না। তাদেরকে না খাওয়ালে খাদ্যে বরকত হবে না। তাদের এরূপ দাওয়াতের বাস্তবতা সম্পর্কে জানতে চাই।

-জামীলা খানম, কোনাবাড়ি, গাযীপুর।

উত্তর : তা'লীমে না গেলে ঈমান থাকবে না বা খেতে না দিলে খাদ্যে বরকত হবে না- এ সকল কথা বিভ্রান্তিকর ও ভিত্তিহীন। বরং আমল-আক্বীদা শিরক ও বিদ'আতপূর্ণ হ'লে কোনভাবেই তাদের আশ্রয় দেওয়া যাবে না।

স্মর্তব্য যে, নারীরা নিজস্ব পরিসরে তা'লীম করতে পারে, তবে তাদেরকে কুরআন ও হাদীছের জ্ঞানে পারদর্শী হ'তে হবে *(মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪)*। এছাড়া সাধারণ তা'লীমী বৈঠক, ওয়ায মাহফিল বা অন্য যেকোন দ্বীন শিক্ষার মজলিসে নারীরা শরীক হ'তে পারে। কেননা ইসলামী বিধান পালনের ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের সমগোত্রীয় *(আবুদাঊদ হা/২৩৬; মিশকাত হা/৪৪১; ছহীহাহ হা/২৮৬৩)*। তবে সেখানে শারঈ পর্দা, নিরাপত্তা ও অভিভাবকের অনুমতি থাকতে হবে।

প্রশ্ন (১৮/৪৫৮) : কিছু কিছু মসজিদে দেখা যায় কিছু মুছল্লী নিজেদের জন্য স্থান নির্ধারণ করে রাখে এবং সেখানে নিজস্ব জায়নামায পেড়ে রাখে। এরূপ আমল কতটুকু শরী'আত সম্মত?

-নাজীবুল ইসলাম, শাজাহানপুর, বগুড়া।

উত্তর : মসজিদে ফরয ছালাত আদায়ের জন্য কোন স্থান নির্দিষ্ট করে নেয়া নিষিদ্ধ। কেননা রাসূল (ছাঃ) কাকের ঠোকরের ন্যায় (তাড়াতাড়ি) সিজদা করতে, চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় বাহু বিছাতে এবং উটের ন্যায় মসজিদের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থান বেছে নিতে নিষেধ করেছেন *(আবূদাঊদ হা/৮৬২, সিলসিলাহ ছহীহাহ হা/১১৬৮)*। তবে নফল ছালাতের জন্য এমনভাবে স্থান নির্দিষ্ট করায় বাধা নেই *(বুখারী হা/৫০২, মুসলিম হা/৫০৯)*। আর কোন প্রয়োজন ছাড়া নিজস্ব জায়নামায বিছিয়ে ছালাত আদায়

করা ঠিক নয়। কেননা এতে মুছল্লীর নিজের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি হ'তে পারে এবং পার্শ্ববর্তী মুছল্লীরও ছালাতে একাগ্রতা বিঘ্নিত হ'তে পারে। হাদীছে এ ধরণের পরিস্থিতিকে 'শয়তান কর্তৃক দৃষ্টি কেড়ে নেওয়া' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৮২ 'ছালাতের মধ্যে কি কি কাজ জায়েয ও নাজায়েয' অনুচ্ছেদ)*। তবে ইমামের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকায় কোন দোষ নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য বিশেষ জায়নামায ছিল *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৯ 'ত্বাহারাৎ' অধ্যায়, 'ঋতু' অনুচ্ছেদ)*। এছাড়া ঈদের ছালাত আদায়ের জন্য ময়দানে কার্পেট বা কোন কিছু বিছানোর ব্যবস্থা না থাকলে সেখানে স্ব স্ব জায়নামায বা মাদুর সাথে নিয়ে যাওয়া যাবে।

প্রশ্ন (১৯/৪৫৯) : ইসলামী শরী'আতে বিবাহের পূর্বে তালাক দেওয়ার কোন নিয়ম আছে কি? যেমন কোন ব্যক্তি যদি তার বাগদত্তা অর্থাৎ যাকে বিয়ের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে, তাকে বিবাহের পূর্বেই তালাক প্রদান করে, তবে সেটি কি তালাক হিসাবে গণ্য হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা।

উত্তর : বিবাহের পূর্বে তালাক দেওয়ার বিধান ইসলামী শরী'আতে নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'বিয়ের আগে তালাক নেই' *(ইবনু মাজাহ হা/২০৪৮; মিশকাত হা/৩২৮১; ইরওয়া হা/২০৬৮, সনদ ছহীহ)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন, 'যে বস্তু স্বীয় মালিকানায় নেই সেই বস্তুতে আদম সন্তানের মান্নত হয় না। যে (দাস) স্বীয় মালিকানায় নেই তাকে আযাদ করা যায় না। যে (স্ত্রীলোক) স্বীয় অধিকারে নেই তাকে তালাক দেওয়া যায় না' *(তিরমিযী হা/১১৮১; মিশকাত হা/৩২৮২; ছহীহাহ হা/২১৮৪)*। এ ব্যাপারে আলী (রাঃ)-সহ প্রায় ২৫ জন ছাহাবী ও তাবেঈ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, বিয়ের পূর্বে তালাক বর্তায় না' (*বুখারী ১৭/৪২৭; মুগনী ৯/৫২৬; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২০/১৯১)*। সুতরাং বর্ণিত ক্ষেত্রে এটি তালাক হিসাবে গণ্য হবে না। কেননা এখনও বিবাহ সংঘটিতই হয়নি।

উল্লেখ্য যে, মুয়াত্ত্বা মালেকে বর্ণিত ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর উক্তি 'বিবাহের পূর্বে কারো নাম বা গোত্রের নাম উল্লেখ করে কেউ যদি বলে অমুক তালাক তাহ'লে বিবাহের পর তালাক হয়ে যাবে' মর্মের বর্ণনাটি মুনকাতে' হওয়ার কারণে বাতিল *(মুয়াত্ত্বা মালেক হা/১২১৫, ১২৭৫; জামেউল উছূল ফী আহাদীছির রাসূল, তাহকীক আব্দুল কাদের আরনাঊত হা/৫৭৭০)*।

প্রশ্ন (২০/৪৬০) : আমার ৫০ দিনের ভ্রূণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর ১৫ দিন যাবত রক্তপাত হচ্ছে। এক্ষণে উক্ত রক্ত নিফাসের রক্ত হিসাবে গণ্য হবে কি?

-হেলেনা আখতার,
পদ্মা আবাসিক এলাকা, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত রক্ত নিফাস হিসাবে গণ্য হবে না। বরং মুস্তাহাযা হিসাবে গণ্য হবে। কারণ সাধারণত বাচ্চার বয়স কমপক্ষে ৮০ দিন না হ'লে দৈহিক আকৃতি ফুটে ওঠে না। সুতরাং এর পূর্বে গর্ভপাত ঘটলে তার রক্ত নিফাস হিসাবে গণ্য হবে না। এ অবস্থায় তাকে ছালাত ও ছিয়াম ও অন্যান্য ইবাদত করতে হবে। তার বিধানটি মুস্তাহাযার বিধান হিসাবে গণ্য হবে *(হজ্জ ২২/৫; বুখারী হা/৩২০৮; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৫/৪২২)*।

প্রশ্ন (২১/৪৬১) : নিয়মিত লেখা-পড়া না করার কারণে শৈশবে আমার পিতা আমাকে রাগের মাথায় বলেছিলেন যে, পড়াশুনা না করলে রাখালের সাথে বিয়ে দিয়ে দিব। কিন্তু সেখানে উপস্থিত রাখাল কিছু বলেনি। বরং আমি আমার পিতার কথার প্রতিবাদ করেছিলাম। বর্তমানে শৈশবের ঐ কথাটি মনে করে আমি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। এমনকি মানসিক রোগী হয়ে গেছি? উক্ত কথার কারণে বিবাহ কি সম্পন্ন হয়েছিল? যেহেতু হাদীছে বিবাহ, তালাক ও রাজা'আত নিয়ে হাসি-তামাশা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর হাসি-তামাশা করে বললেও উক্ত তিনটি বিষয় সম্পন্ন হয়ে যায় বলে হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে। ঐ বিবাহ সম্পন্ন হয়ে থাকলে এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
বিশ্বনাথপুর, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : পিতার উপরোক্ত কথা নিতান্তই কথার কথা, যা তার মনের কথা নয়। এমনকি মনের কথা হ'লেও যেহেতু যথাযথ পদ্ধতিতে বিবাহ পড়ানো হয়নি, অতএব পিতার উক্ত কথায় বিবাহ সংঘটিত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আল্লাহ বলেন, 'অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদের ধরবেন না। তবে ঐসব শপথের জন্য তিনি তোমাদের পাকড়াও করবেন, যা তোমরা মনের সংকল্প অনুযায়ী করে থাক। বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও সহনশীল' *(বাক্বারাহ ২/২২৫)*। সুতরাং এ বিষয়ে সৃষ্ট দুশ্চিন্তা কেবল মনের রোগ বা শয়তানের ধোঁকা মাত্র। এই ধোঁকা থেকে বাঁচার জন্য এরূপ চিন্তা এলেই সাথে সাথে বামদিকে তিনবার থুক মারবেন ও প্রতিবারে 'আঊযুবিল্লাহি মিনাশশাইত্ব-নির রজীম' পাঠ করবেন এবং উক্ত চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলবেন।

প্রশ্ন (২২/৪৬২) : প্রখ্যাত বিদ্বান ইমাম সুয়ূতী বর্ণনা করেন- ইমাম আবু হানীফা ৪০ বছর এশার ওযূ দিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করেছেন (তাবয়ীজুস ছহীফাহ) এবং আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী (তাকমীলুল ঈমান) লিখেছেন আবু হানীফা ১০০ বার স্বপ্নে আল্লাহকে দেখেছেন। এর সত্যতা আছে কি?

-নযরুল ইসলাম, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত গ্রন্থসমূহে এসকল বর্ণনা পাওয়া গেলেও এর কোন গ্রহণযোগ্য ভিত্তি নেই। আলবানী বলেন, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এশার ওযূতে চল্লিশ বছর ফজরের ছালাত আদায় করেছেন, তাতে তোমরা প্রতারিত হয়ো না। কারণ তাঁর থেকে এসকল ঘটনার কোন ভিত্তি নেই *(আল-ইখতিয়ারাতুল ফিক্বহিইয়াহ ১/১২৩; আছলু ছিফাতি ছালাতিন্নবী ২/৫৩১)*। মাজদুদ্দীন ফিরোযাবাদী বলেন, এগুলো ইমাম ছাহেবের প্রতি স্পষ্টভাবে মিথ্যা অপবাদ মাত্র। এরূপ কথা তাঁর দিকে সম্পর্কিত করা সমীচীন নয়। ...এগুলো মূর্খ পক্ষপাতদুষ্টদের রচিত গল্প মাত্র। তবে নিঃসন্দেহে তিনি মুত্তাকী ও ইবাদতগুযার মানুষ ছিলেন *(আর-রাদ্দু 'আলাল মু'তারিয ১/৪৪)*। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন, একদা আবু হানীফা (রহঃ)-এর সাথে হাঁটছিলাম তখন এক লোক বলল, ইনি আবু হানীফা, যিনি রাতে ঘুমান না। তখন তিনি বললেন,

আল্লাহ্‌র কসম! সে যেন আমার ব্যাপারে এমন কথা বর্ণনা না করে, যা আমি করি না *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/৩৯৯; তাহযীবুল কামাল ২৯/৪৩৫; শাযারাতুয যাহাব ২/২৩০)*। আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী হানাফী (রহঃ) বলেন, ইবাদতে বাড়াবাড়ি স্রেফ বিদ'আত। যারা এসব কথা বলে, তারা সবচেয়ে বড় বিদ'আতী ও বড় জাহিল *(দ্রঃ মুক্বাদ্দামা শরহে বেক্বায়াহ (দেউবন্দ ছাপা) পৃ. ৩৬-৩৭)*। এ ধরনের কল্পিত ঘটনা দ্বারা মূলত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। অনুরূপ আরো অনেক অলৌকিক ঘটনা তাঁর নামে সমাজে প্রচলিত রয়েছে, যেগুলির কোন ভিত্তি নেই।

প্রশ্ন (২৩/৪৬৩) : উদ হিন্দি বা আগর গাছ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছগুলি ছহীহ কি? এর উপকারিতা কী?

-আরিয়ান যারিফ, মুণ্ডুমালা, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ভারতীয় এই আগর কাঠ ব্যবহার করবে। কেননা তার মধ্যে সাত ধরনের চিকিৎসা (নিরাময়) রয়েছে। শ্বাসনালীর ব্যথার জন্য এর (ধোঁয়া) নাক দিয়ে টেনে নেয়া যায়। নিউমোনিয়া দূর করার জন্যও তা সেবন করা যায় *(বুখারী হা/৫৬৯২; মুসলিম হা/২২১৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৪৬২)*। উল্লেখ্য যে, প্রাচীন চিকিৎসাপদ্ধতিতেও ঔষধী গুনের কারণে আগর গাছ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত। আধুনিক বিজ্ঞানেও এর অনেক উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে। আধুনিক মেডিকেল শাস্ত্রে এটি মুত্রবর্ধক, কামোদ্দীপক, কোষ্ঠকাঠিন্য দূরীকরণ এবং বাত, হাঁপানী, ব্রংকাইটিস প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন (২৪/৪৬৪) : তাওয়াফকালীন সময়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লে করণীয় কি? সাময়িকভাবে ছেড়ে দিলে ছালাতের মত প্রথম থেকে শুরু করতে হবে কি?

-মোর্শেদ, ইতালী।

উত্তর : তাওয়াফ করা অবস্থায় ক্লান্ত হয়ে পড়লে সঙ্গী-সাথীরা তাকে হুইল চেয়ারে বহন করে তাওয়াফ করানোর ব্যবস্থা করবে। আর যদি তাওয়াফ ছেড়ে বাইরে যেতে হয় কিংবা হাসপাতালে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে, তাহ'লে ফিরে এসে পুনরায় নতুনভাবে তাওয়াফ শুরু করবে। কেননা তাওয়াফ ছালাতের মত *(তিরমিযী হা/৯৬০)*। রাসূল (ছাঃ) তাওয়াফের মাঝে বিরতি নিতেন না বা ছেদ ঘটাতেন না *(মুগনী ৩/৩৫৬)*। তবে তাওয়াফের মধ্যে সাময়িক বিশ্রাম নিলে বা ছালাতের সময় উপস্থিত হ'লে ছালাতের পর নতুনভাবে তাওয়াফ শুরু করতে হবে না। বরং যেখানে শেষ করেছিল, সেখান থেকে শুরু করবে। কিন্তু ১/২ ঘন্টার মত দীর্ঘক্ষণ দেরী করলে নতুনভাবে তাওয়াফ শুরু করবে *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/২৯৪; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৬/৮৫-৮৬; নববী, আল-মাজমূ' ৮/১৩-১৪)*।

প্রশ্ন (২৫/৪৬৫) : একজন তালাকপ্রাপ্তা মহিলার পিতা বেঁচে নেই। তার মা ও বড় ভাই তাকে বলেছে, তোমার পসন্দ মতো বিয়ে করে নাও, আমাদের কোন আপত্তি নেই। অন্যদিকে এক লোককে তার স্ত্রী খোলা তালাক দিয়েছে। এই লোককিও তার পিতামাতা বলেছে, তোমার পসন্দ মতো বিয়ে করে নিও। আমাদের কোন আপত্তি নেই। এই দু'জনের বিবাহ হয় বিদেশে এবং দুই পরিবার বিবাহ সাদরে গ্রহণ করে নেয়। তবে বিদেশে বিয়ে হওয়ায় অভিভাবকরা অনুপস্থিত ছিল। এই বিবাহ বৈধ হবে কি?

-ওয়ালিউল্লাহ, কাটাখালী, রাজশাহী।

উত্তর : যদি ওলী বা অভিভাবকের অনুমতিক্রমে ও দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে উক্ত বিবাহ সম্পাদিত হয়ে থাকে তাহ'লে বিবাহ বৈধ হয়েছে। কেননা বিদেশে থাকার কারণে অভিভাবক যদি ফোনের মাধ্যমে কাউকে তার পক্ষ থেকে ওলী নিয়োজিত করে এবং দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে ঈজাব ও কবুল হয়, তাতেও বিবাহ হয়ে যাবে *(উছায়মীন, আশ শারহুল মুমতে' ১২/৮৯-৯০; মুহাম্মাদ ইবনু ইবাহীম আলে শায়খ, ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল ১০/৭৬)*।

প্রশ্ন (২৬/৪৬৬) : গত ৪ বছর পূর্বে আমার জানা না থাকার কারণে ১ জন পুরুষ ও ১ জন নারী সাক্ষীর মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত বিবাহ সঠিক হয়েছে কি? সঠিক না হ'লে করণীয় কি?

-আব্দুর রহমান, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : প্রশ্নমতে উক্ত বিবাহ সঠিক হয়নি। কারণ সাক্ষীর ক্ষেত্রে একজন নারী পুরুষের তুলনায় অর্ধেক। আর বিবাহতে পূর্ণ দু'জন সাক্ষী থাকা আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, 'এ ব্যাপারে তোমরা তোমাদের মধ্যেকার দু'জন পুরুষকে সাক্ষী রাখবে। যদি দু'জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন নারী, ঐসব সাক্ষীদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা পসন্দ কর। যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে অন্যজন স্মরণ করিয়ে দেয়' *(বাক্বারাহ ২/২৮২)*। আর রাসূল (ছাঃ) বলেন, ওলী ও ন্যায়পরায়ণ দু'জন সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ সম্পন্ন হবে না *(বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/১৩৪২৩; ইরওয়া হা/১৮৬০; ছহীহুল জামে' হা/৭৫৫৭-৫৮)*। এক্ষণে ওলী ও দু'জন সাক্ষীর সামনে নতুনভাবে বিবাহ পড়িয়ে নিতে হবে। তবে এর জন্য পৃথকভাবে রেজিস্ট্রি করার প্রয়োজন নেই। উল্লেখ্য যে, কাগজে-কলমে নারী ও পুরুষ মিলে দু'জন সাক্ষী থাকলেও যদি উক্ত বিয়ে বহু মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাহ'লে নতুনভাবে বিবাহ পড়ানোর প্রয়োজন নেই। কারণ বিবাহে সাক্ষীর উদ্দেশ্য লোকদের জানানো। আর অনুষ্ঠান হ'লে লোকেরা জেনেই ফেলে *(ইবনু তায়মিয়া, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩২/১৩০)*।

প্রশ্ন (২৭/৪৬৭) : জনৈক আলেম বলেন, আয়েশা (রাঃ)-এর অনুমতিক্রমে আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-কে রাসূলের পাশে কবর দেওয়া হয়েছিল। এর সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুল্লাহ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : ঘটনাটি সত্য। আবুবকর (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বে আয়েশা (রাঃ)-কে ওছিয়ত করেছিলেন যাতে তাঁকে রাসূলের পার্শ্বে দাফন করা হয়। আবুবকর (রাঃ) মৃত্যুবরণ করলে আয়েশা (রাঃ) পিতার ওছিয়ত অনুসারে তাকে রাসূলের পার্শ্বে দাফন করেন *(তাবাকাতু ইবনু সা'দ ৩/২০৯; তারীখে তাবারী ২/৩৪৯)*। আর ওমর (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বে ছেলে আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)-এর

মাধ্যমে আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট রাসূলের পার্শ্বে কবরস্থ হওয়ার অনুমতি চাইলে তিনি তা মেনে নেন। এজন্য তাঁকেও রাসূলের পার্শ্বে কবর দেওয়া হয় *(বুখারী হা/১৩৯২; ইবনু হিব্বান হা/৬৯১৭)*।

প্রশ্ন (২৮/৪৬৮) : আমার মা ক্যানসারের রোগী। যেকোন সময় মারা যেতে পারে। আমার নানা তার সমুদয় সম্পত্তি তার দ্বিতীয়া স্ত্রী ও সন্তানদেরকে লিখে দিয়েছে। এক্ষণে আমার মায়ের সম্পত্তিগুলো আমরা লিখে নিতে পারব কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।

উত্তর : এরূপ কাজ করা যাবে না। কারণ উত্তরাধিকার সম্পদের বণ্টননীতি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত *(নিসা ৪/১১)*। অতএব যার যতটুকু প্রাপ্য তা বুঝিয়ে দিতে হবে। আর নানা তার প্রথমা স্ত্রীকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে কবীরা গোনাহ করেছেন। এক্ষণে নানা জীবিত থাকলে হক্বদারদেরকে অবশ্যই তাদের প্রাপ্য সম্পদ বুঝিয়ে দিতে হবে এবং খালেছ তওবা করতে হবে। আর জীবিত না থাকলে যে সকল উত্তরাধীকারী বর্তমানে অন্যায়ভাবে সেসব সম্পত্তি ভোগ করছে, তাদেরকে উক্ত সম্পদ পুনরায় সঠিক নিয়মে বণ্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। নতুবা তারাও কঠিনভাবে পাপী হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি যুলুম করে অন্যের এক বিঘত যমীনও আত্মসাৎ করে, কিয়ামতের দিন সাত তবক (স্তর) যমীনের শেকল তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে *(বুখারী হা/২৪৫২, ৩১৯৮; মুসলিম হা/১৬১০)*।

প্রশ্ন (২৯/৪৬৯) : জনৈক ব্যক্তির দু'জন স্ত্রী ছিল। এক্ষণে প্রথমা স্ত্রীর ছেলের সাথে দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাতনীর বিয়ে দেওয়া যাবে কি?

-শহীদুল ইসলাম, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ এই বিবাহ জায়েয নয়। কারণ মেয়েটি সম্পর্কে ছেলেটির আপন ভাগ্নী। যার সাথে বিবাহ শরী'আতে হারাম। এক্ষণে যদি দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাতনী পূর্বের স্বামীর সন্তানের মেয়ে হয় তাহ'লে এরূপ বিবাহ জায়েয *(মুগনী ৭/১২৮)*।

প্রশ্ন (৩০/৪৭০) : আমি কর্মসূত্রে মক্কা নগরীতে অবস্থান করছি। কিন্তু এখন শুনছি যে, ইহরাম ব্যতীত মক্কা নগরীতে প্রবেশ করা গোনাহের কাজ। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-আবুল কালাম, মক্কা, সঊদী আরব।

উত্তর : যারা হজ্জ বা ওমরার জন্য মক্কায় গমন করবে কেবল তাদের জন্য ইহরাম বাঁধা আবশ্যক। কেউ মক্কায় স্বীয় কর্মস্থল বা ব্যবসাস্থলে গেলে, তাওয়াফ করতে গেলে বা আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে ইহরাম বাঁধতে হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, হজ্জ ও ওমরার নিয়তকারী সেই অঞ্চলের অধিবাসী এবং ঐ সীমারেখা দিয়ে অতিক্রমকারী অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য উক্ত স্থানগুলো মীকাতরূপে গণ্য *(বুখারী হা/১৫২৪; নাসাঈ হা/২৬৫৪)*। অত্র হাদীছে ইহরামের বিষয়টিকে কেবল হজ্জ ও ওমরার সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে।

প্রশ্ন (৩১/৪৭১) : বিবাহ ঠিক হয়েছে। কিন্তু কারণবশত তা অনুষ্ঠিত হবে দু'বছর পর। এদিকে মেয়ের ব্যাপারে আরো অনেক প্রস্তাব আসছে। এক্ষণে বিষয়টি নিশ্চিত করে রাখার জন্য সামাজিক প্রথা অনুযায়ী আংটি পরানোর মাধ্যমে এনগেজমেন্ট করে রাখা যাবে কি?

-নূরুল ইসলাম, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : বিবাহ নিশ্চিত করতে আংটি বিনিময়ের পদ্ধতিটি খৃষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা, যা প্রাচীন গ্রীকদের থেকে আগত। তারা বিশ্বাস করত যে, বামহাতের অনামিকায় আংটি পরালে হবু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বন্ধন দৃঢ় হয় *(উইকিপিডিয়া)*। সুতরাং এই রীতি অনুসরণ থেকে মুসলমানদের বিরত থাকা উচিৎ। আর যদি উক্ত ভ্রান্ত বিশ্বাস নিয়ে আংটি প্রদান করা হয়, তবে তা হারাম এবং শিরকের পর্যায়ভুক্ত হবে *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/১১২)*। তবে সাধারণভাবে বিবাহের আগ্রহ প্রকাশার্থে কোন অলংকার বা হাদিয়া প্রদানে দোষ নেই *(উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব ২২/২)*।

প্রশ্ন (৩২/৪৭২): ফরয হজ্জ পালনের পূর্বে ওমরা করা যাবে কি?

-মাহবূবুর রহমান, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

উত্তর : ফরয হজ্জ করার পূর্বে ওমরা করা যাবে। রাসূল (ছাঃ) হজ্জের পূর্বে ওমরা করেছেন *(বুখারী হা/১৭৭৪; মিশকাত হা/২৫১৯)*। বারা ইবনু আযেব বলেন, রাসূল (ছাঃ) হজ্জের পূর্বে দু'বার ওমরা করেছেন *(বুখারী হা/১৭৮১; মিশকাত হা/২৫১৯)*। ইমাম নববী বলেন, হজ্জের পূর্বে ওমরা করা জায়েয। চাই সে পরবর্তীতে হজ্জ করুক বা না করুক *(আল-মাজমূ' ৭/১৭০)*।

প্রশ্ন (৩৩/৪৭৩) : অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান পিতা-মাতার সাথে হজ্জ করলে তার ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ নাজীব, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : শিশু অবস্থায় হজ্জ পালন করলে হজ্জের ফরযিয়াত আদায় হবে না। পরবর্তীতে হজ্জ করতে হবে। কেননা তার জন্য শরঈ বিধান প্রযোজ্য নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন শিশু বালেগ হওয়ার পূর্বে হজ্জ করলেও পরবর্তীতে (সামর্থবান হ'লে) তাকে পুনরায় হজ্জ করতে হবে' *(হাকেম হা/১৭৬৯; ইবনু খুযায়মা হা/৩০৫০; ছহীহুল জামে' হা/৪৮৫,২৭২৯; ইরওয়া হা/৬৮৬)*। তবে শিশু সন্তান পিতা-মাতার সাথে হজ্জ করলে সে এবং তার পিতা-মাতা নেকী পাবে। জনৈক মহিলা স্বীয় শিশু সন্তানের হজ্জ কবুল হবে কি না জিজ্ঞেস করলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তার হজ্জ হয়ে যাবে এবং এজন্য তুমিও নেকী পাবে' *(মুসলিম হা/১৩৩৬; মিশকাত হা/২৫১০)*। আর পিতা-মাতা সন্তান কোলে নিয়ে ত্বাওয়াফ-সাঈ করলে তা সন্তানের জন্য যথেষ্ট হবে, পৃথকভাবে করার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন (৩৪/৪৭৪) : ইহরাম অবস্থায় অধিক হাটাহাটির ফলে দুই উরুতে ক্ষতের সৃষ্টি হ'লে তাতে ক্রিম ব্যবহার করা যাবে কি?

-আব্দুর রহমান, সুরিটোলা, ঢাকা।

উত্তর : চিকিৎসার জন্য উক্ত ক্রিম ব্যবহার করা যাবে, যদিও তাতে সুগন্ধি থাকে। কারণ এর দ্বারা সুগন্ধি ব্যবহার করা উদ্দেশ্য নয়। আর ইহরাম অবস্থায় অসুস্থ হ'লে যেকোন বৈধ পন্থায় চিকিৎসা গ্রহণ করতে বাধা নেই *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১০/১৫৭; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৭/১৫৮)*।

প্রশ্ন (৩৫/৪৭৫) : মুসলিম শিক্ষক স্কুলে হিন্দু ধর্ম পড়াতে পারবে কি?

-যহীরুল ইসলাম, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর : মুসলিম শিক্ষক কেবল ইসলাম ধর্ম পড়াবে, অন্য কোন ধর্ম নয়। কর্তৃপক্ষেরও উচিৎ হবে না কোন মুসলিম শিক্ষককে এমন নির্দেশ দেয়া। বিকল্প শিক্ষক না থাকলে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ দায়িত্বে পাঠ করে নেবে।

প্রশ্ন (৩৬/৪৭৬) : ব্যবসায় রিযিকের ১০ ভাগের ৯ ভাগ রয়েছে মর্মে প্রচলিত হাদীছটির সত্যতা আছে কি?

-আব্দুল হান্নান মিয়াঁ
ইন্দিরা রোড, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত হাদীছ যঈফ *(আলবানী, যঈফাহ হা/৩৪০২; যঈফুল জামে' হা/২৪৩৪)*। বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হ'লেও এই হাদীছের কোন সনদই ছহীহ নয় *(তারীখু ইবনু মাঈন হা/৩০৮৯; ইবনু হাজার, আল-মাতালিবুল আলিয়া হা/১৪৭৮; সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৪০২)*। তবে ব্যবসায়ের মধ্যে বরকত আছে যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবী, ছিদ্দীক ও শহীদগণের সঙ্গে থাকবে *(তিরমিযী হা/১২০৯; মিশকাত হা/২৭৯৬; ছহীহুত তারগীব হা/১৭৮২)*। তিনি আরো বলেন, 'সবচেয়ে পবিত্র উপার্জন হ'ল, যা মানুষের নিজ হাতের কাজ এবং সদুপায়ে ব্যবসার মাধ্যমে করা হয়' *(আহমাদ হা/১৭৩০৪; মিশকাত হা/২৭৮৩; ছহীহাহ হা/৬০৭)*।

প্রশ্ন (৩৭/৪৭৭) : পড়াশোনার প্রয়োজনে তথা ভূমি গবেষণার জন্য আমাদেরকে রাতের পর রাত গভীর জঙ্গলে ছেলে-মেয়ে একত্রে কাটাতে হয়, অধ্যয়ন করতে হয়। একে অপরকে সাহায্য করতে হয়। কোন মেয়ে অসুস্থ হ'লে কয়েকজন পালাক্রমে তাকে বহন করে চলতে হয়। এর ফলে কি আমাদেরকে গুনাহগার হ'তে হবে?

-শিক্ষার্থীদের পক্ষে নাছিরুদ্দীন
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

উত্তর : এই ধরনের পরিস্থিতি বর্তমান মুসলিম দেশগুলোতে অতীব দুঃখজনক এক বাস্তবতা। ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক শিক্ষা পরিবেশ প্রদান না করে কর্তৃপক্ষ এমন ভয়ংকরভাবে তাদেরকে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার ব্যবস্থা করছে। নিঃসন্দেহে এতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, ছাত্র-ছাত্রী প্রত্যেকেই গুনাহগার হবেন। কেননা এমন পরিস্থিতিতে নারী ও পুরুষ কারো পক্ষে যথাযথ ইসলামী পর্দা মেনে চলা সম্ভব নয়। অতএব এমন পর্দাহীন ও প্রতিনিয়ত গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পরিবেশে গবেষণা থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (৩৮/৪৭৮) : ইমাম ছাহেব অসুস্থ হওয়ার কারণে বসে ছালাত আদায় করতে পারবেন কি? যদি পারেন তবে মুছল্লীরাও কি বসে ছালাত আদায় করবেন?

-আব্দুল্লাহিল কাফী, মহিষবাথান, রাজশাহী।

উত্তর : অসুস্থ অবস্থায় ইমাম বসে ছালাতে ইমামতি করতে পারবেন। তবে দাঁড়িয়ে ইমামতি করার মত অন্য কেউ থাকলে তাকে ইমামতি করতে দেওয়া উত্তম *(নববী, আল মাজমূ' ৪/২৬৪; ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ২/১৬২)*। এক্ষণে ইমাম বসে ছালাত শুরু করলে মুছাল্লীরাও বসে ছালাত আদায় করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন ইমাম বসে ছালাত আদায় করেন, তখন তোমরা সকলেই বসে ছালাত আদায় কর *(বুখারী হা/৬৮৯; মুসলিম হা/৪১১-১৩; মিশকাত হা/১১৩৯)*। আর ইমাম দাঁড়িয়ে ছালাত শুরু করার পর যদি অসুস্থ হয়ে বসে ছালাত আদায় করেন, তবে মুছাল্লীরা বাকী ছালাত দাঁড়িয়ে আদায় করবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) অসুস্থ অবস্থায় জামা'আতে অংশগ্রহণ করেন। যখন আবুবকর (রাঃ) ইমামতি করছিলেন। এসময় রাসূল (ছাঃ) আবুবকরের বামে বসে ইমামতি করছিলেন। আর আবুবকর দাঁড়িয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে অনুসরণ করছিলেন। আর ছাহাবীগণ আবুবকরকে অনুসরণ করছিলেন *(বুখারী হা/৬৬৪; মুসলিম হা/৪১৮; মিশকাত হা/১১৪০)*।

প্রশ্ন (৩৯/৪৭৯) : শরী'আতে একজন পুরুষের জন্য কতটুকু পরিমাণ স্বর্ণ ব্যবহার করা জায়েয?

-শামীম, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।

উত্তর : পুরুষের জন্য সকল প্রকার স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'স্বর্ণ ও রেশমী কাপড় আমার উম্মতের নারীদের জন্য হালাল করা হয়েছে এবং পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৫৯৫; আবুদাঊদ হা/৪০৫৭; মিশকাত হা/৪৩৯৪)*। এক্ষণে কারো যদি নাক কেটে যায় বা দাঁত ভেঙ্গে যায় আর তা মেরামতের জন্য স্বর্ণের বিকল্প কিছু না থাকে তাহ'লে এক্ষেত্রে পুরুষেরা স্বর্ণ ব্যবহার করতে পারবে *(তিরমিযী হা/১৭৭০; মিশকাত হা/৪৪০০; নববী, আল-মাজমূ' ১/৩১২; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২৪/৫৬)*।

প্রশ্ন (৪০/৪৮০) : অবহেলাবশত ছালাত পরিত্যাগকারী মৃত পিতার জন্য দো'আ করা সন্তানের জন্য জায়েয হবে কি?

-আব্দুল হান্নান
সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

উত্তর : যদি ছালাত অস্বীকারকারী না হয়, তবে অলসতা ও অজ্ঞতাবশে ছালাত পরিত্যাগকারী পিতার জন্য দো'আ করা যাবে এবং সন্তানের দো'আয় পিতা উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ *(উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব ১২৪/১১৬)*। আর সন্তানের দো'আ পিতা-মাতার উপকারে আসে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, কেবল ৩টি আমল ব্যতীত (১) ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ বা প্রবাহমান দান (২) এমন ইলম, যার দ্বারা জনগণের কল্যাণ সাধিত হয় এবং (৩) সুসন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩)*। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাঁর কোন নেক বান্দার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন। এ অবস্থা দেখে সে (নেক বান্দা) বলবে, হে আমার রব! আমার এ মর্যাদা কিভাবে বৃদ্ধি হ'ল? তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার জন্য মাগফিরাত কামনা করার কারণে *(ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬০; মিশকাত হা/২৩৫৪; ছহীহাহ হা/১৫৯৮)*।